"কবিতা-কুসুমাঞ্জলি"

—:০:০:—

প্রথম খণ্ড প্রকাশের হেতুবর্ণনা যথা—

আমি একজন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রবীণ চিকিৎসক, প্রায়ঃ সপ্ততি (৭০) বর্ষবয়ঃ প্রাপ্তি হইয়াছি। বাল্যাবস্থা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, রাণাঘাট ইত্যাদি বহুদেশে পাঠ্যাবস্থায় গমন করিয়া স্বযত্নে ও অসীম কষ্টে বহুতর শাস্ত্র, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ সহ ভূবিপ্রমাণ আশু ফল-প্রদায়ক তীব্রমুষ্টিযোগাদি শিক্ষা এবং লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক সংগ্রহ ও প্রয়োগেও প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াছিলাম। পরিশেষে (শিক্ষান্তে) কলিকাতা মধ্যে চিকিৎসা কার্য্যার্থে সমাগত হইয়াও অত্রস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং ডাক্তার মহোদয় গণের অনুগামী হইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গুহ্য ও প্রকাশ্য [illegible] সহ বহুবিধ আশ্চর্য্য ঔষধ শিক্ষা করিয়াছি এবং চিকিৎসা কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থানে (জেলায় জেলায়) গমন করিয়া অসংখ্য দুরারোগ্য ও সুখসাধ্য রোগের চিকিৎসা [illegible] তৎ তৎ স্থানীয় কবিরাজ, ডাক্তার, হকিম, গুণিন্ (রোজা [illegible]), [illegible] ইত্যাদি চিকিৎসক-মহোদয়গণের সহিত মিলিত হইয়া [illegible] কষ্ট রোগের চিকিৎসা করা জন্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ নানাপ্রকার তীব্রমুষ্টিযোগাদি শিক্ষা [illegible] পরীক্ষাপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম; জীবনান্তে সেই [illegible] কষ্টলব্ধ মুষ্টিযোগরত্ন সকল বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় "বিবিধ-তীব্রমুষ্টিযোগ" নামধেয় প্রথম খণ্ড হইতে পঞ্চম খণ্ড পুস্তকে অকপট চিত্তে প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় সাধারণের শিক্ষার্থে ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত (ছাবা) করিয়া প্রকাশে অসংখ্য প্রশংসা পত্রে দীর্ঘজীবী হইবার বিপুল আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অদ্যাপি শত্রুদমন পূর্ব্বক সানন্দে জীবিত আছি; এজন্য সাহসী হইতেছি যে, বাল্যকালাবধি শিক্ষার্থীরূপে যথাতথা পরিভ্রমণর এবং ক্ষুদ্র ও মহতী সভামধ্যে গমনাগমন হেতুক, পণ্ডিতগণের প্রমুখাৎ শিক্ষালব্ধ সভারম্য, উপদেশ সূচক,

প্রস্তাবোত্তর-দায়ক, সারগর্ভ, পৌরাণিক, বিবিধ শাস্ত্রোক্ত সভা মুগ্ধকর সংস্কৃত শ্লোক যাহা শিক্ষা সহ সংগ্রহ করিয়াছি, জীবনান্তে তাহাও বিলুপ্ত হইবার আশংকায় সেই অমূল্য উপাদেয় শ্লোকরত্ন যাহা যাহা সংগ্রহ আছে, তাহার কিয়দংশ এই "কবিতা-কুসুমাঞ্জলি" নামক প্রথমখণ্ডে মূল সংস্কৃত শ্লোক, ঋজু সংস্কৃত ভাষায় অন্বয় (ব্যাখ্যা) এবং প্রাঞ্জল (খুব সরল) বঙ্গানুবাদে অলঙ্কৃত করিয়া সাধারণের শিক্ষার্থে ও জ্ঞানার্থে প্রকাশ করিলাম—এক্ষণে ইহা সভ্য সমাজে পাঠে সুখকর হইলে শ্রম ও শ্লোক সংগ্রহকার্য্য সফল বোধ করিব।

এই কবিতা-কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থখানি মহানগরী কলিকাতা রাজধানীর মধ্যগত বাগ্‌বাজার নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-চূড়ামণি এবং বৈয়াকরণিক প্রধান পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে—এজন্য নির্ভ্রম (নির্ভুল) হইবার সম্ভব ; কিন্তু কি জানি, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" ইত্যাদি বচনানুসারে যদ্যপি কোন স্থানে সুধী পাঠকের সুবিচারে ভ্রম সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাকে পত্রদ্বারা জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং সংশোধন করিব।

আবাসস্থান-
কলিকাতা শ্যামবাজার-
দেবনারায়ণ দাসের লেন ১০নং ভবন

বিনয়া[illegible] [illegible] বিদ্যারত্নোপাধিক-
শ্রী[illegible] দেবশর্ম্মণো-
[illegible]বেদন মেতৎ।

সূচীপত্র।

—:০-০:—

"বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ" মূল্য ৩।৹ টাকা।

'দ্বিতীয় সংস্করণের বিবরণ যথা—

ইহা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ, জনসমাজে অতি বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ, সাধারণের জ্ঞাতব্য, এবং সঞ্চয় করিয়া গৃহে রাখিবার উপযুক্ত রত্ন বিশেষ ; ইহার অসংখ্য প্রশংসাপত্র নানাস্থান হইতে পূর্ব্বে আসিয়া গৃহপূর্ণ-প্রায় হইয়াছে ; তত্রাপি অধুনা কলিকাতা শিবাদহের জজ এবং মুন্‌সেফ্ কোর্টের সুসভ্য, শান্ত, প্রশংসা-ভাজন, কার্য্যদক্ষ সদ্‌বংশ-জাত বি এ, বি এল, উকিল শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ-পূর্ব্বক ডাক যোগে কি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ; সেই পত্রখানি সাধারণের পাঠার্থে নিম্নে মুদ্রিত করিলাম—যথা—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

৪৯ নং তালপুকুর রোড—বেলেঘাটা।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ বিদ্যারত্ন

মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় বিদ্যারত্ন মহাশয় !

আপনার প্রণীত "বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ" গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আপনার গ্রন্থের নির্দ্দেশ মত কয়েকটী মুষ্টিযোগ রোগ বিশেষে প্রয়োগ করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি ; ইহা অপেক্ষা পুস্তকের উপযোগিতার প্রশংসা আর কি হইতে পারে ? সেকালের প্রবীণা গৃহিণীগণের জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত রত্নরাজি ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত ভেষজ সমূহের একমাত্র সমাবেশ, কেবল আপনার গ্রন্থেই রহিয়াছে দেখিলাম ; বঙ্গভাষায় এইরূপ হিতকর গ্রন্থ পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আপনার প্রগাঢ় গবেষণা ও সযত্ন সংগ্রহের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ খানি পাঠক সমাজে আদর লাভ করিবেই—ইহা আমার বিশ্বাস, আপনার পুস্তক খানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা উচিত।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১। গুণমুগ্ধ—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

উকিল শিবাদহ ছোট আদালত।

নবসংগৃহীত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ-তীব্র-মুষ্টিযোগ কয়েকটী প্রকাশের বিবরণ—যথা—

চিকিৎসা কার্য্যোপলক্ষে দেশ ও বিদেশ-নানাস্থানে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক বহু সংখ্যক ডাক্তার কবিরাজ সহ মিলিত হইয়া বহুবিধ উৎকট রোগের চিকিৎসা-লব্ধ ও শিক্ষিত তীব্র মুষ্টিযোগ সমূহ ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের শিক্ষার্থ "বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ" গ্রন্থ নামে প্রকাশ করার পর হইতে আবার যে কয়েকটী আশুফল দায়ক মুষ্টিযোগ নূতন শিক্ষা ও সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; জীবনান্তে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সেই কয়েকটী মুষ্টিযোগ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি; এক্ষণে ইহা সকলে শিক্ষা ও ব্যবহার করিলে আশা করি, বিশেষ উপকৃত হইবেন।

কম্পন-নিবৃত্তির উপায়।

১। সহজ অবস্থায় বা পীড়িতাবস্থায় হস্তপদাদির কম্পনরোগ উপস্থিত হইলে গরম জলের স্বেদ বা ফোমেণ্টে-সন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে কম্পন নিবৃত্তি হইয়া রোগী সুস্থ হইবে।

২। মেথিলেটেড স্পিরিট মালিশ ও তৎসহ নির্ধূম বহ্নির স্বেদ বা তাপ দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ কম্পন নিবৃত্তি হয়।

১ এক বোতল মেথিলেড স্পিরিট ।/০ আনা হইতে ।৵০ আনা মূল্যে যথা তথায় বিক্রয় হয়, জ্ঞানার্থ লিখিলাম।

অতি সহজে দাস্ত পরিষ্কারের উপায়—যথা—

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরী মনসাদেবীর পূজা বা ভোগার্থে যে কচুগাছ কাটিয়া খোসা উন্মোচন পূর্ব্বক ঘণ্ট প্রস্তুত হয়; সেই কচুগাছের ঘণ্ট নারিকেল কুরা ও চিনি যোগে উত্তম মশলা দ্বারা পাক হইলে সুখাদ্য হয় এবং

এই কচুর ঘণ্ট কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে পবিত্র ভাবে কোষ্ঠশুদ্ধি (বাহ্যে) হয় এবং মনুষ্যকে স্বচ্ছন্দে রাখে, নিত্য খাইলেও উত্তম দাস্ত হইতে থাকে।

২। পালংশাকের ঐরূপে ঘণ্ট করিয়া ভোজন করিলেও কোষ্ঠ পবিত্র (বাহ্যে) হইয়া থাকে।

—০—

অম্লদোষে মুষ্টিযোগ।

অম্লদোষ থাকিলে বা হইলে আমলা ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, হরিতকী ১ তোলা এই ৩ তিন প্রকার দ্রব্য একত্র করিয়া ৪০ তোলাজলে কাচ বা প্রস্তর আধারে ভিজাইয়া ৬। ৭ ঘণ্টা পরে ঐ জল ছাকিয়া পান করিলে অম্লদোষ সহ দুর্জয় অম্ল ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ইত্যাদি জঠর রোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে। জঠর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইহা নিয়ত পান করিলে জঠর রোগ আরোগ্য হইয়া সুস্থ থাকেন। ইহাকেই ত্রি-ফলার জল কহে।

—০—

পিপীলিকা তাড়ন—যথা—

যে যে স্থানে পিপীলিকার দৌরাত্ম্য হইবে, সেই সেই স্থানে ফি-নাইন ছড়াইয়া রাখিলে, তথা হইতে পিপীলিকাগণ প্রস্থান করে; যে হেতু পিপীলিকাগণ ফিনা· ইনের ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না। দীর্ঘকাল এই গন্ধ ভোগ করিলে মরিয়া যায়।

ইন্দ্রলুপ্ত কীট-রোগের অর্থাৎ টাক পোকা রোগের ঔষধ।

মস্তকে কেশমূল ভক্ষণকারী কীট উৎপন্ন হইলে মস্তকে সুড়্‌সুড়্ যাতনায় রোগী অস্থির হইয়া মস্তক চুল্কাইতে চুল্কাইতে কাতর হয় এবং ক্রমে কীট সকল কেশমূল ভক্ষণ করিলে চুল উঠিয়া মস্তকের মধ্যে টাক (কেশ শূন্য) হইয়া ফাঁব

হইলে মনুষ্য-মাত্র কদাকার হয়; রোগী পুরুষ হইলে তাহাকে কেহ কন্যা সম্প্রাদন করিতে চাহেন না, স্ত্রী হইলে স্বামীর মনঃকষ্ট এবং দেখিতে কুৎসিতা হয়, বালিকা হইলে বহুকষ্টে বর যোজনা করিতে হয়; অতএব তাহার ঔষধ বর্ণনা করিতেছি, যথা—

১। তেলাকুঁচা লতা গাছের পাতার রস ২ তোলা, খাঁটী সর্ষপ-তৈল ২ তোলা, কর্পূর ১০ রতি একত্র মর্দ্দন ও সূর্য্যপক্ক হইলে চুল কাটিয়া মস্তকোপরি ইহা নিত্য মর্দ্দন করিতে করিতে ক্রমে কীট মরিয়া কেশোদ্‌গম হইতে থাকে।

২। তুঁতেকে গজ পুটে অর্থাৎ উভয় খুরির মধ্যগত করিয়া সেই খুরিদ্বয়কে কাদা ও বস্ত্র ফালি দ্বারা আবদ্ধ-পূর্ব্বক রৌদ্রে দিবে, পরে কাদা শুষ্ক হইলে ঘুঁটী-য়ার পোরে পোড়াইয়া তুঁতেকে ভস্ম প্রস্তুত করিবে। এই ছাই ১ তোলা, নারিকেল তৈল ১০ দশ তোলাতে যোগ করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নিপক্ক করিয়া শিশি মধ্যে স্থাপন ও নিত্য মস্তকে মর্দ্দন করিতে করিতে কেশকীট মরিয়া পুনর্ব্বার কেশ বহির্গত হইতে থাকে।

৩। কেশরাজ (কেঁশুত্বে) নামক ছোট গাছ যথাতথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার রস মস্তকে মালিশ করিতে করিতে ক্রমে কেশকীট ধ্বংস হইয়া কেশোদ্‌-গম হইতে থাকে, এবং টাক দোষ নিবৃত্তি হয়।

টাকে অর্কক্ষীর।

দুশ্চারোগ্য টাক পোকা হইলে লবণ সহ আকন্দ আটা মস্তকের টাক স্থানে যে দিন দিবেন, সেই দিনেই চুলকনা, সুড়সুড় করা ইত্যাদি যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন। এইরূপে ৪। ৫ দিন প্রদত্ত হইলেই ইন্দ্রলুপ্ত কীট মরিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে যাতনা নিবারণ হইয়া কেশোদ্‌গম হইতে থাকে।

প্রিয়! পাঠক! "শুক্না পোঁদে আন্দর আটা" এক প্রাচীন বাক্য জনশ্রুতি আছে বলিয়া ক্ষত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া আমি স্বয়ং আমার নিজের মস্তকে আকন্দ আটা লাগাইতে সাহসী হই নাই; একদিন ঐ পোকার কামড়ে অস্থির হইয়া মস্তকে ক্ষত হয় হবে-বলিয়া পরিশেষে না হয় অশ্বত্থামা হইব—এই ভাবিয়া

যে দিন লবণ সহ আন্দক আটা মস্তকে দিলাম, সেই দিনেই যাতনা নিবারণ হইল এবং ক্রমে টাক দোষ নিবৃত্তি হওয়ায় সুখী হইলাম. এই জন্য ইহা সাধারণকে জানাইতে সাহসী হইয়াছি।

অম্ল, অম্লশূল ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নিবারণের সদুপায় ;—যথা—

নিশাকালে শয়ন সময়ে পরিপক্ক অর্থাৎ বড় বড় জাঙ্গী হরিতকী ৫। ৬ টী চর্ব্বণ করিয়া জলপান পূর্ব্বক শয়ন করিলে প্রাতে পবিত্র-ভাবে দুর্গন্ধময় মল-নির্গত হইয়া দেহ পবিত্র হয় ; তৎপরে শুদ্ধাচারে আবার ৫ কি ৬ টী ঐ হরিতকী চর্ব্বণ-পূর্ব্বক জলপান করিলে বৈকালে সন্ধ্যা মধ্যে আবার একবার সুচারু-রূপে দাস্ত হইয়া কোষ্ঠ পবিত্র হয়। এইরূপে হরিতকী প্রয়োগ করিলে শূল, অম্লশূল, অজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্সিয়া এবং অন্যান্য জঠর রোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া রোগী সুস্থ হয়, এবং ক্রমে ক্ষুধাবৃদ্ধি সহ রোগী ভোক্তা ও বলবান্ হইয়া থাকে।

যিনি স্থবিরত্ব লাভ প্রযুক্ত চর্ব্বণে অশক্য হইয়াছেন, তাঁহাকে জলসহ হরিতকী শীলায় পেষণ করিয়া কর্দ্দমবৎ হইলে সমভাবে কাশীর চিনি অর্থাৎ পবিত্র চিনি মিশ্রিত করিয়া কাচ বা প্রস্তরের আধারে স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য প্রাতে এবং রাত্রিতে শয়নকালে ২ তোলা পরিমাণে দুইবারে নিত্য ৪ তোলা সেবন করিলে বা করাইলে তিনিও ঐ ঐ রোগ হইতে আরোগ্য-ফল প্রাপ্তি হইবেন সন্দেহ নাই।

"দৃষ্টফল মিদং।"

এই রোগে জলে সুপক্ক বার্লি (যবের পালো), দুগ্ধ-পক্ক বার্লি, নেয়াপাতি ডাব, মুড়ি, খৈ, সদ্যোজাত কেবল মাংসের বা চুণামাছের' ঝোল সহ অতি সুপক্ক দাউদ খানি চাউলের অন্ন, মাণকচু, কাচ-কলা সহ গ্যাদালপাতার ঝোল সুপথ্য হইবে।

ঝালবাটনা, লঙ্কা, গুড়, শশা, পিয়ারা, পরমান্ন, পিষ্টক, ভাজী, দাল, শাক, আহারান্তে দিবা নিদ্রা, স্ত্রী-সহবাস, শ্রম, চিন্তা ইত্যাদি অতি কুপথ্য।

অভুক্তস্য দিবা নিদ্রা, পাষাণমপি জীর্য্যতি।

অস্যার্থো যথা—অনাহারে দিবা-নিদ্রা অজীর্ণ-রোগীর পক্ষে অতি হিতকর ও সুখকর।

হরিতকীং ভঙ্ক্ষ রাজন্, মাতেব হিতকারিণী।

কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা, নোদরস্থা হরিতকী।

ফলকথা—রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন--মহারাজ! গর্ব্ভধারিণী মাতাও সন্তানের প্রতি সময়ে সময়ে কুপিতা হন; কিন্তু উদরস্থা হরিতকী কদাপি রুষ্ট হইবে না; অতএব হরিতকী মাতা-সদৃশী হিত-কারিণী।

জ্যোতিষ-সাগর”

মহাগ্রন্থ—

ইহা পাঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অতি সহজে জ্যোতিষশাস্ত্রের ফললাভ সহ শিক্ষা করিতে পারিবেন। গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন, এরূপভাবে প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায়, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কুটিল ও সরল বিষয় সকলের বিশেষ মর্ম্মার্থ ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। সরলভাবে ও কুটিলতাশূন্য এমন জ্যোতিষগ্রন্থ জগতে দ্বিতীয় (আর একখানি) নাই। অনেক জ্যোতিষপুস্তক বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু কুটিলতাপূর্ণ। ইহাতে কপটতার পরিচয় কিছুমাত্র নাই। জ্যোতিষ এমন কুটিল যে-পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেন না, পুত্রও অন্যস্থানে সুশিক্ষা লাভ করিলে পিতাকে জানিতে দেন না—এমনস্থলে বিবেচনা করিলাম যে, “জীবনান্ত (মৃত্যু) হইলেই দুঃসাধ্য কষ্টলব্ধ সঞ্চিত বিদ্যা-সকল বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সাধারণের শিক্ষার্থে অকপট-চিত্তে সরল বঙ্গানুবাদ সহ সাধারণের শিক্ষয়িতব্য জ্যোতিষ মূলগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছি। এই মহাগ্রন্থ অতি পবিত্র গ্লানি-শূন্য ও নির্ভুল; ইহা পাঠে কোষ্ঠী (ঠিকুজী) প্রস্তুত করিতে, শুভাশুভ নির্ণয় করণে এবং প্রশ্নগণনায় বিশেষ পারদর্শী হইবেন; ইহাতে অনুমাত্র সংশয় করিবেন না। মূল্য ১॥০ টাকা; মাশুল।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান প্রণেতা প্রবীণ চিকিৎসক ও জ্যোতিষী

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন—সমীপে।

শ্যামবাজার কলিকাতা ১০নং দেবনারায়ণ দাসের লেন,।

—০—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ-দ্বিতীয় সংস্করণ।

চিকিৎসাকার্য্যোপলক্ষে নানাস্থানে (জেলায় জেলায়) পরিভ্রমণ করিয়া নানা-বিধ উৎকট রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হইয়া তৎ তৎ দেশীয় বহুবিধ ডাক্তার,

কবিরাজ, হকিম, আবধৌতিক, তান্ত্রিক, গুণিন (রোজা) সহ মিলিত হইয়া অসংখ্য দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করায় যে সকল আশু ফলদায়ক হিতকর "তীব্র-মুষ্টিযোগাদি" শিক্ষা ও সংগ্রহ করিয়াছি; জীবনান্তে সেই সকল উপাদেয় ও হিতকর মুষ্টিযোগাদি বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সর্ব্ব-সাধারণের শিক্ষার্থে এই মহা-গ্রন্থে সরল হৃদয়ে অকপট চিত্তে প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত করিয়া "বিবিধ তীব্র মুষ্টিযোগ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। মূল্য ৩।০ টাকা, মাশুলাদি ।৶০ আনা।

কবিতাকুসুমাঞ্জলি, চিকিৎসারত্ন, জ্যোতিষ-সাগর ও বিবিধতীব্র-মুষ্টিযোগ এই ৪ চারিখানি পুস্তকের—

প্রাপ্তিস্থান—যথা—

১। প্রকাশক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্নের বাটী—
১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সমীপে প্রাপ্তব্য।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। মনোমোহন লাইব্রেরির অধ্যক্ষ সমীপে প্রাপ্তব্য।
২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—০—

কতিপয় বীর্য্যশালি-মহৌষধের পরিচয় যথা—

অস্মদ্দেশে বিশেষতঃ মহানগরী কলিকাতা মধ্যে বহুবিধ ঔষধ ব্যবসায়ী, ঔষধালয়ে এবং চিকিৎসক মহোদয়গণের চিকিৎসাগারে ধনোপার্জ্জন লালসায় প্রকৃত ও কৃত্রিম ঔষধ সাগর প্রস্তুত পূর্ব্বক ক্যাটলগে (ঔষধ তালিকা পুস্তকে) এবং সংবাদ পত্রিকায় মহাবিজ্ঞাপনে লিখিত মিথ্যা প্রলোভন বাক্যে সাধারণের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বহুলোকের নিকট হইতে জগতের ধন হরণ করিতেছেন, তাহাতে প্রতারিত ব্যক্তিগণের প্রমুখে আক্ষেপ উক্তিতে ঘৃণা ও লজ্জায় মহা-দুঃখিত হইয়া যথা শাস্ত্রানুসারে কতিপয় মহৌষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক জনসমাজের উপকারার্থে এবং বিক্রয়ার্থে বিনীত ভাবে প্রকাশ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, অন্যালয়ে প্রতারিত হই-

বার কোন আশঙ্কা না করিয়া অকাতরে পূর্ণ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়া যে যে ঔষধে, যে যে রূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভব লিখিত হইল; সেই সমস্ত হিতজনক ফল সকলেই প্রাপ্ত হইবেন; ইহাতে কেহ সন্দেহ করিবেন না। তবে আমার লিখিত নিয়মানুসারে থাকিয়া সুপথ্য করিতে হইবে; অতএব নিম্নলিখিত শুভফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে কেহ অণুমাত্র সংশয় করিবেন না।

যে হেতু আমি পাতুরে কয়লার জ্বালে কিম্বা নিমকাষ্ঠের জ্বালের স্থানে, তেঁতুল বা অন্য কাষ্ঠের জ্বালে, চিকিৎসকের নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম স্থানে উড়েচাকর, ও বেহারা দ্বারা প্রস্তুত করান হয় নাই। তৈলাদি পাকের দুগ্ধাদিও ফুকা দেওয়া কসাই গোয়ালার নিকট হইতেও গ্রহণ করি নাই, দ্রব্যাদিও যথা রীত্যনুসারে আয়োজন করিয়া ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত কার্য্য স্বয়ং বিশেষ শ্রমের সহিত ও তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করিয়াছি—এজন্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি যে, প্রতি ঔষধের নিম্নে লিখিত ফললাভ কেননা সকলেই প্রাপ্তি হইবেন? সম্পূর্ণ আশা করি যে, লিখিত ফল লাভে কেহ-ই বঞ্চিত হইবেন না। প্রাপ্তিস্থান--

কলিকাতা শ্যামবাজার দেব-নারায়ণ দাসের লেন ১০নং নিজ নিকেতন। | নিবেদক প্রবীণ-চিকিৎসক— **শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।**

অম্লারিষ্ট মহৌষধ প্রকাশের কারণ বর্ণনা যথা—

সর্ব্ব প্রথমেই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে নিবেদন—এই যে, পূর্ব্বে সকলেই গব্য ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও গৃহ-জাত উপাদেয় ঘোল ইত্যাদি গব্য রস দ্বারা ভোজন ক্রিয়া সম্পাদনানন্তর দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ ও নীরুগ্ন থাকিয়া পরমসুখে বহুকাল জীবিত থাকিতেন; অধুনা নানা কারণে গব্য রসের অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে, সেই হিতকর গব্য রসের পরিবর্ত্তে এক্ষণে ৪। ৫ খানি ঘুঁটিয়া দ্বারা পাথুরে কয়লার উনুনটী মাত্র কোন গতিকে ধরান হয়, গো জাতির অভাব বশতঃ ঘৃতাদি প্রায় উৎপন্ন হয় না; সুতরাং ঘৃত-ব্যবসায়িগণ বহুবিধ দূষ্য দ্রব্যাদিতে কৃত্রিম ঘৃত

প্রস্তুত করিতেছেন, সেই ঘৃতে পক্ক-দ্রব্যাদি ভোজনে অম্ল (ডিস্‌পেপ্সিয়া), অম্লশূল, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগে জীর্ণ হইয়া সকলে অল্পায়ুঃতেই দেহত্যাগ করিতেছেন ; ইহা দেখিয়া "অম্লারিষ্ট" নামে এই মহৌষধ আবিষ্কার পূর্ব্বক শত শত স্থানে পরীক্ষান্তে সাধারণের ব্যবহার ও ক্রয়-জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিয়াছি বড় ১ বোতল ২৪ বার সেবনের যোগ্য এইপরিমিত মহৌষধের মূল্য ১॥০ টাকা। পথ্যাপথ্য ও সেবনের ব্যবস্থা ঔষধাদিসহ প্রদান হয়।

ইহাকেই আবার চূর্ণ ভাবে, অম্লচূর্ণ নামে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, এই উভয় প্রকার ঔষধেই দুরারোগ্য অম্ল (ডিস্‌পেপ্সিয়া) ইত্যাদি ২। ৪ দিনেই আরোগ্য হইয়া রোগী সর্ব্বভুক্ হইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত ঐ অম্লারিষ্ট আর অম্লচূর্ণ-নামে- এই ঔষধ দ্বয়ে ২। ৪ দিন সেবনেই অম্লশূল, অম্ল, অম্লোদ্গার, উদরস্ফীতিতা, অম্ল-বমন, বমনোদ্‌বেগ, অম্ল সম্বন্ধীয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট তরল ভেদ, অজীর্ণ দোষ, অগ্নিমান্দ্য, পেট্ ফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, ও বুক জ্বালা ইত্যাদি দুশ্চিহ্ন—অত্যল্প সময়ের মধ্যেই (২। ৪ দিনেই) আরোগ্য হইয়া থাকে, তৎপরে নিত্য সহজে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া রোগীর অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি ও দিন দিন ভোজনে বলবান হইয়া ক্রমে দুর্জয় অম্ল, অম্লশূল, ডিস্‌পেপ্সিয়া ইত্যাদি রোগ হইতে আরোগ্য হয়েন।

ডাকযোগে পাঠানার জন্য অম্লচূর্ণই সুবিধা জনক ; মাশুলাদি ॥০ আনা।

—০—

যোগেন্দ্র রস ঔষধের বিবরণ।

আয়ুর্ব্বেদ-মধ্যে বায়ুরোগাধিকারে "যোগেন্দ্র-রস"নামে অতি সুপ্রসিদ্ধ (বিখ্যাত) মহৌষধ আছে, ইহা প্রায় সকলেই অবগত ; কিন্তু তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে ব্যয় ও বহু কষ্ট সাধ্য এবং মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বিশুদ্ধ রস-সিন্দূর, স্বর্ণ ভস্ম, সহস্র পুট পাকজাত কান্তি লৌহ ও অভ্র ভস্ম, মুক্তা ও বঙ্গ ভস্মেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে ; এ জন্য সাধারণ গৃহস্থে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকিৎসক মহোদয়গণ স-চরাচর প্রস্তুত করিতে পারেন না, যদি বা কোন গতিকে অর্থ যোজনা হয়, তাহা হইলেও ঐ ঐ দ্রব্যাদি অপ্রাপ্তি জন্য কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন না, সেই হেতুক

কৃত্রিম যোগেন্দ্ররস কেহ, কেহ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসামাত্র চালাইয়া প্রশংসা প্রাপ্তি হয়েন না, কেবল অপযশের ভাগী হইয়া থাকেন—ইত্যাদি অভাব মোচনার্থে উক্ত "যোগেন্দ্ররস" নামক প্রসিদ্ধ মহৌষধ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল জন্য বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত করিয়া সযত্নে রাখিয়াছি; যখন যাঁহার আবশ্যক হইবে, তখন তিনি পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন। প্রতি সপ্তাহের মূল্য ২৲ টাকা, মাশুলাদি ।• আনা। অগ্রে মাশুল খরচা না পাঠাইলে কোন ঔষধ পাঠান হয় না।

—০—

যোগেন্দ্র-রস সেবনের ফলশ্রুতি।

ইহা যথা নিয়মে সেবন করিলে বাতপিত্তজনিত রোগমাত্র, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও মাথা রগম (পাগল হওয়া বা ‌ুরোগ) যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, অম্লপিত্ত ইত্যাদি বহু বহু কঠিন রোগের মহৌষধ জানিবেন।

বাধকারিষ্ট ঔষধ বিষয় যথা—

স্ত্রীগণের যৌবনাবস্থায় অনেকের বাধক পীড়া উপস্থিত হয়, ইহা জন্মাইলে প্রতিমাসে রজস্বলা হইবার ৩। ৪ দিন তলপেটে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে কন্কনানি, ধড় ফড়ানি বহুবিধ যাতনায় কাতরা ও মৃতবৎ হইয়া ২। ৪ দিন ধরাধামে পতিতা হইয়া থাকেন। রজঃস্রাব হইলেই ক্রমে ক্রমে বেদনার শান্তি হইতে থাকে। তৎপরে সেই স্ত্রীলোক-টী পুনর্জীবন লাভ হইল-এই জ্ঞানে আবার সংসারাশ্রমের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, মাসান্ত-সময়ে আবার ঐ প্রকার যাতনায় কাতরা হইতে হয়। এই বাধক পীড়াক্রান্ত স্ত্রীগণের প্রায় সন্তান-সন্ততি জন্মায় না।

এই বাধক পীড়ার বিশেষ শান্তিকারক নবাবিষ্কৃত এই "বাধকারিষ্ট" জানিবেন এবং ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর মাত্র আরোগ্য হয়। এবং ইহাতে স্ত্রীগণ হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মাইয়া থাকে।

সর্ব্ব-সাধারণের গ্রহণ জন্য সতত প্রস্তুত করিয়া থাকি, ইহা মাসদ্বয় সেবন করিলে বাধক ও প্রদর মাত্র আরোগ্য হইয়া দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। এক মাসের সেবন যোগ্য বাধকারিষ্টের মূল্য ৪৲ টাকা, মাশুলাদি ।০ আনা।

—০—

ক্ষীর-পর্প্পটীর (ক্ষুধাবতীর) বিষয় যথা—

ইহা অতিশয় আগ্নেয়, পাচক, কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোজন করিয়া ৮।১০ রতি পরিমাণে মুখে ফেলিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক বাসিজল দ্বারা গলাধঃকরণ করিলে খুব অল্প সময় মধ্যেই পরিপাকান্তে পুনর্ব্বার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে ; এজন্য সাধারণের ব্যবহার্য্য, এবং ইহা বিলক্ষণ মূত্রকারক বলিয়া শোথ (ফুলা) রোগীর পক্ষে অতি হিতকর, ডিস্‌পেপ্সিয়া ও অম্ল-নাশক, উদরাময় ও আমাশয় রোগেও ব্যবহার্য্য। মাত্রা ৮ হইতে ১২ রতি আন্দাজ লইয়া মুখে ফেলিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক জলদ্বারা সেবন হয়। মূল্য ২ দুই তোলা ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ৶০ আনা।

—০—

বৃহদ্‌গুড়ূচী তৈলের বিষয়—

ইহা নিমকাষ্ঠের জ্বালে, নিমগাছের গুলঞ্চের ক্বাথে ও পবিত্র (খাঁটী) গব্য-দুগ্ধে পাক এবং যথা যোগ্য দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া সাধারণের হিতার্থে রাখিয়াছি। ২৫৲ টাকা পাকাসের হিসাবে পাইতে পারিবেন।

ইহার উপকারিতার পরিচয় যথা—পিত্তজন্য বা বাতপিত্ত জন্য মুখের বিস্বাদ, ও মুখে পচা দুর্গন্ধ, দেহে সন্তাপ, হস্তপদ ও চক্ষুর্জ্জলন, নিদ্রার অভাব, বাহ্যে অপরিষ্কার, মেহ বা বায়ুরোগ উপস্থিত হইলে এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে, হৃৎপিণ্ডে ও মস্তকে বিলক্ষণ মর্দ্দন করাইলে অল্পকাল মধ্যেই ঐ সকল রোগ নিবৃত্তি হয় ; কিছু দীর্ঘ সময় ব্যবহার করিলে দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ (বরফবৎ ঠাণ্ডা) করিয়া দেয় এবং ইহাদ্বারা মস্তিষ্ক সুস্থির ও ধীশক্তি সম্পন্ন হয়। বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, হনুস্তম্ভ, (বাক্যের জড়তা), কামলা, পাণ্ডুতা, গাত্র

কণ্ডু, (চুল্‌কণা), বলি-পলিত (বার্দ্ধক্য চিহ্ন প্রকাশ) ইত্যাদি রোগে বিশেষ হিতকর—৫ বিন্দু পরিমাণে কিঞ্চিৎ জল সংযোগে পান ও গাত্রে মর্দ্দন, এবং নস্যগ্রহণ এই ত্রি-বিধরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঐ সকল রোগে ও অবস্থায় ইহা সুব্যবহারে উপরি-লিখিত উপকার প্রকাশ না হইলে মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে (ফেরত দিতে) কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

গুড়ূচ্যাদি—লৌহের বিবরণ—

ইহা মধুদ্বারা মর্দ্দিত হইলে ধনে ও পলতা ভিজনার জল বা ক্বাথ যোগে সেবন করিতে হয়। বাতরক্ত রোগে (গাত্রে কদাকার চিহ্নপ্রকাশে), বিশেষতঃ হস্ত পদাদির প্রদাহ (জ্বালা) রোগে অতিশয় হিতকর ও আশু ফলপ্রদ। মূল্য ৭ বটী ১৲ টাকা। মাশুলাদি।০ আনা। মাশুল অগ্রে পাঠাইলে প্রেরিতব্য।

৭। মেহ বা প্রমেহ ও শুক্রতারল্যরোগে

বিশুদ্ধ বঙ্গাষ্টক।

মেহ, পুরাণ মেহ কিম্বা প্রমেহ, শুক্রতারল্য ও বহুমূত্র ইত্যাদি ধাতু ঘটিত রোগ উপস্থিত হইলে বিশুদ্ধ ধাতু ঘটিত বিশুদ্ধ বঙ্গাষ্টক-মহৌষধ জানিবেন। ইহা ব্যবহারে অল্প সময় মধ্যেই বিংশতি প্রকার মেহ, শুক্র-তারল্য দোষ নিবারণ হইয়া বহুমূত্র রোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া থাকে এবং তৎসহ শুক্র-কাঠিন্য হইয়া নীরুগ্ন সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন হয়। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় করিবেন না। সপ্তাহের মূল্য ২৲ টাকা, মাশুলাদি।০ আনা. মাশুল খরচ অগ্রে না পাঠাইলে কোন ঔষধ পাঠান যায় না। ব্যবস্থাপত্র ঔষধসহ পাঠান হয়।

পবিত্র মেহানল রস।

প্রতি সপ্তাহ মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল খরচ ।০ আনা, মাশুল খরচ অগ্রে পাঠান হইলে প্রেরণ হয়। ইহা অল্প মূল্যের ঔষধ সত্য; কিন্তু সিংহ তুল্য প্রতাপান্বিত। সর্ব্বপ্রকার মেহ ও বহুমূত্রে ব্যবহার্য্য। ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য জনক ফললাভ হইবে; কিন্তু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ সময় ব্যবহার করিতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ জানিবেন।

—০—

মহাদশমূল তৈল।

ইহা শীরোরোগ নাশক, শ্লেষ্মা বা উর্দ্ধশ্লেষ্মা দ্বারা মস্তকে কট্-কট্, দপ্‌দপ্ যাতনা উপস্থিত হইলে ভীষণ সর্দ্দি ও কাস হইলে মস্তক ভার থাকিয়া ঘুরিয়া পড়িলে ইহার নস্য গ্রহণ, বক্ষঃস্থলে মস্তকে মর্দ্দন করিলে ৫।৬ দিন মধ্যেই শিরোরোগ মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে। গাত্র বেদনা স্থলেও ইহা বিশেষ উপ-কারী। ফলকথা শিরোরোগের মহৌষধ ২৫৲ সের হিসাবে বিক্রয় হয়।

—০—

শৃঙ্গারাভ্র, ইহাকাসের মহৌষধ।

নূতন বা পুরাণ কাস উপস্থিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভার ও বেদনাযুক্ত হইলে, ঘন ঘন কাস হইয়া যাতনা দায়ক হইলে, এমনকি কাসের জন্য নিদ্রা না হইয়া সাদা-সাদা ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠা বা রক্তসহ শ্লেষ্মা উঠা রোগে হিতকর ও ব্যবহার্য্য প্রাতে ও বৈকালে নিত্য নিত্য দুই বটী ব্যবহার করিলে দুর্জ্জয় কাস রোগ আরোগ্য হইয়া সুস্বরবান্ হয়।

ইহা কাস, শ্বাস, শোথ, মেহ, যক্ষ্মা, মেদ, বমন, শূলাম্ল, অম্লপিত্ত, গুল্ম পাণ্ডু, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের শান্তি কারক হইয়া কামোদ্দীপক হয়। সহজ অবস্থায় সেবন করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি কারক হইয়া থাকে; এজন্য শৃঙ্গার পটু হয়।

মূল্য ১৪ বটী ৩৲ টাকা মধুসহ মর্দ্দিত হইলে ঈষদুষ্ণ আদা ও পানের রস যোগে সেব্য।

চন্দ্রামৃতা বটী।

ইহা রক্ত সহ কাস উঠারোগে বিশেষ হিতকর, নিদানোক্ত পঞ্চবিধ কাস রোগে ব্যবহার করিবার যোগ্য প্রধান ঔষধ বলিয়া বিখ্যাত।

সর্ব্বপ্রকার কাস রোগে, জ্বরসহ কাসে, বাতশ্লেষ্মোদ্ভব, পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভব, বায়ু-দোষোদ্ভব, অন্যান্য নানা দোষোদ্ভব কাসমাত্র রোগে, বিশেষতঃ রক্তসহ কাস ও শ্লেষ্মা উঠারোগে অতীব সুস্থতা ও আরোগ্য দায়ক। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম ইত্যাদি নষ্ট হইয়া বল ও বর্ণ বৃদ্ধির সহিত জঠরাগ্নির উদ্দীপন হইতে থাকে।

ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের, বিশেষতঃ পুরাণ একদিন অন্তর বা দুইদিন অন্তর জ্বর, একদোষোদ্ভব জ্বর, দ্বন্দ্বজ-জ্বর, চিরকাল সমুদ্ভব-জ্বর, ত্রি-দোষ-জনিত-জ্বর ইত্যাদি সকলপ্রকার জ্বরের বিশেষতঃ কাসভুক্ত জ্বরের অমোঘ মহৌষধ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। ৭ বটী ২৲ টাকা, মাশুল ।০ আনা।

—০—

মহাশঙ্খ-দ্রাবক।

ইহা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, পাত, অগ্রকড়া, ন্যাবা ও পাণ্ডু রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। জ্বর নাই কিন্তু প্লীহা যকৃৎরোগে উদরপূর্ণ হইয়াছে—এমনস্থলে ইহা অপেক্ষা জগতে দ্বিতীয় ঔষধ নাই। মূল্য ১ ঔন্স শিশি ১।০ টাকা। ঔষধসহ সেবন ব্যবস্থাপত্র প্রদান হয়।

অম্লশূলান্তক রস।

ইহা খাইতে মোহনভোগের ন্যায় সুখকর, সুস্বাদু, কৃষ্ণবর্ণ, কর্দ্দমাকার; কিন্তু গুণ অসীম তদ্‌যথা—প্রাতে ১ তোলা, সায়াহ্নে ১ তোলা নিত্য সেবন করিলে দুর্জ্জয় অম্লদোষ, অম্লশূল (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) উদরস্ফীততা, অজীর্ণ, অম্লবমন, চোঁয়া

ঢেকুর, বুকজ্বালা, বমনোদ্‌বেগ, অম্ল সম্বন্ধীয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট তরলভেদ, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি রোগ ৪। ৫ দিন মধ্যে আরোগ্য হইয়া জঠরাগ্নির উদ্দীপনে ক্রমে ভোক্তা ও বলবান হইয়া থাকে। সহজ অবস্থায় সেবনে প্রত্যহ উত্তম দাস্ত পরিষ্কার হইয়া নীরুগ্ন ও বলবান হয়। মূল্য ৪০ তোলা একটাকা, মাশুল ।০ আনা।

—০—

অম্লহুতাশন।

ইহা কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া (পাউডার) খাইতে মন্দ নয়, ।০ আনা মাত্রায় প্রাতে ও সায়াহ্নে দুই বেলায় ২ বার মুখে ফেলিয়া বাসিজল দ্বারা নিত্য গলাধঃকরণ করিলে দুর্জ্জয় অম্ল বারণ হইয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে। মূল্য ৫ তোলা ১।০ টাকা। মাশুল ।০ আনা।

—০—

মেহারিষ্ট।

ইহা বিংশতি প্রকার মেহে বা প্রমেহে অথবা শুক্রতারল্য দোষে এবং ধ্বজভঙ্গে প্রযুজ্য। দুই এক সপ্তাহ মধ্যেই ঐ সমস্ত রোগের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে। মূল্য ১ ঔন্স ১।০ টাকা, মাশুল ।০ আনা; কিন্তু শুক্রতারল্য দোষে ২ মাস কাল সেবন আবশ্যক। সেবন ব্যবস্থা ঔষধ সহ দাতব্য।

মেহশর্করা।

এই মেহ শর্করা নিত্য প্রাতে ।০ আনা, সায়াহ্নে ।০ আনা, মুখে ফেলিয়া জল দ্বারা কিছুদিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ ও প্রমেহ আরোগ্য হইয়া রোগী দিন দিন সুস্থ হইতে থাকে। মূল্য ২ তোলা ॥০ আনা, মাশুল ।০ আনা।

ভারত টনিক।

ইহা ক্ষেত্র পর্প্পটী (ক্ষেত পাবড়া), নিমগুলঞ্চ, চিরেতা, নাটার ডগা ইত্যাদি সিদ্ধকরা ক্বাথ বিশেষ। ইহা দ্বারা নবজ্বর, পুরাণজ্বর, প্লীহাজ্বর, যকৃৎ সংযুক্ত

জ্বর, পাণ্ডুজ্বর, কামলজ্বর (হ্যাবা), কুইনাইনের জ্বর, একদিন বা দুইদিন অন্তর জ্বর, বিষমজ্বর, দ্বি-কালীন ও ত্রি-কালীন বিষমজ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের শান্তি-কারক মহৌষধ। এই মহৌষধ ২। ৪ বার উদরস্থ হইলে নানাবর্ণের দূষিত মল নির্গত হইয়া ২। ৩ দিনের মধ্যেই জ্বর আরাম হইয়া প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, পাত ও কড়া প্রভৃতি জঠর রোগ-মাত্র দিন দিন সঙ্কোচ বা আরোগ্য হয়। বড় বোতল ১।০ টাকা, ছোট বোতল ৸০ আনা, মাশুল পৃথক।

বাতারিষ্ট

ইহা বাতবেদনাস্থলে কিছুদিন মালিস করিয়া নির্ধূমবহ্নির স্বেদপ্রদান করিলে নিশ্চয় বেদনা মাত্র ও বাতবেদনা আরাম হইয়া কার্য্যক্ষম হইবে। যদি হস্ত-পদাদির কামড়ানি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই হস্তপদাদিতে ইহা মালিস বা মর্দ্দন করিয়া বহ্নির স্বেদ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধজন্য জ্বালা যন্ত্রণাস্থলে ইহা মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়। বড় ১ বোতল ১॥০ টাকা, ছোট বোতল ৸০ আনা, মাশুল পৃথক।

প্রস্রাবারিষ্ট।

ইহা বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অতীব হিতকর, ৫ বিন্দু মাত্রায় ½ আধছটাক জল সহ সেবন করিতে হয়। এই প্রকার দিনে ২ বার, সন্ধ্যার পর একবার সেবন করিলে প্রস্রাব দোষ সারিয়া ক্রমে রোগী সুস্থ হইতে থাকেন। সুপথ্যে থাকা বৈধ। মূল্য ১ ঔন্স শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।০ আনা।

মেহ-পিচকারি—ব্যবস্থা—

মেহ বা প্রমেহ কিম্বা বহুমূত্র রোগ উপস্থিত হইলে এবং স্ত্রীগণের দুরারোগ্য প্রদর রোগ, উপস্থিত হইলে এই "মেহ-পিচকারি" নামক মহৌষধের পিচকারি

সপ্তাহে ২। ১ দিন ব্যবহার করিলে নীরুগ্ন হইয়া থাকিবেন। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ২৪ বার পিচকারির যোগ্য ঔষধ ১ শিশি ১॥০ টাকা পিচকারি ১টী ।০আনা, মাশুল ॥০ আনা।

বিশুদ্ধ-অশোকঘৃত।

ইহা সুবিখ্যাত প্রামাণিক মহৌষধ। স্ত্রীগণের শ্বেত বা রক্ত প্রদর রোগ হইলে ব্যবহার্য্য। স্ত্রীলোকের শোণিতস্রাব বা পূয়স্রাব রোগে ইহাই সর্ব্বজন-বিদিত ও বিখ্যাত মহৌষধ ঔষধ। মূল্য ২৫৲ সের হিসাবে বিক্রয় হয়।

মাশুল রেজেষ্টারি খরচ পৃথক।

-ঃ০-০ঃ—

লালচূর্ণ (লালগুঁড়া)।

ইহা দেখিতে সুন্দর ও লালবর্ণ, খাইতেও সুস্বাদু, বলকর, পুষ্টিকর, কিছুদিন সেবন করিতে করিতে মেহদোষ নিবারণ হইয়া বিক্রম সহ বলবীর্য্যশালী এবং রূপবান্ হয়। রোগান্তে দুর্ব্বল থাকিলে বিশেষ উপকারক ও কামোদ্দীপক—মূল্য ১ ভরি ২৲ টাকা, মাশুল ও প্যাকিং খরচা ।০ আনা। ব্যবস্থা পত্র দাতব্য।

বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত।

ইহা সর্ব্ব বাতঘ্ন, পুষ্টিকর, অপস্মার রোগ, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, জিহ্বাস্তম্ভ (জড়) ভ্রম, ক্ষীণেন্দ্রিয়, নষ্টশুক্র ও শুক্র-নিঃসরণ ইত্যাদি বহুবিধ বায়ুরোগে ব্যবহার্য্য। কিছুদিন সেবন করিলে বলবিক্রম-শালী ও রূপবান হয়। তৎসহ কামোদ্দীপন হইয়া থাকে। মূল্য ৫ তোলা ২॥০ টাকা।

ধাতু-ভস্মের বিষয়।

অত্রালয়ে সহস্র পুট পাকজাত লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম পাওয়া যায়। ইহা দুষ্প্রাপ্য ও দুঃসাধ্য বলিয়া সাধারণের মঙ্গলকামনায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ইহা না হইলে ধাতু ঘটিত উত্তম উত্তম মহৌষধ কিছুতেই হইতে পারে না।

বিশুদ্ধ বঙ্গ, মুক্তাভস্ম, রৌপ্যভস্ম সতত প্রস্তুত আছে। আবশ্যক মতে লিখিলে সকলে প্রাপ্ত হইবেন।

ইচ্ছাভেদী রস।

ইহা ক্ষুদ্রকায় মুগকলাই মত বটিকা। সভ্য জোলাপ, নিশাযোগে শয়নকালে ১বটী মুখে ফেলিয়া জলপান করিলে পরদিন প্রাতে বিনাকষ্টে একবার মাত্র পরিষ্কার দাস্ত হইয়া থাকে। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুরোগ থাকিলে ২। ৩ বটী সেবনে দাস্ত পরিষ্কার-রূপ ফল প্রকাশ হয়।

বৃহৎ সোমরাজী তৈলের বিষয়।

ইহা মর্দ্দনে অষ্টাদশ বিধ কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হইয়া রোগী সুস্থ ও সুন্দর হইতে থাকে; এবং ইহা দ্বারা দদ্রু, ছুলি, গাত্রকণ্ডু. ক্রিমি, গাত্র-বৈবর্ণ্য, ইত্যাদি স্থলে মর্দ্দন করিলে বিশীর্ণ-চর্ম্ম-মাংসাদি দৃঢ় হইয়া আরোগ্য হয়। পাণ্ডুরোগে ব্যবহৃত হইলেও রোগী সুস্থ হইয়া থাকে; ২৫৲ টাকা সের হিসাবে প্রাপ্তব্য।

বিশুদ্ধ মকরধ্বজের বিষয়।

ইহা সর্ব্বরোগের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার্য্য; যেহেতু ইহার বিশেষ গুণ আছে যে, দেহসঞ্চালক বায়ু, পিত্ত ও কফের সমকারক অর্থাৎ বাত-পিত্ত ও কফের হ্রাস ও বৃদ্ধি থাকিলে সমতা করিয়া দেয়, অবস্থাভেদে কেবল অনুপান পরিবর্ত্তন

করিতে হয়। ঔষধ প্রেরণ সময়ে অবস্থা বুঝিয়া কি কি অনুপানে সেবন হইবে তাহা লিখিতে বাধ্য রহিলাম। সপ্তাহের সেবনার্হ ১৲ টাকা, মাশুল।৹ আনা।

পবিত্র রসসিন্দূর।

পবিত্র রসসিন্দূর দ্বারা মকরধ্বজের ন্যায় ফললাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত রসসিন্দূর যাহা, তাহা মকরধ্বজের মতন ফলদায়ক। ভরি প্রতি ২৲ টাকা মূল্য।

জাঙ্গি-হরিতকীর মোরব্বা।

ইহা খাইতে খুব মুখরোচক, একটী খাইলে আবার একটী খাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। ইহা পঞ্চ লবণে পরিপক্ক, সেই জন্য সেবনে অসীম ফললাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুর্জয় অম্ল, (ডিস্‌পেপ্সিয়া), পেট্‌ ফাঁপা, অম্লোদ্‌গার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, উদরাময়, অর্থাৎ আমাশয়, রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, সঞ্চিতা গ্রহণী ইত্যাদি জঠর রোগমাত্র দিন দিন আরোগ্য হইতে থাকে, পরে রোগী ভোক্তা ও বলবান্ হয়; ২০ তোলা ১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়; মাশুলাদি ॥৹ আনা।

যমানী আচার।

একা যমানী শতমন্ন-পাচিকা" অস্যার্থো যথা—একটী যোয়ানে শত অন্নপরিপাক করিবার শক্তি রাখে—এই যোয়ান চূর্ণ, পঞ্চলবণ, গোঁড়ালেবুর রসে এই আচার প্রস্তুত। ইহা খাইতেও অতি সুস্বাদু, পূর্ব্বোক্ত হরিতকী মোরব্বার মতন গুণ ও ডিস্‌পেপ্সিয়া ইত্যাদি রোগ নাশক জানিবেন। উদরাময়ের সুন্দর ঔষধ ও বিলক্ষণ পাচক। মূল্য /১ সের ৪৲ টাকা।

·গ্রহণী গজেন্দ্র বিশেষ।

মূল্য ১৪ বটী ১ টাকা মাশুলাদি।০ আনা, গ্রহণী ও দুর্জ্জয় গ্রহণী রোগে ক্লান্ত (কাতর কিম্বা বিপন্ন) হইলে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা যে গ্রহণী রোগের মহৌষধ তাহা বলা বাহুল্য ; এক বটী সেবনেই তৎক্ষণাৎ ফল প্রত্যক্ষ হইবে ; ফলকথা ইহা দ্বারা সপ্তাহ মধ্যে রোগী আরাম হইয়া থাকে। অত্র বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। ঔষধসহ সেবনবিধি—ও পথ্যাপথ্য জানাইব।

অক্ষয়-দন্ত-মঞ্জন।

ইহা দন্তমূল দৃঢ়কারক, নিত্য ইহা দ্বারা দন্তমার্জন ও দন্তমূলে সংলগ্ন হইলে দন্তহীন হইবার সম্ভব থাকিবে না ; যেহেতু ইহা দ্বারা দন্তমূল হইতে প্রতিদিন দূষিত শ্লেষ্ম-নির্গত হইয়া দন্তমূল দৃঢ় হইতে থাকে। যদি কোন লোকের দন্তমূল গাল্‌গলা স্ফীত হইয়া কন্‌-কনানি ও শূলানি ইত্যাদির অসহ্য যাতনায় কাতর ও অস্থির হয়, তাহা হইলে এই অক্ষয় দন্তমঞ্জন যাতনা স্থানে দিবামাত্র বহুশ্লেষ্মা (লালা) ক্ষরণ হইয়া রোগী সুস্থ হইবে। তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা ব্যবহৃত হইলে মুখমণ্ডল সতত সদ্‌গন্ধময় হয়, অথচ দন্তমূলে বা দন্তে কোন কাল দাগ ইত্যাদি দুশ্চিহ্ন হইবে না। মূল্য ২ তোলা ॥০ আনা ; মাশুলাদি।০।

বিল্বাঞ্জন ও ভীমসেনীয় কর্পূর।

চক্ষুঃ হইতে জলস্রাব, চক্ষুতে শোথ (ফুলা), পিচূটী, শ্লেষ্মা দ্বারা চক্ষু যোড়া লাগিয়া যাওয়া, চক্ষুতে ঝাপ্সা ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হইলে, বিল্বাঞ্জন ও ভীমসেনীয় কর্পূর ৫।৭ দিন প্রদত্ত হইলে নিরাপদে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া যায়। বিল্বাঞ্জন অৰ্দ্ধ ½ তোলা ২৲ টাকা। মাশুলাদি।০ আনা।

উপরি উক্ত ঔষধ ও পুস্তকাদি পাঠানার মাশুল অগ্রে পাঠাইলে প্রেরিতব্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় গাঢ় সালসা।

ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতবেদনার, পারা ও গর্ম্মিরোগ জন্য গাত্রে কদাকার চিহ্ন প্রকাশ রোগের একমাত্র এই "গাঢ় সালসা" মহৌষধ জানিবেন। খাইলে রূপবান্ ও বলবান এবং নীরুগ্ন হইয়া থাকেন, ইহা ২। ১ মাস সেবন করিতে পারিলে কামোদ্দীপন হইয়া পুনর্ব্বার স্ত্রীসম্ভোগে বিশেষ পটু হইতে পারেন। মূল্য ১০ তোলা ২॥০ টাকা, মাশুল।০ আনা।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন,	নিবেদক প্রবীণ চিকিৎসক
শ্যামবাজার কলিকাতা।	শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

কলিকাতা উল্টাডাঙ্গা মেনরোড নিবাসী কল্যানীয় শ্রীমানী-কুলতিলক গুণ-গ্রাহী শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয়—এবং কলিকাতা শ্যামবাজার নিকাশী পাড়া নিবাসী দয়ালু সওদাগর কল্যানীয় শ্রীমান বাবু নগেন্দ্র নাথ ঘোষ মহোদয়—এই উভয়ে বিশেষ সাহায্য দান না করিলে এই বর্ষে মৎ-সংগ্রহীত "কবিতা কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশ করিতে পারিতাম না। লোক বিপন্ন হইয়া উক্ত মহোদয় দ্বয়কে জানাইলে যথাসাধ্য উপকার ও সাহায্যদানে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া থাকেন—ইহাই উহাঁদের স্ব-ধর্ম্ম জানিয়াছি। উহাঁরা দীর্ঘ-জীবী হইবার প্রার্থনায় ব্রতী হইলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

কবিতাকুসুমাঞ্জলি

(সভা মুগ্ধকারক শ্লোক পুষ্পাঞ্জলি।)

প্রথম খণ্ড।

মহামায়াবী এক রাক্ষস নিত্য নরমাংস ভোজন লালসায় তরণী প্রস্তুত পূর্ব্বক গঙ্গা ও যমুনায় মিলিত বিস্তীর্ণ নদীর পারাপারার্থ নাবিক হইয়া সতত প্রস্তুত থাকিতেন। পারার্থিগণ সমাগত হইলে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌচলন দ্বারা ঐ দুস্তর গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে নৌকা উপস্থিত হইলে তখন মায়াবী মনুষ্য-রূপিরাক্ষস আরোহিকে প্রশ্ন * করিতেন যে—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে, নৌকাং বহুপথানিহ।

বহন্ বিপ্রং প্রভক্ষামি, কঃ পাপিষ্ঠো মমাধিকঃ ॥ ১ ॥

অস্যান্বয়োযথা—হে মানব! ইহ গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহুপথান্ নৌকাং বহন্ তরণীচলনং কুর্ব্বন্ সন্, বিপ্রং ব্রাহ্মণং প্রভক্ষামি ভোজনং করোমি; অতএব মমাধিকঃ পাপিষ্ঠঃ কঃ কথ্যতাম্?

"অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

ব্যাকরণং যথা—অস্মিন্ ইতি বাক্যে ইহ। গঙ্গাযমুনয়োরিতি

* যদি বলেন, রাক্ষস প্রশ্ন করিতেন কেন? একবারেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিলেই পারিতেন; কিন্তু তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—পুরাকালে ধর্ম্মপ্রভাব-হেতুক রাক্ষসগণেও নিরপরাধীর জীবনদণ্ডে কুণ্ঠিত হইতেন। সেই জন্য প্রশ্নে পরাভূত এবং তজ্জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তৎকালে নিজের বিকটমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক আরোহীর জীবনদণ্ড করণানন্তর মাংস ভোজনে প্রীত হইতেন।

গঙ্গা চ যমুনা চ তে গঙ্গাযমুনে তয়োঃ। বহন্নিতি বহধাতোঃ শতৃ-প্রত্যয়ে বহৎ, ততঃ সৌকৃতে বহন্। প্রভক্ষামীতি প্রপূর্ব্বকভক্ষ-ধাতোঃ ক্যা মিপ্‌প্রত্যয়ে কৃতে প্রভক্ষামি ইত্যত্র আর্ষ্যত্বাৎ পরস্মৈ-পদম্। পাপিষ্ঠ ইত্যত্র পাপশব্দাৎ "গুণাদ্‌বেষ্ঠেয়সূ" ইত্যনেন ইষ্ঠ-প্রত্যয়ে কৃতে পাপিষ্ঠঃ।

বঙ্গভাষা যথা—নরমাংস-লোলুপ-মায়াবি-রাক্ষস সম্বোধন-পূর্ব্বক আরোহীকে প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) করিতেছেন যে—

হে নরপুঙ্গব! এই দুস্তর গঙ্গাযমুনার পারোপলক্ষে নৌকাযোগে আরোহীকে মধ্যভাগে আনিয়া আমি নিত্য নর ও ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিয়া থাকি, আমা হইতে এই জগৎ সংসারে অধিক পাপিষ্ঠ অন্য কেহ আছে কি ?

"এইরূপ ভয়ঙ্কর পাপী হইতে আর কেহ অধিক পাপী আছে বলিয়া কেহ সপ্রমাণ করিতে না পারিলেই, তখন ঐ মায়াবি-নাবিক রাক্ষস আরোহীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করেন।"

এইরূপে বহুদিন বহুলোকের প্রাণসংহার করার পর, একদা অগস্ত্য মুনি, পারার্থ তথায় উপস্থিত হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতেছেন রে! নাবিক! শ্রূয়তাং—

আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাদ্ যো, দাতারং প্রতিষিধ্যতি।
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্‌যস্তু, স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ॥ ২॥

অস্যান্বয়ো যথা—যো নর আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাৎ অর্থাৎ আশ্বা-সিতং কৃত্বা পশ্চাৎ প্রতারিতবানস্তি ; স এব ততোঽধিকঃ পাপিষ্ঠঃ। দাতারং দানকর্ত্তারং প্রতিষিধ্যতি যঃ, স এব অর্থাৎ দানবিষয়ে প্রতি-ষেধকোঽপি ততোঽধিকঃ পাপিষ্ঠঃ। এবং যো নরঃ স্বয়ং দত্ত্বা পশ্চাৎ তদ্ধনং হরেৎ হৃতবান্, সোঽপি ততোঽধিকঃ পাপিষ্ঠশ্চ ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ এতেভ্যো লঘুপাপী ত্বম্। "অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

অন্য বঙ্গভাষা যথা—যে ব্যক্তি আশ্বাসিত করিয়া পশ্চাৎ বঞ্চনা করেন, সেই

ব্যক্তি, আর যে ব্যক্তি দাতার প্রতিষেধক অর্থাৎ নিবারক হইতেছেন, তিনি এবং যিনি স্বয়ং দান করিয়া পশ্চাৎ সেই ধন হরণ করেন, তিনি এই ব্যক্তিত্রয় ততোঽধিক পাপিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত জানিবে ইত্যাদি শাস্ত্রহেতুক আপনি এই সকল পাপী হইতে লঘুপাপী হইতেছেন।

নিয়ত কোন স্থানে গমনাগমন বা ভোজন করা যুক্তি-বিরুদ্ধ, তৎপ্রতি পৌরাণিক বচন প্রমাণ যথা—

যো যত্র সততং যাতি, ভুঙ্‌ক্তে চাপি নিরন্তরম্।
স তত্র লঘুতাং যাতি, যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—যো নরো যত্রস্থলে সততং নিরন্তরং যাতি গচ্ছতি এবং ভুঙ্‌ক্তে চ ভোজনং কুরুতে চ; স এব যদি শক্রসম ইন্দ্র-সদৃশঃ স্যাৎ, তথাপি তত্রস্থলে লঘুতাং হীনতাং যাতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। "অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

ব্যাকরণং যথা—যাতীতি যাল্‌গতৌ, যাধাতুঃ তস্মাৎ ক্যাস্তিপি কৃতে যাতি ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নম্। ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজধাতোঃ ক্যা স্তে-প্রত্যয়ে কৃতে ভুঙ্‌ক্তে ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নম্। শক্রেণ সমঃ শক্রসমঃ ইন্দ্রসদৃশঃ।

যদি কোন ব্যক্তি বিনাকারণে নিরন্তর এক স্থানে গমনাগমন করেন, কিম্বা ভোজনাদি করেন, তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রসদৃশ মহান্ পুরুষ হইলেও হীনতাকে প্রাপ্তি হয়েন।

অতএব সুহৃদ্‌গণ! নিষ্প্রয়োজনে কুত্রাপি গমনাগমন বা ভোজন করিয়া হীন হইবেন না, ইহাই মর্ম্মার্থ স্থির জানিবেন। নিজালয়ে কার্য্য না থাকিলে ধর্ম্ম-চর্চ্চা বা ধর্ম্মপুস্তক পাঠে কালাতিপাত করা ধীমানের বৈধ।

ব্রাহ্মণ কুমার চিকিৎসক হইলে, বৈদ্য বা মূঢ়গণে যে অলীক বচনদ্বারা ব্রাহ্মণ চিকিৎসক মহোদয়কে ঘৃণা বা নিন্দা করেন, সেই বচন নিম্নে প্রদর্শিত হইল ; যথা—

চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চাণ্ডালমেব চ।
ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ ॥ ৪ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—চিতিং চিতাস্থানং, চিতিকাষ্ঠং প্রেতভূমি-সম্বন্ধীয়-কাষ্ঠং, যূপং যজ্ঞস্থলে পশুবন্ধনযোগ্যস্তম্ভবিশেষং, চাণ্ডালঞ্চ চণ্ডালজাতিঞ্চ এবং ব্রাহ্মণং ভিষজং ব্রাহ্মণচিকিৎসকমেব দৃষ্ট্বা দর্শন মাত্রং সচেলঃ সবস্ত্রঃ বস্ত্রেণ সহ জলং আবিশেৎ অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ স্নানং কৃত্বা পবিত্রো ভবেৎ। "অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

ব্যাকরণং যথা—সচেল ইতি চেলেন সহ সচেল ইত্যত্র সহ-শব্দস্থানে সাদেশঃ। আবিশেদিতি আঙ্‌ পূর্ব্বকবিশধাতোঃ পরে খ্যা যাৎ-প্রত্যয়ে কৃতে আবিশেৎ ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নম্‌। অন্যানি সুগমানি। চেলং বাসঃ ইত্যর্থঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—চিতা, চিতাকাষ্ঠ, বধার্থপশু-বন্ধনকাষ্ঠ, চণ্ডালজাতি, ব্রাহ্মণ চিকিৎসক এই পঞ্চবিধ মধ্যে এক এক প্রকার দৃষ্টি করিলেই বস্ত্রাদি সহ তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া পবিত্র হইবে।

বৈদ্যকুলোদ্ভূত চিকিৎসক বা অপর মূর্খগণ, ব্রাহ্মণ চিকিৎসক পাইলে "চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চেতি" উক্ত বচনাদিদ্বারা ব্রাহ্মণ চিকিৎসক মহাশয়কে অতিশয় অপ্রতিভ করিয়া লজ্জা ও তিরস্কারে অতি দুঃখিত করণানন্তর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং বলেন যে, ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইলে পতিত হয়েন, তাঁহাদের মুখদর্শন করিতে নাই, দৈবাৎ মুখদর্শন হইলে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্র স্নাত হইয়া পবিত্র হইতে হয়।

ইত্যাদি বচনদ্বারা তিরস্কার ও লজ্জা প্রদান করা, নিতান্ত ভ্রম, সম্পূর্ণ মূর্খতা ও অসভ্যতা প্রকাশমাত্র ; যেহেতু ঐ বচনটী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন কোন গ্রন্থে, পুরাণে, স্মৃতি শাস্ত্রে বা বেদে নাই, এই বচনটী স্বার্থপর কোন নব্য বৈদ্য কর্ত্তৃক রচিত, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত জানিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ যে বেদান্তর্গত, তাহাতে আপত্তি বা সন্দেহ কেহই করিবেন না,—এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বেদপাঠে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অধিকারসত্ত্বে, কি নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিবেন না? আয়ুর্ব্বেদপাঠী ব্রাহ্মণ হইলেই চিকিৎসা বিষয়ে বিশারদ, তাহাতে সন্দেহ কি? পরমদয়ালু-ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইয়া লোকের জীবন রক্ষার্থে কেনই-বা চিকিৎসা করিবেন না? ব্রাহ্মণ যে পরম দয়ালু এবং প্রধান দাতা তাহার উদাহরণ দধিচি মুনি ও কশ্যপঋষি ইত্যাদি শত শত প্রমাণ রহিয়াছে। দধিচি-মুনি জগন্মণ্ডলের হিতার্থে নিজের দেহ দান বা ত্যাগ করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। কশ্যপ ও বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সম্যক্ রাজ্য, দানে লাভ করিয়া অকাতরে ক্ষত্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এমন দয়াবান্ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইয়া বিপন্ন ও পীড়িত লোকের জীবন-রক্ষার্থে বা দানার্থে কেনই বা চিকিৎসা করিবেন না? নিষেধের কারণাভাব ; তবে অর্থগ্রহণ করিলে দোষাশ্রিত হইতে হইবে, ইহা শাস্ত্র ও বিচার সঙ্গত সত্য ; কিন্তু পুটপাক বিষম জ্বরান্তকলৌহ, সোমনাথরস ও বসন্তকুসুমাকর ইত্যাদি বহুমূল্যের ঔষধাদি প্রস্তুত জন্য ধনাদি গ্রহণ করিলেও কোন হানি বা ক্ষতি হইতে পারে না ; ভিক্ষুক ও তাপস ব্রাহ্মণকুমার চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসাকার্য্যই করিবেন, ঔষধার্থে বিপুল অর্থের সাহায্য কিরূপে করিতে পারেন? ঔষধ ব্যয়ার্থ ধনাদি গ্রহণ যুক্তি ও বিচার সঙ্গত হইতেছে।

রহস্য বিষয় এই "চরকগ্রন্থ চরকমুনি প্রণীত, সুশ্রুতগ্রন্থ সুশ্রুত মুনি প্রণীত" এইরূপে আয়ুর্ব্বেদীয় বহুল প্রধান প্রধান গ্রন্থ ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রণয়ন বা সংগ্রহ হইয়াছে। সভ্যগণ বিচার করিয়া দেখুন, যে—ব্রাহ্মণগণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই গ্রন্থ পাঠ বা গ্রন্থোল্লিখিত চিকিৎসাদি কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, এই মন্ত্রণায় কপট বৈদ্যগণ ঐ "চিতিঞ্চ ইত্যাদি" কাল্পনিক

বচনাদি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণজাতিকে চিকিৎসাদি কার্য্য হইতে বিদূরীকৃত করেন, ইহা রহস্যের বিষয় নয় কি ?

অপরন্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ আদিমজাতি, ইহার মধ্যে বৈদ্যজাতির উল্লেখ কোন গ্রন্থে করেন নাই, যদি বৈদ্যজাতিকে বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহাও ভ্রম ; যেহেতু বৈশ্যজাতি পণ্যজীবী অর্থাৎ বণিকপদ বাচ্যে গণ্য, ফলকথা এই চতুর্বর্ণাতিরিক্ত বৈদ্যজাতি হইতেছেন ; সুতরাং শঙ্কর-জাতির মধ্যে বৈদ্যজাতি পরিগণিত হইবেন না কেন ?

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে—শঙ্করবৈদ্যজাতি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কোন্ জাতিতে চিকিৎসাকার্য্য করিতেন ? তৎকালে আয়ুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণেই চিকিৎসা করিতেন কি না ? তবে কেন ধৃষ্টতাপূর্ব্বক নানাবিধ গঠিত বচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে ঘৃণা করেন ? তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও অন্যায় বলিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা স্থির হইল।

ভৃগুপদচিহ্নধারী অতএব ব্রাহ্মণমর্য্যাদক এবং জগৎপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দুঃখে দুঃখিত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে একদা শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরী কমলা সমীপে প্রশ্ন করিতেছেন যে, দেবি ! কমলে ! আমার পরম ভক্ত, উপাসক ও তাপস ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার দয়ার উদ্রেক হয় না কেন ? ইহাঁরা অতি নিঃস্ব, সেই হেতুক সর্ব্বদা ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ ও বহু দুঃখে কালাতিপাত করেন , অতএব ব্রাহ্মণ প্রতি আপনি করুণা প্রকাশ করিয়া প্রীতি দান করুন ?

তৎপ্রশ্নে দেবী কহিতেছেন, "নাথ ! শ্রূয়তাং" অর্থাৎ হে ভগবন্ দয়া করিয়া শ্রবণ করুন্।

ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীছাড়া হইবার কারণ ও প্রমাণ যথা—

পীতঃ ক্রোধেন তাতশ্চরণতলহতো বল্লভো যেন রোষা,
দাবাল্যাদ্‌বন্ধুবর্গৈর্নিজমুখবিবরে ধার্য্যতে বৈরিণী মে।
মদ্‌গেহং ছেদয়ন্তঃ প্রতিদিবসমুমাকান্ত-পূজানিমিত্তং,
তস্মাৎ খিন্না সদাহং দ্বিজকুলভবনং নাথ ! নিত্যং ত্যজামি ॥৫॥

অস্যান্বয়ো যথা—হে নাথ! হে দেব! যস্মাৎ পুরাকালে তাতো মমপিতা ক্ষীরোদসমুদ্রঃ ক্রোধেন কোপযুক্তেন অগস্ত্যেন পীতঃ অর্থাৎ উদরসাৎকৃতঃ। তথা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবেন ভৃগুণা রোষাৎ কোপাৎ বল্লভস্ত্বং মম নাথস্ত্বং চরণতলহতঃ পদেন প্রহৃতঃ। আবাল্যাৎ বাল্য-কালাবধিং অধিকৃত্য বন্ধুবর্গৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ সহ ব্রাহ্মণগণেন মে মম বৈরিণী সপত্নী সরস্বতী দেবী স্বাধর-বিবরে স্বীয়মুখকুহরে ধার্য্যতে উপাস্যতে। ব্রাহ্মণকুমারাঃ সর্ব্বে প্রতিদিনং নিত্যং উমাকান্তপূজা-নিমিত্তং মহাদেবার্চ্চনার্থং মদ্গেহং মত্তবনং অর্থাৎ পদ্মপুষ্পালয়ং ছেদয়ন্তঃ ছেদনং কুর্ব্বন্তশ্চ সন্তি। তস্মাৎ সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে খিন্নাহং দুঃখি-তাহং, এবং দুঃখেন দ্বিজকুলভবনং ব্রাহ্মণভবনং নিত্যং সততং ত্যজামি অর্থাৎ হে নাথ! ইচ্ছয়া ব্রাহ্মণনিকেতনং ন গচ্ছামীতি শেষঃ। "স্রগ্ধরাছন্দঃ"।

ব্যাকরণং যথা—পীত ইতি পা-পানে; পা-ধাতোঃ পরে কর্ম্মণি বাচ্যে অতীতে চ ক্ত-প্রত্যয়ে কৃতে পীতঃ। ক্রোধেনেতি ক্রুধ্লৃষৌ কোপে, ক্রুধ্ ধাতোঃ পরে পচাদিত্বাৎ কর্ত্তরি অন্ প্রত্যয়ে কৃতে ক্রোধঃ তেন। চরণতলহত ইতি চরণতলেন পদতলেন হতঃ ইত্যত্র তৃতীয়াতৎপুরুষসমাসঃ। রোষাদিতি রুষধাতোঃ পরে অলিকৃতে রোষঃ তস্মাৎ। আবাল্যাদিতি আবালশব্দাৎ ষ্ণ্য প্রত্যয়েকৃতে আবাল্যং, তস্মাৎ। বন্ধূনাং বর্গঃ বন্ধুবর্গঃ ইত্যত্র ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসঃ। তত-স্তৃতীয়া সহার্থে। স্বাধার-বিবরে স্বস্য অধরঃ স্বাধরঃ, তস্য বিবরে স্বীয়মুখকুহরে। মে মম, বৈরং বিদ্যতে অস্যাঃ ইতি বাক্যে অস্ত্যর্থে ণিন্প্রত্যয়ে বৈরিণী পরমশত্রুরূপা। ধার্য্যতে ইতি ধৃঞ চ ধৃত্যাং ধৃ ধাতোঃ পরে ঞৌকৃতে ধারিধাতুর্নিষ্পন্নঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণিবাচ্যে আত্মনে পদং, তস্মাৎ ক্যান্তে-প্রত্যয়ে ধার্য্যতে ইতি ক্রিয়াপদং

নিষ্পন্নম্। মম গেহং মদ্‌গেহং ইত্যত্র ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। ছিদির্‌এওধৌ ছেদে, তস্মাৎ স্বার্থে ণ্যেকৃতে ছেদিধাতুর্নিষ্পন্নঃ। ততঃ শতৃকরণানন্তরং জসি কৃতে সতি চ্ছেদয়ন্তো ব্রাহ্মণাঃ। খিদ্‌ওথ্যো দৈন্যকে ইত্যস্মাৎ ক্ত-প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয়ে সতি খিন্না। ত্যজ ত্যাগে ক্যা মিপ্‌প্রত্যয়ে ত্যজামি। অন্যানি পদানি সুগমানি।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ্মীত্যাগী (লক্ষ্মীছাড়া) দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কমলা সমীপে প্রশ্ন করণানন্তর—

তদুত্তরে লক্ষ্মী বলিতেছেন, হে কমলাপতে! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অর্থাৎ অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক আমার জন্মদাতা পিতৃদেব সমুদ্র পীত হইয়া শুষ্ক ও মরুভূমিবৎ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি ব্রাহ্মণকুলে সানুকুলা হইব কেন?

হে নাথ! আপনি, আমার প্রাণবল্লভ হইয়া ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভৃগুকর্ত্তৃক চরণতলহতপ্রযুক্ত দুঃখিত না হইবার কারণ কিছু আছে কি? সে জন্যও সতত ব্রাহ্মণকুলে প্রতিকুলা হইতেছি।

হে বল্লভ! বন্ধুবর্গের সহিত ব্রাহ্মণগণ আজীবন অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যুকালপর্য্যন্ত আমার পরম শত্রু সপত্নী সরস্বতীদেবীর উপাসনায় সতত রত থাকাজন্য আমার মর্ম্মবেদনা হয় না কি? সে কারণেও ব্রাহ্মণ কুলত্যাগিনী হইয়াছি।

হে প্রাণকান্ত! ব্রাহ্মণগণ, শিবার্চ্চনাকরণোপলক্ষে মদীয়বাসস্থান পদ্ম-কাননসমূহ 'ছেদনে সুপণ্ডিত অর্থাৎ পদ্মবনভঙ্গেদক্ষ, বাসস্থান উচ্ছেদকারীর প্রতি কে কোথায় সুপ্রসন্ন থাকেন? এ দুঃখেও ব্রাহ্মণালয়ে বাস করিতে ইচ্ছা করি না।

টেড়িকাটা-ধনাঢ্যগণের উপাসনাসূত্রে রূপ-বর্ণনাচ্ছলে টেড়ির দুই ভাগস্থিত কেশসমূহকেই প্রধান অপযশোদ্বয়কে গুণে পরিণত করিয়া কীর্ত্তন করিবার শ্লোক—

অর্থাৎ—মহারাজ নলের টেড়িবর্ণনার শ্লোক নৈষধে—

বিভজ্য মেরু র্ন যদর্থিসাৎকৃতো,
ন সিন্ধুরুৎসর্গ-জলব্যয়ৈ র্মরুঃ।
অমানি তৎ তেন নিজাযশোযুগং,
দ্বি-ফালবদ্ধাশ্চিকুরাঃ শিরঃ-স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—যৎ যস্মাৎ তেন নলেন মেরুঃ সুমেরুঃ অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বতান্তর্গত-সুবর্ণরত্নাদিস্থিতস্থানং বিভজ্য ভগ্নং কৃত্বা ন অর্থিসাৎকৃতঃ ন যাচকসাৎকৃতঃ এবং উৎসর্গজল-ব্যয়ৈরুৎসর্গজলদানেন সিন্ধুঃ সাগরো ন মরুঃ অর্থাৎ ন মরুভূমিঃ কৃতা, তৎ তস্মাৎ ইতি নিজাযশোযুগং ইত্থং নিজস্যাপযশোদ্বয়ং শিরঃস্থিতং মস্তোপরিস্থিতং কৃত্বা, দ্বিফালবদ্ধাঃ সীতয়া দ্বিধাকৃতাশ্চিকুরা অমানি মন্যতেস্ম।

ব্যাকরণং যথা—বিভজ্যেতি বি-পূর্ব্বাৎ ভন্‌জধাতোঃ পরে ক্ত্বাচস্থানে যপি কৃতে বিভজ্যেতি ভন্‌জঞৌ ভাগসেবয়োঃ। অর্থিসাৎ কৃত ইতি, অর্থৎকঞ যাচনে, তস্মাৎ ণিন্‌প্রত্যয়ে কৃতে অর্থী, তস্মাৎ অধীনার্থে চসাৎ প্রত্যয়ে কৃতে অর্থিসাৎপদং নিষ্পন্নং, ততঃ কৃধাতোঃ ক্তপ্রত্যয়ে কৃতে অর্থিসাৎকৃতঃ অমানীতি মন্যৌ ঙ চ মানে, তস্মাৎ কর্ম্মণিবাচ্যে অতীতে তনিকৃতে অমানি ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নম্। অন্যৎ সুগমম্। "বংশস্থবিলং ছন্দঃ"।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—স-সাগরা-পৃথ্বীপতি মহারাজ নল, সুমেরুপর্ব্বতান্তর্গত ধনস্থান ভগ্ন করিয়া যাচকগণের হস্তগত করিয়া দিতে পারেন নাই, আর

উৎসর্গ জলদানদ্বারা সাগরকে মরুভূমি করিতে পারেন নাই, এই দ্বিবিধ অপযশঃ স্বীকার করিয়া মস্তকোপরি শোভমান সীতা দ্বারা দ্বিধাকৃত কেশরূপে ধারণ করিয়াছেন।

পাপ এবং অপযশঃ কীর্ত্তন করিতে হইলে কবিগণ কৃষ্ণবর্ণ বস্তুসহ তুলনা ও বর্ণনা করেন। সেই জন্য মহারাজ নলের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও সীতাদ্বারা দুই অংশে বিভক্ত কেশকলাপকে ঐ দুই প্রকার অপযশঃ বলিয়া মস্তকোপরি ধারণ করিয়াছেন। "যে বস্তু নয়, বিশেষণাদি দ্বারা তাহা সেই বস্তু প্রমাণ করিলে রূপক কহে।" এই নিয়মাধীনে সীতাদ্বারা দ্বিধাকৃত কৃষ্ণবর্ণ কেশ-কলাপ অপযশঃ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল।

কোন ধনাঢ্য লোকে টেড়ী কাটিলে তাঁহার প্রধান প্রধান অপযশকে টেড়ীর দুই অংশস্থ কেশকলাপ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন।

কতিপয় মূঢ়লোকে চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রতিশরীরে দেবদেবী প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর না হওয়া প্রযুক্ত দেবদেবী স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের হৃদ্‌বোধার্থ "জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ধৃতবচনম্ প্রদর্শিতং।" যথা—

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ, পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঽমৃতম্।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ, পুণ্যপাপ-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—কাষ্ঠমধ্যে দারুমধ্যে যথা যদ্রূপেণ বহ্নিরগ্নিরস্তি, পুষ্পে গন্ধঃ, পয়সি দুগ্ধে অমৃতং অসাধারণ-সুস্বাদবিশিষ্টবস্তু বিদ্যতে, তদ্রূপেণ দেহমধ্যে শরীরাভ্যন্তরে দেবো দেবী চ অর্থাৎ শরীরনিষ্ঠ-দেবতা স্থিতা; কিন্তু স দেবঃ পুণ্যপাপ-বিজিতঃ অর্থাৎ শরীর-নিষ্ঠদেবতা শরীরিকৃতকর্ম্মফলত্যাগী ভবতি। "অনুষ্টুপ্ছন্দঃ"।

ইহ জগতি যদ্ যদ্ বস্তু বিদ্যতে, তেষাং মধ্যে প্রত্যেকবস্তুনিষ্ঠৈক-দেবোঽস্তি দেবী চ বিদ্যতে।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কাষ্ঠ মধ্যে বহ্নি, পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে মধুরাস্বাদবিশিষ্ট বস্তু-বিশেষ, ইহারা যেরূপে সর্ব্বদা বাস করেন, কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ সকল প্রাণীতে এবং সকল জড় পদার্থে এক একটী দেব ও দেবী প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা শরীরিকৃত কর্ম্মফল জন্য পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিতগণের সহিত যোগিগণের প্রভেদ বর্ণনা হইতেছে।

মন্থিত্বা চতুরো বেদান্, সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিনা পীতঃ, তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে ধৃতবচনমিতি। "অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

অস্যান্বয়ো যথা—চতুরো বেদান্ চতুর্ব্বিধান্ বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চ সম্যক্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চ মন্থিত্বা আলোড্যঃ সারঃ সারাংশো যোগিনা তত্ত্বজ্ঞানিনা পীতঃ পানং কৃতং। পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে তক্রং পিবন্তি অর্থাৎ অসারবস্তুপানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ; কেবলং আড়ম্বরং কৃত্বা বৃথা বিচারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ পণ্ডিতা ইতি শেষঃ।

ব্যাকরণাদিকং সুগমং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—শাম, যজুঃ, অথর্ব্ব ও ঋক এই চারিপ্রকার বেদ আর অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানি-গণ সারাংশ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান মাত্র গ্রহণ করিয়া অসারাংশ বর্জ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ চতুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সকল সমালোচন করিয়া তক্র (ঘোল) অর্থাৎ অসারাংশ লইয়া তর্ক ও বিতর্কে বৃথা কালক্ষেপণ করেন।

তথাচ জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে—"অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি, সামান্য-গণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা, গুপ্তাকুলবধূরিব ॥ ৯ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—বেদ শাস্ত্র-পুরাণানি সম্যক্‌শাস্ত্রাণি সামান্য-

গণিকা ইব অর্থাৎ সাধারণকুলটা ইব। পুনঃ কিন্তু যা শাম্ভবীবিদ্যা তন্ত্রবিদ্যা বিদ্যতে, সাপি কুলবধূরিব গুপ্তা প্রচ্ছন্না ভবতি।

ব্যাকরণাদিকং সুগমং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র সামান্য বেশ্যা তুল্য অর্থাৎ বেশ্যা সমীপে যেমন সাধারণেই গমনাগমন করিয়া সুখসম্ভোগ করেন' সেইরূপ বেদশাস্ত্র পুরাণাদি পাঠে ইতরভদ্র সাধারণেই মুক্তিজনক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

কিন্তু তন্ত্রোক্ত শাম্ভবীবিদ্যা অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত সিদ্ধ হইবার বিদ্যা কুলবধূর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে তন্ত্রে অবস্থিতি করেন। সাধক হইয়া সদ্‌গুরু লাভ করিতে পারিলে সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্তও হইতে পারেন।

জ্ঞানশঙ্কলিনীতন্ত্রোক্ত এই বচনত্রয় সারগর্ভ বলিয়া উদ্ধৃত ও ব্যাখাত হইল।

ব্রাহ্মণ পদরেণু গ্রহণ মন্ত্র এবং সেই পদরেণু সম্বন্ধীয় গুণবর্ণনা।

বিপদ্‌ঘন-ধ্বান্ত-সহস্র-ভানবঃ,
সমীহিতার্থার্পণ-কামধেনবঃ।
অপার-সংসার সমুদ্র-সেতবঃ,
পুনন্তু মাং ব্রাহ্মণ-পাদ-রেণবঃ ॥ ১০ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—বিপদ্ ঘনধ্বান্ত-সহস্রভানবঃ বিপদরূপ-নিবিড়ান্ধকারে সহস্র-সূর্য্যস্বরূপাঃ, সমীহিতার্থার্পণ-কামধেনবঃ সমীহিতার্থার্পণে বাঞ্ছিতবস্তুপ্রদানে, কামধেনবঃ কামধেনুস্বরূপাঃ, অপার-সংসার সমুদ্র-সেতবঃ অপারে সংসাররূপসমুদ্রে সেতবঃ পারাপার-যোগ্যাল-বালস্বরূপাঃ, এবম্ভূতা ব্রাহ্মণপদ-রেণবঃ ব্রাহ্মণচরণধূলয়ঃ "কৃপয়া" "পাপিনং" মাং পুনন্তু পবিত্রং কুর্ব্বন্তু ইত্যন্বয়ঃ শেষঃ। "বংশস্থবিলং ছন্দঃ"।

ভক্তিপূর্ব্বকং—বিপদ্‌ঘনেতি মন্ত্রং পঠিত্বা ব্রাহ্মণচরণধূলিধারণে বাঞ্ছিত-ফললাভঃ সঙ্গতঃ, কিন্তু ভক্তিং বিনা ন সঙ্গতঃ।

ব্যাকরণং যথা—ঘনঞ্চ তৎ ধ্বান্তঞ্চেতি ঘনধ্বান্তং গাঢ়ান্ধকার ইত্যর্থঃ। বিপচ্চাসৌ ঘনধ্বান্তঞ্চেতি বিপদ্‌ঘনধ্বান্তং বিপদ্‌রূপ-গাঢ়ান্ধকারঃ, তস্মিন্‌ সহস্রভানবঃ সহস্র-সংখ্যক-সূর্য্যস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সহস্রাণি চ যে ভানবশ্চেতি বাক্যে সহস্রভানব ইতি শেষঃ। সমীহিতার্থমিতি ঈহঙ চেষ্টে, সংপূর্ব্বকাৎ তস্মাৎ অতীতে ক্তপ্রত্যয়ে সতি সমীহিতঃ, সমীহিতশ্চাসৌ অর্থশ্চেতি সমীহিতার্থঃ তস্য অর্পণে দানে কামধেনবঃ। বাঞ্ছিত-পদার্থ-প্রদায়িন্যো গাভীবিশেষা ইতি। অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতব ইতি সংসারশ্চাসৌ সমুদ্রশ্চেতি ব্যাসবাক্যে সংসার-সমুদ্রঃ; ততো নাস্তি পারো যস্য স এব অপারঃ, অপারশ্চাসৌ সংসারসমুদ্র-শ্চেতি অপার-সংসারসমুদ্রঃ, তৎ সেতবঃ অর্থাৎ পারযোগ্যসেতু-স্বরূপাঃ। পাদয়ো রেণবঃ পাদরেণবঃ ব্রাহ্মণস্য পাদরেণবঃ ব্রাহ্মণপদ-রেণবঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণচরণধূলয়ঃ ইতি শেষঃ। পুনস্তু ইতি, পূঞ্গি-শোধে, তস্মাৎ গ্যা অস্তু-প্রত্যয়ে কৃতে পুনস্তু ক্রিয়াপদং নিষ্পন্ন-মিতি। পরিত্রাণং কুর্ব্বন্তু ইতি কথয়িত্বা ব্রহ্মণপদধূলি-গ্রহণং কর্ত্তব্য-মিতি শেষঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—বিপদ-স্বরূপ নিবিড়ান্ধকারে সহস্র ভাস্কর-সদৃশ, চেষ্টিত অর্থাৎ অন্বেষিত বস্তু প্রদানার্থে কামধেনু সমান, অপার-সংসার-সাগর-পারার্থে সেতু-তুল্য, এবম্ভূত ব্রাহ্মণপাদরেণু! আমাকে পূত (পবিত্র) করুন, "এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পদরেণু গ্রহণ করিতে হয়।"

ব্রাহ্মণভক্তের ইহা নিতান্ত জ্ঞাতব্য।

যাত্রা বিষয়ে জ্ঞাতব্য।

পঞ্জিকানুসারে শুভ দিন প্রাপ্তি হইলে, বা না হইলে, যে কোন সময়ে যাত্রা হইবে, নিম্নলিখিত তন্ত্রোক্ত বচনানুসারে যাত্রা করিলে অবশ্য সুফল হইবে, যেহেতু বচনানুসারে ক্রিয়াপূর্ব্বক যাত্রা করিলে পার্ব্বতী সহ শঙ্কর যাত্রাকারীর অনুগামী হইয়া অভীষ্ট ফলদান করিয়া থাকেন।

তন্ত্রোক্তবচনং যথা—

বিল্বপত্রং সমাঘ্রায়, পথি গচ্ছন্তি যে নরাঃ।
তেষাং সহায়ো ভগবান্, পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥ ১১ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—"যাত্রাসময়ে" যে নরা যে মানবাঃ, বিল্বপত্রং শ্রীফলপত্রং সমাঘ্রায় ঘ্রাণং গৃহীত্বা পথি অধ্বনি গচ্ছন্তি যান্তি। তেষাং নরাণাং পার্ব্বত্যা সহ ভগবান্ শঙ্করঃ সহায়ো "ভূত্বাভীষ্টফলদাতা ভবতি" ইতি তন্ত্রোক্তবিধানাৎ স্থানান্তর-গমনকালে ভগবত্যা সহ মহেশং মঙ্গলময়ং শিবং ভক্তিপূর্ব্বকং বিচিন্ত্য বিল্বপত্রঘ্রাণং নীত্বাচ যাত্রাবিধেয়া, ইতি ব্যবস্থা।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—দেশান্তরে যাত্রাকালে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শিবদুর্গা নাম জপ ও কীর্ত্তন করিয়া বিল্বপত্রের ঘ্রাণ লইতে লইতে যাত্রা করিবেন, পার্ব্বতী সহ মঙ্গলময় শিব সেই যাত্রাকারীর পশ্চাদ্গামী হইয়া শুভফলদাতা হয়েন। "তন্ত্রোক্ত এই বিধানে যাত্রা করিলে কদাপি বিফল মনোরথ হইবেন না।"

পিতৃ আজ্ঞা-পালনকারী, রাজ্যচ্যুত রাম, তদনুগামিনী সীতা এবং প্রাণাধিক ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ বনগামী হইলে সহধর্ম্মিণী সীতা দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইলে তদুপলক্ষে রক্ষঃকুলধ্বংসার্থ রাবণাদি সহ শ্রীরামচন্দ্রের বহুবিধ মহা-সমর হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রজিত বধান্তে রাম সহ রাবণের যে মহাসমর হয় সেই মহাসমর-কালে রাবণের প্রিয়পুত্রহন্তা লক্ষ্মণকে অমোঘ, শক্তিশেলাস্ত্র দ্বারা

মহাবীর রাবণ ধরাশায়ী করিয়াছিলেন পশ্চাৎ অত্যল্প সময়েই রাম কর্ত্তৃক রাবণ পরাস্ত ও নিরাকৃত হইলেন।

তদনন্তর যুদ্ধক্লান্ত, ধনুর্ধারী মহাবীর রাম,ধরাশায়ী মৃতবৎ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে ধারণ এবং মুখচুম্বন-পূর্ব্বক সুমধুর প্রিয়বাক্যে বারম্বার সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন , কিন্তু তাহাতে কোন উত্তর না পাইয়া আত্মগ্লানি সহ রাম বিলাপ করিতেছেন। তদ্ যথা—

সৌজন্যং বনবাসতঃ সুবিদিতং বুদ্ধিঃ সুবর্ণৈনতঃ,
গাম্ভীর্য্যং জনকাত্মজাবিরহিতং শৌর্য্যং বধাৎ বালিনঃ।
জীবাম্যেব চ কেবলং ত্বিদমহো ! তে লক্ষ্মণস্নেহতো,
রুষ্টস্ত্বং হি ন ভাষসে বিধিরহো জানামি বামোঽভবৎ ॥১২॥

"ইতি শক্তিশেলকালে রামেণোক্তং" ঊনবিংশত্যক্ষরাবৃত্তি-
মধ্যে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দঃ।

অস্যান্বয়ো যথা—অহো ! খেদে রামেণোক্তং ইদং কিং !!! হে লক্ষ্মণ ! কেবলং তে তব স্নেহতঃ প্রেমবশতঃ জীবাম্যেব জীবিতোঽস্মি। "অদ্য" ত্বং রুষ্টঃ, হি যস্মাৎ ন ভাষসে ? তস্মাৎ অহো ! দুঃখেণোক্তং বিধিঃ সৃষ্টিকর্ত্তা বামো বিমুখোঽভবৎ, ইত্যহং জানামীতি শেষঃ। "ইতি শেষোক্তচরণদ্বয়স্যান্বয়শেষঃ"।

"ততো রামেণাত্ম-গ্লানিরুক্তা চ"।

সৌজন্যং সুজনতা বনবাসতঃ রাজ্যত্যাগ-পূর্ব্বক-বনগমনাৎ সুবিদিতং বিখ্যাতং, এতেন কাপুরুষস্য পরিচয়ো বিদিতঃ ; সুবর্ণৈনতঃ, সুবর্ণ-বর্ণৈরঞ্জিত-মায়ামৃগানুগমনাৎ বুদ্ধিঃ সুবিদিতা, মম বুদ্ধিরিহ জগতি সুবিদিতা এতেন মম বুদ্ধির্নাস্তীতি পরিচীয়তে। গাম্ভীর্য্যং মম গভীরতা জনকাত্মজাবিরহিতং সীতাবিয়োগেন সুবিদিতং, এতেন মম

ধীরতা নাস্তীতি পরিচীয়তে। বালিনো বধাৎ "গুপ্তভাবেন" বালিবধাৎ শৌর্য্যং বীরত্বং সুবিদিতং বিখ্যাতং অতএব মম জীবনং ধিক্।

ব্যাকরণং যথা—সৌজন্যমিতি সুজনস্য ভাব ইতি বাক্যে ভাবার্থে ষ্ণ্যপ্রত্যয়ে সৌজন্যমিতি। বনে বাসঃ বনবাসঃ, তস্মাৎ ইতি বাক্যে ঙসিস্থানে তসিকৃতে বনবাসতঃ বনগমনাদিত্যর্থঃ। সু-পূর্ব্বাৎ বিদল জ্ঞানে, তস্মাৎ ক্তপ্রত্যয়ে সুবিদিতং বিখ্যাতং। বুধ্যৌ ঙ বেদনে, তস্মাৎ ভাববাচ্যে ক্তিপ্রত্যয়ে বুদ্ধির্জ্ঞানং। সুবর্ণস্য স্বর্ণস্য এনো হরিণঃ, সুবর্ণৈনঃ তস্মাৎ ইতি বাক্যে ঙসিস্থানে তসিকৃতে সুবর্ণৈনতঃ সুবর্ণবৎ রঞ্জিতমায়ামৃগানুগমনাদিত্যর্থঃ। গম্ভীরস্য ভাব ইতি বাক্যে গম্ভীরশব্দাৎ ভাবার্থে ষ্ণ্যপ্রত্যয়ে গাম্ভীর্য্যং গভীরতেতি শেষঃ। আত্মনো জায়তে যা ইতি বাক্যে জনীম্যঙ জনৌ, তস্মাৎ কর্ত্তরি ড-প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ততঃ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌প্রত্যয়ে সতি আত্মজা কন্যেতি খ্যাতা। জনকস্য আত্মজা ইতি বাক্যে জনকাত্মজা জনক-রাজদুহিতা ইতি যাবৎ। শূরস্য ভাব ইতি বাক্যে শূরশব্দাৎ ভাবে ষ্ণ্য-প্রত্যয়ে শৌর্য্যং বীরত্বং। বধাৎ অবৈধহননাৎ, বালো বিদ্যতে অস্য ইতি বাক্যে অস্ত্যর্থে ইন্‌প্রত্যয়ে বালী বিখ্যাত-বানরাধিপতিঃ, তস্যেতি বাক্যে বালিনঃ। জীবামীতি জীবধাতোঃ পরে ক্যা মিপ্‌প্রত্যয়ে জীবামি। কেবলং অন্যেষাং ব্যবচ্ছেদকং, তু ইত্যব্যয়ং, ইদমিতি ক্লীবলিঙ্গে ইদম্‌শব্দাৎ প্রথমৈকবচনং। অহো ইতি আশ্চর্য্য-সূচকাব্যয়ঃ। তে ইতি যুষ্মদ্-শব্দস্য ষষ্ঠ্যেকবচনং। লক্ষ্মণ ইতি সম্বোধনং। স্নেহত ইতি স্নেহ-শব্দাৎ ঙসিস্থানে তস্‌কৃতে স্নেহতঃ ইতি সিদ্ধং। রুষ রোষে, তস্মাৎ কর্ত্তরি ক্তপ্রত্যয়ে রুষ্ট ইতি নিষ্পন্নং। যুষ্মদ্‌শব্দস্য প্রথমৈকবচনে ত্বমিতি জ্ঞেয়ং। হি ইত্যব্যয়ং। নঞ্ ইতি নিষেধবাচী অব্যয়ং। ভাষসে ইতি ভাষঙ ভাষে,

তস্মাৎ ক্যাঃ সেপ্রত্যয়ে ভাষসে ক্রিয়া নিষ্পন্না বিজ্ঞেয়া। জানামীতি জ্ঞাগ বোধনে, তস্মাৎ ক্যা মিপপ্রত্যয়ে কৃতে জানামি ক্রিয়ানিষ্পন্না। বিধির্ব্রহ্মা ইতি প্রথমৈক-বচনং। অভবদিতি ভূ-ধাতোঃ ঘ্যা দিপ্-বিভক্তৌ সত্যাং অভবৎ ক্রিয়া সিদ্ধা।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যুদ্ধাবসানে মহাবীর ধনুর্দ্ধারী রাম রাবণশক্তিশেলে নিপতিত লক্ষ্মণকে প্রিয়-সম্ভাষণ বাক্যে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহাতে কোন উত্তর না পাইয়া বিলাপ পূর্ব্বক রাম বলিতেছেন যে—ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! তুমিও রুষ্ট হইয়া কথা বলিতেছ না কেন? ইহা দ্বারা বুঝিলাম আমা প্রতি বিধি বাম হইয়াছেন, দেখ ভাই! তোমার স্নেহ বশতঃই এত দিন জীবিত ছিলাম, এক্ষণে মম জীবনে ধিক্; যেহেতু আমাতে কোন গুণ ও বীরত্ব না থাকায় ক্রমে তোমরা সকলেই আমাকে ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছ? কেনই বা ত্যাগ করিবে না? যেহেতু স্ত্রীবাক্যে যখন বনবাসী হইয়াছি, তখন আমি বীরত্ব বিহীন, স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত মায়ামৃগের অনুগামী হইয়া সীতা হারাইয়াছি, ইহাতে বুদ্ধিবিহীন জানিয়াছ, সীতাবিরহে অধৈর্য্য হইয়া লতা-গুল্মবৃক্ষাদিকেও সীতার পরিচয় বারম্বার জিজ্ঞাসা করায়, আমাকে অস্থির (চঞ্চল) বলিয়াও জানিয়াছ; প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া নিরপরাধী বনপশু বানর বালীকে বিনাশ করার জন্য বীরত্বের পরিচয় কত দূর, তাহাও জানিয়াছ, অতএব আমাকে সর্ব্বগুণবর্জ্জিত বলিয়া কি ত্যাগ করিলে?

প্রশংসীয়ান্যেতানি।

নিম্নোক্ত কয়েক বিষয়কে প্রশংসা করিতে হয়।

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতং ॥ ১৩ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—যঃ স্যাদিতি চ পদদ্বয়ং অধ্যাহার্য্যং, যো জনঃ জীর্ণম্ জঠরাগ্নিনা পরিপাচিতং অন্নং ভক্ষ্যদ্রব্যং ইয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ, সঃ

প্রশংসী স্যাৎ। তথা গতযৌবনাং বৃদ্ধাং ভার্য্যাং ইয়াৎ স প্রশংসী স্যাৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তথা যো রণাৎ যুদ্ধাৎ প্রত্যাগতং বিপক্ষং বিজিত্য প্রতিনিবৃত্তং শূরং যোদ্ধারং ইয়াৎ স প্রশংসী স্যাৎ। তথা যো গৃহং নিজভবনমাগতং প্রাপ্তং শস্যং ধান্যাদিকং ইয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ স প্রশংসী স্যাদিতি পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

ব্যাকরণং যথা—জীর্ণমিতি জৄধাতোঃ ক্তপ্রত্যয়ে রূপং, প্রশংসীতি প্রশংসা অস্যাস্তীতি অস্ত্যর্থে ইন্‌প্রত্যয়ে প্রথমৈকবচনে নিষ্পন্নম্। ভার্য্যামিতি ভৃ-ধাতোঃ কর্ম্মণি ক্যপি স্ত্রিয়ামাপ্‌প্রত্যয়ে চ সিদ্ধং গত-যৌবনামিতি গতং যৌবনং যস্যাঃ তামিতি বহুব্রীহিঃ। অন্যানি সুগমানি।

বঙ্গভাষা যথা—যে সকল ভোজ্য ভোজন করিয়া বিনা কষ্টে পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহা প্রশংসনীয়; যাহা ভোজন করিয়া পীড়ামূলক হয়, তাহা গ্লানি-কর। যৌবনগতা ভার্য্যা প্রশংসনীয়া, যৌবনাবস্থান্বিতা কদাপি প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না। রণজয়ী প্রত্যাগত যোদ্ধা বীর প্রশংসা পাত্র, গৃহস্থিত বীর অর্থাৎ যে বীর কদাপি যুদ্ধে গমন করেন নাই, সেই বীর যোদ্ধা হইলেও কদাপি প্রশংসনীয় হইতে পারে না। গৃহাগত শস্য প্রশংসনীয়, প্রান্তরস্থ শস্যের কদাপি প্রশংসা হইতে পারে না; এই ইহার তাৎপর্য্য।

ধনেন সর্ব্বজ্ঞঃ।

ধন থাকিলে সকল বিষয় আয়ত্ত হয়।

যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ,
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ।
স পণ্ডিতঃ স শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ,
সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—যস্য নরস্য বিত্তং ধনমস্তি বর্ত্ততে স নরো মনুষ্যঃ কুলীনঃ সৎকুলসম্ভবো ভবতি। স এব ধনবানেব বক্তা বাগ্মী ভবতি। স চ নরঃ দর্শনীয়ঃ রমণীয়ো ভবতি। স নরঃ শ্রুতবান্ বেদজ্ঞঃ বা শাস্ত্রজ্ঞঃ গুণজ্ঞশ্চ লোকানাং গুণবিচ্চ ভবতি। অতঃ সর্ব্বে গুণাঃ কৌলিন্যাদয়ঃ কাঞ্চনং অর্থাৎ স্বর্ণাদি-ধনং আশ্রয়ন্তি ভজন্তে।

ব্যাকরণং যথা—বিত্তমিতি বিদ্‌ধাতোঃ ক্তপ্রত্যয়ে নিষ্পন্নং। বক্তেতি বচ্‌ধাতোঃ ক্ত-প্রত্যয়ে নিষ্পন্নং। দর্শনীয় ইতি দৃশ্‌ধাতোঃ অনীয় প্রত্যয়ে সিদ্ধঃ। শ্রুতবানিতি শ্রুতং বেদাদিশাস্ত্রং অস্যাস্তীতি অস্ত্যর্থে বতু-প্রত্যয়ে সিদ্ধং, গুণজ্ঞ ইতি গুণং জানাতীতি গুণশব্দোপ-পদাৎ জ্ঞাধাতোঃ ডপ্রত্যয়ে সিদ্ধঃ। অন্যৎ সুগমম্।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ধনীর পুত্র হইয়া নিষ্কুল হইলেও প্রধান কুলীন, ধনী হইয়া কর্কশভাষী হইলেও সুবক্তা, ধনী বা ধনাঢ্য-পুত্র হইয়া যদি অতি কুৎসিতও হয়, তথাপি তাহাকে লোকে সুশ্রী বলিয়া বর্ণন করেন। ধনী বা ধনাঢ্যের পুত্র হইয়া যদি মহান্ মূর্খ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে লোকে পণ্ডিত, বেদজ্ঞ ও গুণজ্ঞ বলিয়া ব্যখ্যা করেন; অতএব ধন থাকিলেই দুষ্প্রাপ্য বস্তুও সুখসাধ্য হয়। এই ইহার মর্ম্মার্থ।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ ১৫॥

অস্যান্বয়ো যথা—ভুজঙ্গানাং সর্পাণাং পয়ঃপানং দুগ্ধপানং কেবলং একমাত্রং বিষবর্দ্ধনং গরলবৃদ্ধিকরং ভবতীতি শেষঃ, হি তথাহি মূর্খানাং মূঢ়ানাং শাস্ত্রজ্ঞান-বিরহিতানাং উপদেশঃ উপদেশবাক্যং প্রকোপায় প্রকৃষ্টরূপেণ ক্রোধবৃদ্ধিকারণং ভবতীতিশেষঃ, ন তু শান্তয়ে শান্ত্যুৎ-পত্তিকারণং ন ভবতীতি শেষঃ।

ব্যাকরণং যথা—পয়সঃ পানং ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, ভুজঙ্গানাং কৃদ্যোগে কর্ত্তরি ষষ্ঠ্যা বহুবচনং। বিষবর্দ্ধনং বিষস্য বর্দ্ধনম্ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। প্রকোপায়, শান্তয়ে ইত্যনয়োঃ পদয়োঃ তাদর্থ্যে চতুর্থ্যেকবচনম্ অন্যৎ সুগমং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কালকূটধারী ভুজঙ্গবর্গকে দুগ্ধপান করাইলে কেবল বিষোৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই প্রকার মূর্খগণকে উপদেশ প্রদান করিলে কোপের হেতু হইয়া ভীষণ অনিষ্ট-জনক ব্যাপার উৎপন্ন করে।

নিরক্ষরান্ বীক্ষ্য ধনাদিনাথান্,
বিদ্যা ন হেয়া খলু পণ্ডিতানাং।
আবদ্ধমুক্তাং গণিকাং বিলোক্য,
কুলস্ত্রিয়ঃ কিং কুলটা ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

"ইত্যুপজাতিচ্ছন্দঃ।"

অস্যান্বয়ো যথা—নিরক্ষরান্ বর্ণজ্ঞান-রহিতান্ মূঢ়ানিতি যাবৎ, ধনাদিনাথান্ বিত্তেশান্ বিপুলৈশ্বর্য্যশালিনো বীক্ষ্য নিরীক্ষ্য পণ্ডিতানাং বিদুষাং বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞানং ন হেয়া, খলু নিশ্চিতং বিদ্যাং প্রতি অনাদরো ন কর্ত্তব্য এব; তথাহি—কুলস্ত্রিয়ঃ সৎকুল-কামিন্যঃ গণিকাং আবদ্ধমুক্তাং অবগুণ্ঠন-রহিতাং বিলোক্য দৃষ্ট্বা কুলটা গণিকা ভবন্তি কিং নৈবেত্যর্থঃ।

ব্যাকরণং যথা—নি র্ন সন্তি অক্ষরাণি যেষাং তান্ বহুব্রীহিঃ, ধনং আদি যেষাং তানি ধনাদীনি বহুব্রীহিঃ, তেষাং নাথাঃ তান্ ষষ্ঠীতৎ পুরুষঃ। পণ্ডিতানামিতি পণ্ডা সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধিঃ সংজাতা অস্য ইতি বাক্যে সংজাতার্থে ইত-প্রত্যয়ে কৃতে কৃদ্যোগে ষষ্ঠ্যা বহুবচনে

রূপং, আবদ্ধমুক্তামিতি আবদ্ধং কেশকলাপাচ্ছাদনং মুক্তং উন্মোচিতং যস্যা স্তামিতি বহুব্রীহি সমাসঃ। অপরং সুবোধম্।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মূর্খগণকে ধনাঢ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ কদাপি বিদ্যাকে হেয়জ্ঞান করেন না; সেই মত বেশ্যাগণকে অবগুণ্ঠন রহিতা দেখিয়া কুলস্ত্রী সকল অবগুণ্ঠনরহিতা হইবেন কি?

পাণৌ গৃহীতাপি পুরস্কৃতাপি,
স্নেহেন শশ্বৎ পরিবর্দ্ধিতাপি।
পরস্য ভোগায় ভবত্যবশ্যম্,
বৃদ্ধস্য ভার্য্যা করদীপিকেব॥ ১৭॥

"ইতীন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দঃ।"

অস্যান্বয়ো যথা—বৃদ্ধস্য পরিণত-বয়স্কস্য জনস্য তরুণীভার্য্যা নবীনা পত্নী করদীপিকা ইব অর্থাৎ হস্তস্থিতপ্রদীপ ইব পাণৌ হস্তে গৃহীতাপি পরিণীতাপি কৃতবিবাহা সতী সুরক্ষিতাপি, দীপপক্ষে ধৃতাপি তথা পুরস্কৃতাপি সম্মানিতাপি, দীপপক্ষে তত্র অগ্রতঃ স্থিতাপি তথা স্নেহেন আদরাতিশয়েন, দীপপক্ষে তৈলাদিনা শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্দ্ধিতাপি বৃদ্ধিং প্রাপিতাপি অবশ্যংনিশ্চিতম্ পরস্য অন্যস্য ভোগায় উপভোগায় ভবতি। যথা অন্যস্য জনস্য হস্তস্থিতা দীপিকা অগ্রতঃ স্থিতাপি তৈলাদিনা পুনঃ পুনর্বর্দ্ধিতাপি তদগ্রগামিনাং জনানামেব মার্গপ্রকাশ-কারিণী ভবতি; ন তু যস্য করগতা তস্য, তথা বৃদ্ধস্য বনিতা তেন সম্মানিতা আদরেণ পুনঃ পুনর্ব্বর্দ্ধিতাপি বৃদ্ধং পতিং প্রতার্য্য অপরস্য সুখমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ।

ব্যাকরণং, যথা—ভোগায়েত্যত্র তাদর্থে চতুর্থী। কর-

দীপিকা করস্থিতা দীপিকা করদীপিকা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ সমাসঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—বৃদ্ধগণের তরুণী ভার্য্যা, করস্থিত দীপিকা'সদৃশ অর্থাৎ হস্তস্থিত প্রদীপ-ধারী সদৃশ হইতেছেন ; যেহেতু প্রজ্জ্বলিত-দীপ-ধারণকর্ত্তা দীপালোক দ্বারা সাধারণকে মার্গ প্রদর্শন করাইয়া সুখে সন্মার্গে লইয়া যান, কিন্তু স্বয়ং দীপধাতা কিছুই দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন নাই, কেবল পরের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকেন ; সেই মত বৃদ্ধগণের তরুণী ভার্য্যাও পরের সুখদায়িনী হইয়া যৌবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। যদি বৃদ্ধ-পতি যুবতী-রমণীর হাতে ধরিয়া সম্মুখে রক্ষা করেন এবং সতত স্নেহে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেও পরের উপভোগের নিমিত্ত হইয়া থাকেন। ফলকথা অতি প্রবীণাবস্থায় কেহ বিবাহ করিবেন না, শেষাবস্থায় বিবাহ করিলে পত্নীটী প্রায় পরের ভোগার্থেই হইয়া থাকে।

খল-সাধোর্ভেদঃ।

কপট ও সাধুগণের প্রভেদ।

বিদ্যাবিবাদায় ধনং মাদায়,
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ,
জ্ঞানায় দানায় তথাঽবনায় ॥ ১৮ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—খলস্য দুষ্টজনস্য বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞানং বিবাদায় বিরোধ মাত্রস্য নিমিত্তং, তথা ধনং বিত্তং মদায় মত্ততায়ৈ, তথা তস্য শক্তিঃ সামর্থ্যং পরেষাং অন্যেষাং পরিপীড়নায় দুঃখদান মাত্রস্য নিমিত্তং। সাধোঃ সজ্জনস্য এতদ্বিপরীতম্ তথাহি সাধুপক্ষে বিদ্যা জ্ঞানায় সদসদ্বিবেকস্য কারণং, তথা ধনং দানায় দানমাত্রস্য নিমিত্তং। তথা শক্তিঃ অবনায় অন্যেষাং পরিরক্ষণায় ভবতীতি শেষঃ।

ব্যাকরণং যথা—বিবাদায়েত্যাদৌ সর্ব্বত্র তাদর্থে চতুর্থী অন্যানি সুগমানি।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কপটগণ বিদ্বান্ হইলে বিবাদে দৃঢ়-নিপুণ হয়েন, খলগণ ধনাঢ্য হইলে গর্ব্বিত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করেন; কপটগণ শক্তিসম্পন্ন হইলে পরপীড়ক হইয়া থাকেন।

সাধুগণ ইহার সম্যক্ বিপরীত অর্থাৎ সাধুর বিদ্যা হইলে জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন; সাধুগণ ধনাঢ্য হইলে দাতা হইয়া নিঃস্ব ও ক্ষুধার্ত্তগণকে রক্ষা করেন, সাধুগণের শক্তি হইলে সাধারণ-হীনগণকে রক্ষা করেন।

খল আর সাধুর এই তারতম্য জানিবেন।

দাতুঃ প্রতিষেধকঃ।

দাতার প্রতিষেধক।

ন হি ছায়াদানৈঃ পথিক-জন-সন্তাপহরণং,
ফলৈর্বা পুষ্পৈর্বা ন সুর-মনুজ-প্রীণন-বিধিঃ।
তবাস্তাং মন্দার-দ্রুমসহজমপ্যেতদুচিতং,
বৃতীভূতো রক্ষস্ত্বপর মপরেষাং ফলমপি॥ ১৯॥

"ইতি শিখরিণীচ্ছন্দঃ।"

অস্যান্বয়ো যথা—হে! মন্দারদ্রুম! মন্দারনামক-বৃক্ষ! ত্বয়া ছায়াদানৈ রনাতপস্থানার্পণৈঃ হি নিশ্চিতং পথিকজন-সন্তাপ-হরণং পথিক-জনানাং সূর্য্যাতপনিবারণং ন স্যাৎ তথা তব ফলৈঃ পুষ্পৈর্বা কুসুমৈর্ব্বা সুর-মনুজ-প্রীণন-বিধিঃ দেব-মানব-সন্তোষবিধানং ন স্যাৎ। অতঃ সহজমপি প্রাকৃতমপি এতদুচিতং আস্তাম্ তিষ্ঠতু। অপরং

অস্মাৎ কিম্বিত্যর্থঃ ত্বং বৃতীভূতঃ সন্ আবরক-রূপেণাত্মানং স্থাপয়ন্ অপরেষাং অন্যেষাং বৃক্ষাণাং ফলমপি প্রসবমপি রক্ষসি প্রতিপালয়সি কণ্টকাকীর্ণত্বাৎ তবাবরণং ভিত্ত্বা অপর-বৃক্ষফলমপি লোকো গ্রহীতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ।

ব্যাকরণং যথা—ছায়াদানৈরিতি ছায়ায়াঃ দনানি ছায়াদানানি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ। তৈঃ করণে তৃতীয়া। সুর-মনুজ-প্রীণন-বিধিঃ সুরাশ্চ মনুজাশ্চ সুরমনুজাঃ দ্বন্দ্বসমাসঃ অর্চ্চিতত্বাদল্পস্বরত্বাচ্চ সুর-শব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ তেষাং প্রীণনং ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, স এব বিধিঃ কর্ম্মধারয়সমাসঃ। বৃতীভূতঃ অবৃতির্বৃতির্ভূতঃ বৃতীভূতঃ বৃতিশব্দাচ্চি্ব প্রত্যয়ে কৃতে দীর্ঘত্বং। অপরং সুবোধম্।

অস্য বঙ্গভাষা—হে মন্দার-নাম-ধেয়-বৃক্ষবিশেষ! তোমার স্নিগ্ধচ্ছায়া দ্বারা পথিক জনসন্তাপ হরণ হয় না, এবং তোমার ফল বা পুষ্প দ্বারাতেও দেব ও মনুষ্যগণের কস্মিন্ কালেও প্রীতি হয় না, সহজ-লব্ধ এই ফল সর্ব্বজনবিদিত রহিয়াছে। অধিকন্তু অপরবৃক্ষের ফল ভোজনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ (বেড়া) হওয়া উচিত হয় না।

ফল কথা তোমার নিজের ফল বা পুষ্প কাহাকেও সম্ভোগ করিতে দাও না; অন্যের ফলভোগ আশা করিলে তাহাতে বঞ্চিত করা ধর্ম্ম বা যুক্তিসঙ্গত হয় কি? দাতা দান করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু চাটুকর প্রতিবন্ধক হইয়া দান বা সাহায্য-কারীকে সাহায্য বা দান করিতে দেয় না, সেই স্থানে এই শ্লোক বক্তব্য জানিবেন।

১। চাটুকর শব্দে খোসামুদে মো-সাহেব নামক জন্তু বিশেষ।

২। মন্দারদ্রুম শব্দে কণ্টকাকীর্ণ পালিতা মাদার গাছ জানিবেন

লক্ষ্মীমতো জনস্য দোষোঽপি সদ্‌গুণো ভবতি।

শ্রীশালী মনুষ্যের দোষ থাকিলেও সদ্‌গুণে পরিণত হইয়া থাকে।

তৎপ্রমাণং যথা—

আলস্যং স্থিরতামুপৈতি ভজতে চাঞ্চল্য মুদ্‌যোগিতাং,
মূকত্বং মৃদুভাষিতাং বিতনুতে বাচালতা বক্তৃতাং।
কার্য্যাকার্য্য-বিচারযোগ-বিরহো গচ্ছত্যুদারীকৃতং,
মাত র্লক্ষ্মি! তবৈব দৃষ্টিবশতো দোষা হি বৈ সদ্‌গুণাঃ॥২০॥

অস্যান্বয়ো যথা—হে মাত র্লক্ষ্মি! তবৈব দৃষ্টিবশতঃ কেবলং তব দর্শনাদেব (লোকানাং) আলস্যং অলসতা স্থিরতাং, কার্য্যে স্থৈর্য্যং উপৈতি প্রাপ্নোতি (তথা) চাঞ্চল্যং চঞ্চলতা উদ্‌যোগিতাং উদ্যোগশালিত্বং ভজতে প্রাপ্নোতি (তথা) মূকত্বং নির্ব্বাকৃত্বং মৃদুভাষিতাং মৃদুকথনশীলতাং বিতনুতে বিস্তারয়তি (তথা) বাচালতা বহুভাষিতা বক্তৃতাং বাগ্মিত্বং বিতনুতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ (তথা) কার্য্যাঽকার্য্য বিচার-যোগবিরহঃ কার্য্যাঽকার্য্য-বিবেক-যোগশূন্যতা উদারীকৃতং ঔদার্য্য-কারণত্বং গচ্ছতি ভজতে (অতো লোকানাং) দোষাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদোষ-কারণানি চ সদ্‌গুণাঃ এবং উত্তম-গুণকারণানি চ ভবন্তি॥২০॥

ব্যাকরণং যথা—আলস্যমিতি অলস-শব্দাৎ ভাবেঽভিধেয়ে ষ্ণ্য প্রত্যয়ঃ, ততঃ প্রথমায়া একবচনে সিদ্ধং। স্থিরতামিতি স্থাধাতো কিরচি. প্রত্যয়ে কৃতে স্থির ইতি সিদ্ধং; তস্মাৎ ভাবে ত-প্রত্যয়ে স্থিরতা, ততঃ কর্ম্মণি দ্বিতীয়ায়া একবচনে নিষ্পন্নং। চাঞ্চল্যং চঞ্চলশব্দাৎ ষ্ণ্য প্রত্যয়ে কৃতে প্রথমৈক বচনে রূপং। মৃদুভাষিতাং মৃদুভাষিতুং শীলমস্যেতি বাক্যে মৃদূপ-পদাদ্ ভাষ-ধাতোঃ ণিন্‌প্রত্যয়ে

কৃতে মৃদুভাষীতি সিদ্ধং, ততো মৃদুভাষিনো ভাব ইতি বাক্যে ভাবেঽ-ভিধেয়ে ত-প্রত্যয়ে কৃতে কর্ম্মণি দ্বিতীয়ৈক-বচনং। উদ্যোগিতামিতি উদ্‌যোগোঽস্যাস্তীতি বাক্যে উদ্‌যোগশব্দাদিনিপ্রত্যয়ে উদ্‌যোগিন্ ইতি স্থিতে পুনস্তস্য ভাব ইতি বাক্যে ত-প্রত্যয়ে সতি স্ত্রিয়াং আপ্-প্রত্যয়ে সতি কর্ম্মণি দ্বিতীয়ৈক-বচনে রূপং। কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-যোগবিরহঃ—ন কার্য্যং অকার্য্যং, কার্য্যঞ্চ অকার্য্যঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে দ্বন্দ্ব-সমাসঃ তয়োর্ব্বিবেকঃ ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ, তস্য যোগঃ, তস্য বিরহঃ ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ সমাসঃ। উদারীকৃতমিতি অনুদারঃ উদারং কৃতং উদারী-কৃতং উদারশব্দাৎ চ্বি-প্রত্যয়ে-সিদ্ধং। অভূত-তদ্ভাবে চ্বি-প্রত্যয়ে কৃতে উদারী, ততঃ কৃধাতোর্ভাবে ক্তপ্রত্যয়ে কৃতে সিদ্ধং উদারীকৃতমিতি। দৃষ্টিবশতঃ দৃষ্টের্ব্বশঃ দৃষ্টিবশঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, তস্মাৎ পঞ্চমী স্থানে তস্ প্রত্যয়ে সিদ্ধং। অন্যৎ সর্ব্বং সুগমম্। ২০।

অস্য বঙ্গভাষা—কমলাদেবীর অনুগৃহীত মনুষ্যগণের দোষসমূহ গুণ বলিয়া লোকে কীর্ত্তন করেন, উদাহরণ যথা—ধনাঢ্যলোকের অলসতা থাকিলে তাহাকে স্থিরতা বলিয়া লোকে বর্ণনা করেন। ধনী হইয়া চঞ্চল হইলে কর্ম্মে উদ্‌যোগিতা বলিয়া প্রকাশ করেন। ধনাঢ্য লোক বিদ্যা বুদ্ধি বিহীন হইয়া বাক্য প্রয়োগে অপটু জন্য মূক (বো-বা) হইয়া থাকিলে লোকে মৃদুভাষী বলিয়া পরিচিত করেন। ধনী লোকের বাচালতা দোষ থাকিলে বক্তা বলিয়া পরিচিত হয়েন। ধনাঢ্য-গণ সদসদ্-বিচারে অপটু হইলে লোকে উদার প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করেন।

অতএব মাতঃ কমলে আপনার কৃপাদৃষ্টি-ই সদ্‌গুণের আকরস্থল। ২০।

নীচকুলোদ্ভব উপকৃত হইলে উপকার মনে রাখে না।

উদাহরণ যথা—

অণ্ডকোষাৎ বিনিঃসার্য্য,
যূকান্ খাদতি যঃ পশুঃ।
তস্তু সহায়ং কুর্ব্বীত,
সীতোদ্ধরণ-তৎপরঃ ॥ ২১ ॥"অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"।

অন্বয়ঃ—হে প্রভো! সীতোদ্ধরণ-তৎপরস্ত্বং জানক্যা উদ্ধরণে অপহারকাৎ আনয়নে কৃতসঙ্কল্পস্ত্বং, যঃ পশুর্বানরঃ অণ্ডকোষাৎ যূকান্ বিনিঃসার্য্য বহিষ্কৃত্য খাদতি ভক্ষয়তি তং সহায়ং কুর্ব্বীত বিদধীত ॥ ২১ ॥

ব্যাকরণম্—অণ্ডকোষাৎ অণ্ড এব কোষঃ কর্ম্মধারয়-সমাসঃ, তস্মাৎ অপাদানে পঞ্চমী। বিনিঃসার্য্য ইতি বি-নির্-পূর্ব্বকাৎ সৃ-ধাতো র্ণিচ্-প্রত্যয়ে সতি যপি চ কৃতে সিদ্ধং। সীতোদ্ধরণ-তৎপর ইতি তদেব পরং প্রধানং যস্য স তৎপরঃ, সীতায়া উদ্ধরণম্ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ তস্মিন্ তৎপরঃ সপ্তমীতৎপুরুষঃ সমাসঃ। অন্যৎসুবোধম্।২১।

অস্য বঙ্গভাষা—সীতাহারা রাম বনে বনে পর্য্যটন করিতে করিতে সুগ্রীব সহ মিতালী হইয়া ছিল, সুগ্রীবের নিকট বালী কর্ত্তৃক বিড়ম্বনাদি দুঃখ কাহিনী শ্রুত হইয়া অগ্নিসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রাম কহিলেন, মিত্র! আমি আপনার পরম শত্রু মহাবীর বালি-বধ করিয়া আপনাকে রাজ্যদানে কৃতসংকল্প হইলাম এবং তৎকালে সুগ্রীব বানর-ও অগ্নিসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—মিত্র রাম! আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই সীতা অন্বেষণ করতঃ উদ্ধার করিয়া দিব; উভয়েই প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইলেন।

প্রথমেই রামচন্দ্র নিরপরাধী দুর্জ্জেয় বালি-বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিয়া ছিলেন, তৎপরে সীতান্বেষণ বিষয়ে সুগ্রীব কহিলেন; উপস্থিত সময়ে

বর্ষা বলবতী ; অতএব বর্ষাবসানে শরদাগমে-ই সীতান্বেষণে ভূরি ভূরি দূত প্রেরণ করিব—এই যুক্তি স্থির করিয়া বনচারী রাম বনে রহিলেন, এবং সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী গমন করিতে অনুমতি করিলেন ; তথাস্তু বলিয়া সুগ্রীব স্বরাজ্যে গমন পূর্ব্বক রাজ্যসুখে ও তারা সম্ভোগে উন্মত্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বর্ষান্তে শরদাগমেও কামাসক্ত এবং মধুপানে উন্মত্ত সুগ্রীবের সীতান্বেষণ বিষয় স্মৃতিপথে পতিত হইল না।- তৎপরে রামচন্দ্র যথা-কালে মিত্র সুগ্রীবের কোন বার্ত্তা অপ্রাপ্তি জন্য লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় গমনানুমতি করিলে,—লক্ষ্মণ বানর-রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন করিয়া রাজভবনের সিংহদ্বারে বনচারী লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়া কোন দৌবারিক দ্বারা বানর-রাজ-সুগ্রীবের নিকট সংবাদ করিলেন যে, রাজা মহাশয়কে বলুন, "দ্বারদেশের বহির্ভাগে রামানুজ লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ;—

এই কথা শুনিয়া মধুপানাসক্ত সুগ্রীব কহিলেন, কে লক্ষ্মণ ? কোথা হইতে আসিয়াছে ? রাম-ই বা কে ?

প্রত্যাগত দূত আসিয়া লক্ষ্মণকে সেইরূপ কথা কহিলে, তৎকালে ভীষণ-ভাবে রুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ কহিলেন যে, "বালি হন্তা রাম, তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ কোদণ্ড-ধারণ পূর্ব্বক দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, তৎসহ সাক্ষাৎ করিবেন কি ?—না,—সমনভবন-বাসি বালী-সহ সাক্ষাৎ করিবেন ?" ইত্যাদি বাক্য দূত মুখে শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীত ও তটস্থ হইয়া সস্ত্রীক সুগ্রীব দ্বারোপস্থিত বনচারী লক্ষ্মণের পদানত হইলেন এবং কহিলেন—হাঁ বর্ষাবসান হইয়াছে সত্য, আর দশাহ কাল অপেক্ষা করুন, তৎপরেই সীতান্বেষণে দশদিকেই দূত প্রেরণ করিব ইত্যাদি সম্ভাষণে ও বহুবিধ স্তুতিবাক্যে লক্ষ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

প্রত্যাগত লক্ষ্মণ রামসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—যথা—

হে সীতোদ্ধরণ তৎপর প্রভু রামচন্দ্র ! যে পশু অণ্ডকোষ হইতে যূক (উকুন) বাছিয়া খায়, এমন নীচাশয় বানর-জন্তু অবলম্বনে সীতা উদ্ধারণ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত হয় নাই—ইত্যাদিরূপে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রাম তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।—অতএব নীচের উপকার করিলে তাহাদের মনে থাকে না, এই ইহার তাৎপর্য্য।২২।

রূপকাদি রসো যথা—

অপ্রকৃতকে প্রকৃতভাবে বর্ণনা করার নাম রূপক কহে। এখানে মলয় বায়ুকে নায়ক, চূত-লতিকাকে নায়িকা করিয়া কবি, বর্ণনা করিতেছেন—

ইহা সভামধ্যে রসিকতাপূর্ণ আদিরস বর্ণনার শ্লোক যথা—

ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদাগতো হন্ত মলয়াদিদানীং,
ত্বদ্‌গেহে যদি বদসি নেষ্যামি রজনিং।
সমীরণেনৈবংপ্রোক্তা নব নব চূত-লতিকা,
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেবং কুরুতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ইয়ং সন্ধ্যা রজনীমুখং সমায়াতা ইতি শেষঃ, অতো হে চূতলতিকে! দূরাদ্ দূরদেশান্মলয়াৎ মলয়নামধেয়পর্ব্বতাদিদানীমাগতোঽহং, যদি বদসি কথয়সি, তদা ত্বদ্‌গেহে তবালয়ে রজনিং রাত্রিং নেষ্যামি অতিবাহয়িষ্যামি, সমীরণেন বায়ুনা অনেন প্রকারেণ এবং প্রোক্তা অভিহিতা নব নব চূত-লতিকা নবীনা চূতলতা মূর্দ্ধানং মস্তকং ধুনানা কম্পমানা সতী নহি নহি নহি ন স্থাতুং শক্নোসি; ন স্থাতুং শক্নোসীতি এবং প্রকারং কুরুতে বিদধাতি ইত্যর্থঃ। ২২।

ব্যাকরণং—মলয়াদিতি অপাদানে পঞ্চম্যেকবচনে সিদ্ধং। ইদানীমিতি ইদম্ শব্দাদ্দানীম্ প্রত্যয়ে নিপাতঃ। ত্বদ্গেহে ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, তবগেহং ত্বদ্গেহং তস্মিন্ অধিকরণে সপ্তম্যেকবচনে সিদ্ধং। প্রোক্তা ইতি প্র-পূর্ব্বকাদ্বচ-ধাতোঃ কর্ম্মণি ক্ত-প্রত্যয়ে স্ত্রিয়ামাপ্-প্রত্যয়ে চ সিদ্ধং। নব নব ইতি অতিশয়ে দ্বিরুক্তিঃ, চূতস্য লতিকা ইতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, নব-নবা চাসৌ চূতলতিকাচেতি কর্ম্মধারয়ঃ-সমাসঃ। ধুনানা ইতি ধূঞ্‌ধাতোঃ ঞানুবন্ধত্বাৎ শানপ্রত্যয়ে সাধুঃ, নহি নহি নহীতি বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ; অন্যৎ সুবোধম্। ২২।

বঙ্গভাষা যথা — নায়ক-রূপী মলয়বায়ু, বসন্ত প্রারম্ভে একদা সন্ধ্যা সময়ে নবচূত লতিকারূপিণী-নায়িকা-সমীপে অর্থাৎ নবপ্রস্ফুটিত আম্র-মুকুল-সন্নিধানে ধীরে ধীরে গমন করিয়া মৃদুভাবে সবিনয়ে খেদ পূর্ব্বক বলিতেছেন, প্রিয়ে চূত-লতিকে বহু-দূরস্থমলয় গিরি হইতে আগমন করিতে করিতে আপনার আলয় সন্নিধানেই সন্ধ্যা উপস্থিত; অতএব অন্যত্র যাইতে অশক্ত, হে নবীনে আপনার গৃহে বাস করিতে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে অন্ধকার রজনি আপনার গৃহে বাস করতঃ বিশ্রাম করি;—নায়ক-মলয়-বায়ু—এই প্রস্তাব করিলে,—নায়িকা-চূত-লতিকা ধীরে ধীরে বারম্বার মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে অর্থাৎ মৃদু বায়ু দ্বারা কম্পিত মস্তকে বলিতেছেন, তাহা হবে না—হবে না—হবে না; যেহেতু আমি একাকিনী নবীনা-স্ত্রী বাস করিতেছি, এ বিধায়ে পরপুরুষ গৃহে কিরূপে রক্ষা করিব? ॥২২॥

জীবঃ স্বকর্ম্ম-ফলভোগী —

জীবমাত্রেই নিজ কর্ম্মফল জন্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন,

উদাহরণং যথা—

কিংবা স্বয়ম্ভূঃ শিব-শক্তি-বিষ্ণুঃ,
কপাল-দুঃখং ন করোতি দূরং।
অতঃপরো জীবঃ স্বকর্ম্ম-ভোগী,
কপালং কপালং কপালমূলং ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ম্ভূর্ব্রহ্মা কিংবা শিব-শক্তি-বিষ্ণুঃ শিবো হরঃ, শক্তিঃ প্রকৃতিঃ, বিষ্ণুর্নারায়ণঃ, কপালদুঃখং ললাটস্থিতং ক্লেশং দূরং ন করোতি নিবারয়িতুং ন শক্নোতি; অতঃ এতস্মাৎ ললাটস্থিত-দুঃখাৎ পরো জীবঃ প্রাণী স্বকর্ম্ম ভোগী নিজকর্ম্ম জনিত ফলভোগবান্ ভবতি ইতি শেষঃ।

অতঃ কপালং ললাটং—কপালং ললাটং—কপাল-মূলং-কপালস্থিত সুখস্য দুঃখস্য চ কারণম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাকরণম্—স্বয়ম্ভূরিতি স্বয়ং ভবতীতি স্বয়ম্‌শব্দোপপদাৎ ভূ-ধাতোঃ ক্বিপি সিদ্ধং। শিব-শক্তি-বিষ্ণুরিতি শিবশ্চ শক্তিশ্চ শিব-শক্তী দ্বন্দ্ব-সমাসঃ, তাভ্যাং সহিতো বিষ্ণুঃ,-শিব-শক্তি-বিষ্ণুঃ মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধারয়ঃ সমাসঃ। কপালদুঃখং কপালস্য দুঃখং ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ। স্ব-কর্ম্মভোগী স্বস্য কর্ম্ম স্বকর্ম্ম ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ, তস্যভোগী ষষ্ঠীতৎ পুরুষঃ। কপালস্য মূলং ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। ২৩।

অস্য বঙ্গভাষা—যথা—জীবমাত্র নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন; ব্রহ্মা, শিব, শক্তি ও বিষ্ণু—ইহাদের মধ্যে কেহ-ই কর্ম্ম ফল খণ্ডন করিয়া সুখ ও দুঃখ দান করিতে পারেন না; সুখ ও দুঃখ ভোগের প্রতি কপাল (অদৃষ্ট-ই) মূল কারণ জানিবেন;—এই ইহার তাৎপর্য্য।

পরের সুখ দেখিয়া হিংসা করা ও কষ্ট দেখিয়া আনন্দ করা ধীমানের উচিত হয় না। ২৩।

ভাগ্যং সর্ব্বত্র প্রধানং।

ভাগ্যই সকল স্থানে প্রবল।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র,
ন বিদ্যা নচ পৌরুষং।
সমুদ্র-মন্থনে লেভে,
হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষং ॥ ২৪ ॥ "অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ স্থানে, ভাগ্যং ভাগধেয়ং নিয়তিরিতি

যাবৎ, ফলতি ফলদায়কং ভবতি, বিদ্যা শাস্ত্রাদি জ্ঞানং ন ফলতি, পৌরুষং পুরুষকারশ্চ ন ফলতি ইতি শেষঃ, সমুদ্রমন্থনে দুগ্ধোদধি-বিলোড়নে সতি হরি র্লক্ষ্মীং লভে প্রাপ, হরঃ শিবঃ বিষং কালকূটং লেভে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাকরণং—ভাগ্যমিতি ভাগশব্দাৎ স্বার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ে প্রথমৈক বচনে চ সিদ্ধং, সমুদ্রস্য মন্থনং ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ সমাসঃ ভাবে সপ্তমী। অন্যৎ সুগমম্। ॥ ২৪ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ভাগ্য সকল স্থানেই প্রধান, ভাগ্যবল যোগ থাকিলে বিদ্যা বা পুরুষের কৃতিত্ব আবশ্যক হয় না।—উদাহরণ যথা—সমুদ্র-মন্থনকালে বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান বিষ্ণুর ভাগ্যে কমলা (লক্ষ্মী) লাভ হইল, ভাং-ধুস্তূর-প্রিয় জঙ্গলবাসী ও শ্মশানবাসী হর সম্বন্ধে হলাহল (বিষ) লাভ হইয়াছিল। অদৃষ্ট বিচারে দেবদেবীগণের যখন কার্য্য ও লাভালাভ হয়, তখন মনুষ্য সম্বন্ধে কেন না, ভাগ্য বুঝিয়া লাভালাভ ইত্যাদি কার্য্য হইবে? ॥ ২৪ ॥

"অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ" অর্থশূন্য ব্যক্তির সকলেই অবাধ্য।

উদাহরণং যথা—

মাতা নিন্দতি নাভি-নন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাচ নালিঙ্গতে।
অর্থ-প্রার্থন-শঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
তস্মাদর্থমুপার্জ্জিতং করু সখে! হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ ॥২৫॥

ইতি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত-ছন্দঃ।

অস্যান্বয়ো যথা—মাতা জননী নিন্দতি—বৃথা তিরস্করোতি দরিদ্র মিতি শেষঃ, পিতা জনকঃ নাভিনন্দতি—নাদ্রিয়তে, ভ্রাতা সহোদরঃ

ন সম্ভাষতে নালপতি, ভৃত্যো দাসঃ কুপ্যতি প্রভুং দরিদ্রং বিলোক্য ক্রোধং কুরুতে, সুতস্তনয়ঃ নানুগচ্ছতি গচ্ছতো দরিদ্রস্য পিতুঃ পশ্চাৎ ন যাতি, কান্তা পত্নী চ নালিঙ্গতে সাদরং নাশ্লিষ্যতি, সুহৃৎ মিত্রং অর্থপ্রার্থন শঙ্কয়া ধনযাচন-ভয়েন আলাপমাত্রং সম্ভাষণমপি ন কুরুতে ন বিদধাতি—হে সখে! হে বন্ধো! তস্মাৎ কারণাৎ অর্থং ধনং উপার্জ্জিতং সঞ্চিতং কুরু। বিধেহি হি যতঃ অর্থেন ধনেন সর্ব্বে সকলা লোকাঃ বশাঃ বশীভূতাঃ ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাকরণং—অভিনন্দতীতি অভিপূর্ব্বাৎ নন্দ-ধাতোঃ ক্যাস্তিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্নং। অর্থপ্রার্থন-শঙ্কয়া অর্থস্য প্রার্থনং অর্থ-প্রার্থনং ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ, তস্মাৎ শঙ্কা (ভয়ং) ইত্যত্র পঞ্চমী-তৎপুরুষঃ। সুহৃদিতি সুশোভনং হৃদয়ং যস্যেতি বাক্যে নিপাতঃ। বশা ইতি বশ্-ধাতোঃ কর্ত্তরি অ-প্রত্যয়ে [illegible]মায়া বহুবচনে রূপং; অন্যানি সুগমানি ॥ ২৫ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—অর্থশূন্য পুরুষ হইলে মাতাও ঘৃণা করেন, অর্থাৎ কথায় কথায় তিরস্কার করিয়া থাকেন, পিতা অর্থশূন্য পুত্রকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন না, ভ্রাতৃ-গণ অনুপযুক্ত অর্থশূন্য ভ্রাতাকে সম্ভাষণ করেন না, দাস-দাসীগণ রিক্ত-হস্ত প্রভুকে ভয় ও মান্য করে না, কোন কার্য্যের আদেশ করিলে কার্য্য না করিয়া বরং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, পুত্রও ধনশূন্য পিতার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করেন, কান্তা প্রিয়তমা পত্নী ধনবিহীন স্বামীকে আলিঙ্গন করেন না, অর্থশূন্য পুরুষকে ধন-যাচ্ঞা ভয়ে আত্মীয়গণ আলাপ মাত্রও করেন না; অতএব সুহৃদ্গণ কেহ রিক্ত-হস্তে সংসারে বাস করিবেন না। "এই ইহার তাৎপর্য্য জানিবেন।" ২৫ ॥

চতুর্ব্বিধং কুৎসিত-ফলং।

কুদেশ মাসাদ্য কুতো হর্থ-সঞ্চয়ঃ,
কুশিষ্য মধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ।
কু-পুত্র মুৎপাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ,
কু-গেহেনীং প্রাপ্য কুতঃ সুখং গৃহে ॥ ২৬ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—কুদেশং কুৎসিত-স্থানং আসাদ্য প্রাপ্য অধ্যুষ্য ইত্যর্থঃ, কুতঃ কস্মাৎ কারণাৎ অর্থসঞ্চয়ঃ ধনাগমঃ স্যাদিতি শেষঃ, নৈবেত্যর্থঃ; কুশিষ্যং কুৎসিতচ্ছাত্রং অধ্যাপয়তঃ পাঠয়তঃ অধ্যাপকস্যেতি-শেষঃ, কুতো যশঃ কীর্ত্তি র্ভবতীতি শেষঃ, নৈব কু-পুত্রং কুৎসিত-কর্ম্মকারিণং তনয়ং উৎপাদ্য জনয়িত্বা কুতো জলাঞ্জলিঃ নিবাপাঞ্জলিঃ তর্পণমিতি যাবৎ নৈব। কু-গে[illegible]ং কুৎসিত-কর্ম্ম-কারিণীং পত্নীং প্রাপ্য লব্ধ্বা কুতঃ সুখং আনন্দো ভবতীতি শেষঃ ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥২৬॥

ব্যাকরণং-যথা—কুদেশং কুৎসিতো দেশঃ কুদেশঃ নিত্য-সমাসঃ, তং কর্ম্মণি দ্বিতীয়ৈকবচনং, অর্থসঞ্চয় ইতি অর্থানাং সঞ্চয়ঃ ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ, কুশিষ্যং কু-পুত্রং কু-গেহিনীং এতেষ্বপি পূর্ব্ববন্নিত্য-সমাসঃ জলাঞ্জলিরিতি জলানাং অঞ্জলিঃ ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। অন্যৎ সুবোধম্ ॥ ২৬ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—কুৎসিত স্থানে বাস করিলে ধনাগমের সম্ভব থাকে না, অসদ্-বংশজাত ছাত্রকে পাঠ করাইলে যশঃ কীর্ত্তনের কোন সম্ভব নাই, কুৎসিত দিনে স্ত্রীসহবাসে কুপুত্রোৎপাদন করিলে জলাঞ্জলি প্রত্যাশা থাকে না, দুষ্টা এবং মুখরা ভার্য্যা গৃহাগতা হইলে সংসারে সুখের কোন আশাই থাকে না। "এই চতুর্ব্বিধ সংসার-সুখনাশক, ইহাই জ্ঞাতব্য" ॥ ২৬ ॥

সারগ্রাহী সারাংশ-গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু অন্যে পারে না।

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ,
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি দুর্ব্বলঃ।
পিকো হি বাসন্ত-গুণং ন বায়সঃ,
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—গুণী গুণবান্ পুরুষঃ গুণং বেত্তি অপরস্য গুণিনো গুণগৌরবং জানাতি, নির্গুণঃ গুণহীনো জনঃ ন বেত্তি অপরস্য গুণ-গৌরবং ন জানাতীত্যর্থঃ। বলী বলবান্ পুরুষঃ বলং অপরস্য সামর্থ্যং বেত্তি, দুর্ব্বলো বলহীনো জনঃ ন বেত্তি অপরস্য সামর্থ্যং নাবগচ্ছতীত্যর্থঃ, হি যস্মাৎ পিকঃ কোকিলঃ বাসন্ত-গুণং বসন্তস্য ঋতোর্গুণং বেত্তি ন বায়সঃ, কাকঃ তং ন বেত্তি, তথা করীচ সিংহস্য মৃগেন্দ্রস্য বলং সামর্থ্যং বেত্তি, মূষিকঃ আখুঃ ইন্দুর ইত্যর্থঃ ন বেত্তি অর্থাৎ সিংহস্য বলং নাবগচ্ছতীর্থঃ।

ব্যাকরণং—নির্গুণঃ ইতি নি র্নাস্তি গুণো যস্য স নির্গুণঃ বহুব্রীহি সমাসঃ, দুর্ব্বলঃ ইতি দু র্মন্দং বলং যস্য স দুর্ব্বলঃ বহুব্রীহি-সমাসঃ। বাসন্ত গুণমিতি বসন্তস্য অয়ং বাসন্তঃ বসন্ত শব্দাৎষ্ণ প্রত্যয়ঃ, বাসন্তশ্চাসৌ গুণশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ তং। করীতি করো হস্য অস্তীতি কর-শব্দাদস্ত্যর্থে ইন্ প্রত্যয়ে করীতি রূপং ; অন্যৎ-সুগমম্।

অস্য বঙ্গভাষা—যথা—সারগ্রাহী ব্যক্তি সারাংশ গ্রহণ করিতে পারেন, উদাহরণ যথা—গুণবান্ ব্যক্তি অন্যের গুণ গ্রহণ করিতে পারেন, নির্গুণ ব্যক্তি অন্য লোকের গুণ অনুধাবন করিতে পারেন না। তদ্‌যথা—করী (হস্তী) সিংহের বল ও পরাক্রমের পরিচয় দিতে সমর্থ, কিন্তু মূষিক কদাপি সিংহের বিক্রম প্রকাশ

করিতে পাবে না, এবং কোকিল বাসন্তগুণ ও বসন্ত কালের সুখানুভব করিতে পাবেন; কিন্তু বায়স (কাক) পারে না, তদ্রূপ সকল স্থানেই জানিবেন॥ ২৭॥

মহতের মহত্ত্ব অপূর্ব্ব, স্বয়ং বিপদ গ্রস্ত হইলেও অন্যকে উদ্ধার করিতে সতত প্রস্তুত থাকেন; উদাহরণ যথা—মহানগরী রাজধানী কলিকাতার মধ্যগত ঠন্ ঠনীয়া মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট ৭ নম্বর ভবন নিবাসী ধার্ম্মিক প্রবর ইষ্টনিষ্ঠাচারী কর্ণ সদৃশ দাতা স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় নিত্য দান ও পরোপকার শত শত না কবিয়া দিন যাপন কবিতেন না, ইহাই তাঁহাব প্রবল ধর্ম্ম॥ ২৭॥

কোন সময়ে উক্ত মহাশয় দান-ক্রিয়া দ্বারা মহান্ ঋণী, তজ্জন্য বিপন্ন ছিলেন, 'এমন সময়ে কোন ভদ্রলোক দেন ডিক্রী দায়ে বসৎ বাটী নিলামে বিক্রয় হইবে, এই কথা বলিয়া ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন; অতএব আপনি বক্ষা করুন ইত্যাদি বচনে ও করুণ স্বরে কহিলেন," এই কথা শ্রুত মাত্র উক্ত ঈশান বাবু আবও বিপন্ন হইলাম—এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ লোকসহ স্থানে স্থানে, পল্লিতে পল্লিতে, ভ্রমণ কবিয়া মহাজন স্থিব করিয়া হ্যাণ্ডলোটেও নিজ বসৎ বাটী আবদ্ধ রাখিযা ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে ঋণ হইতে উদ্ধার কবিয়া নিজেব মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছেন; ইহা আমবা অনেকেই অবগত আছি। ইহা আমাব পক্ষে লোক মুখে শোনা কথা নয়, তথায় সতত উপস্থিত থাকিতাম, সেইজন্য বিশেষ অবগত আছি॥ ২৭॥

এই সদ্ব্যবহার স্বর্গীয়, তৎপ্রমাণং যথা—

অহো মহত্ত্বং মহতামপূর্ব্বং,
বিপত্তি-কালে চ পরোপকারঃ।
যথাস্যমধ্যে পতিতোঽপি রাহোঃ,
কলাচয়ঃ পুণ্যচয়ং দদাতি॥ ২৮॥

ইতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বচনং এবং জ্যোতিষি শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়াঞ্চ।

অস্যান্বয়ো যথা অহো মহতাং মহত্ত্বং অপূর্ব্বং, যতস্তেষাং

বিপত্তি-কালেচ পরোপকারঃ করণীয়ঃ। তৎ প্রমাণং যথা—কলাচয়-শ্চন্দ্রঃ রাহোরাস্য-মধ্যে মুখমধ্যে পতিতোঽপি নরাণাং সম্বন্ধে পুণ্যচয়ং বিপুল-পুণ্যং দদাতি। অহো ইতি শোক-সন্তপ্ত-ব্যক্তেঃ করুণোক্তিঃ, মহত্ত্বমিতি মহতো ভাব ইতি বাক্যে মহচ্ছব্দাৎ "ত্বতৌ ভাবে ইতি সূত্রেণ-" ত্বপ্রত্যয়ে কৃতে মহত্ত্বং মহন্নিষ্ঠ-ধর্ম্মঃ। অপূর্ব্ব-মিতি নাস্তি পূর্ব্বস্মিন্ যৎ ইতি বহুব্রীহৌ অপূর্ব্বং ; অপরং সুগমং।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহদ্‌বংশ- সম্ভূত-বংশধর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও পরের উপকার করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

উদাহরণ যথা—কশ্যপ-সন্তান-চন্দ্রদেব গ্রহণ সময়ে অর্থাৎ রাহুর ভীষণ কবলে পতিত হইয়াও ভূস্থ জনসাধারণকে পাপ হইতে উদ্ধার করতঃ বিপুল-পুণ্য-দান করেন অর্থাৎ গ্রহণ-সময়ে স্নান, দান ও পুরশ্চরণাদি করিলে অসীম পুণ্য লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

এই উদাহরণ দ্বারা গ্রন্থকারের উক্তি এই যে, হে ভ্রাতৃগণ! নিজে বিপন্ন থাকিলেও অন্যের মঙ্গল চেষ্টায় থাকিবেন ; ইহাই সদ্‌ব্যবহার এবং পুণ্যজনক ॥ ২৮ ॥

মানী এবং মর্য্যাদাশালী না হইলে মর্য্যাদকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন না।

তৎপ্রমাণং যথা—

মানিনো বহুমান্যানাং,
মানং জানন্তি নেতরে।
শম্ভুর্বিভর্ত্তি চার্দ্ধেন্দুং,
তমেবাত্তি বিধুন্তুদঃ ॥ ২৯ ॥

(পূর্ণমত্তি বিধন্তুদঃ ইতি পাঠান্তরং।)

অন্বয়ো যথা—মানিনো জনা বহুমান্যানাং .পরম-শ্রদ্ধাস্পদানং মানবেন্দ্রাণাং মানং মর্য্যাদাং জানন্তি; কিন্তু নেতরে অর্থাৎ ইতরে জনা অসদ্-বংশ সম্ভূতা জনা ন জানন্তীতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

উদাহরণং যথা—শম্ভুর্মহাদেবোঽর্দ্ধেন্দুং অর্দ্ধচন্দ্রং প্রাপ্য শিরো-ভূষণং কৃত্বা মস্তকে বিভর্ত্তি দধাতি, কিন্তু বিধুন্তুদো রাহুগ্রহস্তমেব চন্দ্রমেব প্রাপ্য অত্তি গ্রসতি ॥ ২৯ ॥

ব্যাকরণং যথা—মানিন ইতি মানং বিদ্যতে অস্যেতি বাক্যে অস্ত্যর্থে ইনি কৃতে মানী, তস্মাৎ প্রথমায়া বহুবচন-জসি কৃতে মানিন ইতি পদং সিদ্ধং। বহুমান্যানামিতি বহূনি মান্যানি যেষাং ইতি-ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি-সমাসে বহুমান্যাস্তেষাং। জানন্তীতি জ্ঞাগ বোধনে ইতি জ্ঞা ধাতোঃ বর্ত্তমানে ক্যা বিভক্তেরন্তি প্রত্যয়ে কৃতে জানন্তীতি সিদ্ধং। বিধুন্তুদঃ সৈংহিকেয়ঃ অর্থাৎ সিংহিকা-রাক্ষসী-পুত্রো রাহুঃ, বিধুং চন্দ্রং তুদীতি বাক্যে বিধু-শব্দপূর্ব্বক-তুদধাতোঃ উত্তরে খ-প্রত্যয়ে কৃতে সতি বিধুন্তুদো রাহুঃ, অপরং সুগমং ॥ ২৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মানী ব্যক্তি হইলেই মানীর মানরক্ষা করিতে জানেন, তাহার প্রমাণ এই যে, দেবাদি-দেব মহাদেব অর্দ্ধেন্দু অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া শিরোভূষণ-যোগ্য জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিলেন; কিন্তু রাক্ষসী-সিংহিকা-পুত্র রাহুগ্রহ সেই চন্দ্রকে প্রাপ্তি হইলেই গ্রাস করিয়া জগৎকে অন্ধকারে নিমগ্ন করেন। মহাদেব যেমন মহান্, তেমন মহৎ স্থানে চন্দ্রদেবকে ধারণ পূর্ব্বক রক্ষা করি-লেন, রাক্ষসী গর্ভজাত-পুত্র-রাহু সেই চন্দ্রকে পাইলেই উদরসাৎ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহতের নিকটে গমন করিলে মহাযত্নে ও মান্যে থাকা যায়, কিন্তু অসতের নিকট-গমনে নষ্ট বা হতমানী হইতে হয় ॥ ২৯ ॥

সদসতোঃ প্রভেদ-প্রমাণং যথা—

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজন-বদনে দুর্জন-মুখে,
গুণা দোষায়ন্তে ন তদ্ব্যভিচরতি ক্বচিদিতি।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণ-জলধের্বারি মধুরং
ফণী পীত্বা দুগ্ধং বমতি গরলং দুঃসহতরং ॥ ৩০ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—সুজনবদনে দোষাঃ সর্ব্বেষাং দোষাঃ গুণায়ন্তে গুণা ইব আচরন্তি, দুর্জ্জন-মুখে গুণাঃ সর্ব্বে দোষায়ন্তে দোষা ইব আচরন্তি, ক্বচিদিতি নিয়মো ব্যভিচরতি কস্মিন্নেব সময়ে বিপরীত-মেতৎ। উদাহরণং যথা—অয়ং জীমূতো মেঘো লবণ-জলধে র্বারি পীত্বা মধুরং জলং বমতি উদ্গীরতি, অস্য বিপরীতং যথা—ফণী ভুজঙ্গো দুগ্ধং পীত্বা দুঃসহতরং গরলং বিষং বমতি উদ্গীরতি গুণায়ন্তে ইত্যত্র গুণা ইব আচরন্তীতি বাক্যে "ঘান্ঙ্যাক্বীতি" সূত্রেণ ঙ্য-প্রত্যয়ে সিদ্ধং স্যাৎ, অপরং সুগমং ॥ ৩০ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—সাধুগণ, লোকের দোষ পাইলেও গুণে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, ফলকথা দোষকেও কোনরূপ গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, দুর্জনগণ গুণকেও দোষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন্।

উদাহরণ যথা—মেঘপুঞ্জ,-লবণ-সমুদ্রের লবণাক্ত-বারি-পান করিয়া মধুর বারি-বর্ষণে সৃষ্টি-রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু খলের নিকটে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে, উদাহরণ যথা—ভুজঙ্গ-গণ দুগ্ধ-পান করিয়া দুঃ-সহতর গরল বমন করতঃ ধরাধাম বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সজ্জন এবং দুর্জন এতদুভয়ের বিশেষ ভেদাভেদ আছে; ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপদেশ। এই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৩০ ॥

সদসতোঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যং।

সদসতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যথা—

গৃহ্ণাতি সাধু র্ন পরস্য দোষান্,
দোষান্বিতো গুণি-গুণান্ পরিহায় দোষান্।
বালঃ স্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃক্ বিহায়,
ত্যক্ত্বা পয়ো রুধির মেব ন কিং জলৌকাঃ॥ ৩১॥

অস্যান্বয়ো যথা—সাধুঃ পরস্য দোষান্ ন গৃহ্ণাতি, দোষান্বিতো দোষাশ্রিতো জনো গুণি-গুণান্ পরিহায় ত্যক্ত্বা দোষান্ গৃহ্ণাতি॥৩১॥

উদাহরণং যথা—বালঃ স্তনাৎ পয়োধরাৎ অসৃক্ শোণিতং বিহায় ত্যক্ত্বা দুগ্ধং পিবতি; কিন্তু জলৌকাঃ জলজন্তুবিশেষঃ জোঁক ইতি খ্যাতঃ, পয়ো দুগ্ধং ত্যক্ত্বা বর্জ্জয়িত্বা রুধির মেব ন পিবতি কিং?॥৩১॥

গৃহ্ণাতীতি গ্রহঞগ গ্রহণে ইতি গ্রহ-ধাতোঃ উত্তরে বর্ত্তমানে ক্যা-স্তিপ্। দোষান্বিত ইতি দোষেণ অন্বিতো যুক্তঃ, গুণি-গুণান্ ইতি গুণিনাং গুণাঃ ইতি ব্যাস বাক্যে গুণি-গুণাঃ তান্ পরিহায়েতি পরিপূর্ব্বক হাক-ধাতোঃ উত্তরে ক্ত্বাচ কৃত্বা যপিকৃতে পরিহায় ইতি পদং সিদ্ধং। জলৌকাঃ ইতি জলং ওকঃ স্থানং যস্য জন্তোঃ স জলৌকাঃ জলজন্তু-বিশেষঃ জোঁক ইতি খ্যাতঃ। জলৌকস্ শব্দস্য প্রথমৈক বচনে জলৌকাঃ ইতি শেষঃ। অপরং সুখসাধ্যং॥ ৩১॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—সৎপ্রকৃতিস্থ মানবেন্দ্র মহোদয়গণ অন্যের দোষ-বর্ণনা না করিয়া দোষ থাকিলেও সেই দোষকে গুণে পরিণত করিয়া ব্যাখ্যা করেন; এই তাঁহাদের সরল প্রকৃতির পরিচয়।

অসৎ-প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ দোষান্বিত মনুষ্যগণ লোক-সমূহের গুণ সমূহকে আচ্ছন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক দোষ গ্রহণ এবং বর্ণনা করিয়া থাকেন॥ ৩১॥

তাহার উদাহরণ এই যে—স্তন্যপায়ী শিশু পয়োধরস্থ-রুধির বর্জন করিয়া তত্রস্থ অমৃত-সদৃশ দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তৎস্থলে জলৌকাঃ-কে অর্থাৎ জোঁক স্তনপানে নিয়োগ করিলে, পয়োধরস্থ অমৃত-সদৃশ গুণকর দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শোণিত পান করিয়া থাকে, সেইরূপ সজ্জনের কর্ত্তব্য গুণ গ্রহণ, অসতের কর্ত্তব্য দোষ গ্রহণ। এই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৩১ ॥

অসদ্-বংশজাত-মহদ্-বংশজাতয়োর্ভেদঃ।

নীচকুলোৎপন্ন ও মহদ্‌বংশোৎপন্নের প্রভেদ যথা—

নীচো জনো গুণশতৈরপি সেব্যমানো,
হাস্যেন যদ্ বদতি তৎকলহে র্ন বাচ্যং।
আক্রোশিতোঽপি সুজনো মধুরং বিরৌতি,
নিষ্পীড়িতো মধুর মুদ্গিরতে যথেক্ষুঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ো যথা—নীচো জনো দুষ্কুলোদ্ভবো মানবো গুণশতৈরপি শতসংখ্যক গুণেন সেব্যমানঃ সন্ পরিবেষ্টিতঃ সন্, হাস্যেন উপহাস-চ্ছলেন কিম্বা হাস্য-বদনেন যদ্ বদতি, যদ্‌বাক্যং কথয়তি, তৎ সর্ব্বং অন্যেষাং সজ্জনানাং কলহে র্ন বাচ্যং বিরোধস্থলেঽপি ন ব্যক্তব্যং। সুজনঃ সজ্জনঃ আক্রোশিতোঽপি নীষ্পীড়িতোঽপি মধুরং বাচ্যং যথাস্যাৎ তথা বিরৌতি ধ্বনিং করোতি শব্দায়তে বা। ইক্ষু র্নিষ্পীড়িতোঽপি মধুরং রসং যথা উদ্গিরতে প্রযচ্ছতি তদ্বৎ।

ব্যাকরণং যথা—সেব্যমান ইতি সেবৃঙ সেবনে ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণি বাচ্যে শান-প্রত্যয়ে কৃতে সেব্যমানঃ পদং নিষ্পন্নং। আক্রোশিত ইতি ক্রুশজো রোদে হ্বতৌচ আঙ-পূর্ব্বক ক্রুশ-ধাতোরুত্তরে কর্ম্মণি ক্ত-প্রত্যয়ে সতি নিষ্পন্নং। বিরৌতীতি রুল ধ্বনৌ, বি-পূর্ব্বাৎ

রু-ধাতোরুত্তরে বর্ত্তমানে ক্যা স্তিপি কৃতে বিরৌতি ক্রিয়াপদং সিদ্ধং। উদ্গিরতে ইতি গৄশ নিগরণে ইতি উদ্‌পূর্ব্বাৎ গৃ-ধাতো-রুত্তরে ক্যাস্তে-কৃতে সিদ্ধং॥ ৩২॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি শত শত গুণান্বিত হইলেও পরিহাস-চ্ছলে যদি কাহাকে কোন কথাদি বলেন, তাহা সজ্জনের কলহ-চ্ছলেও সেরূপ কটূক্তি হয় না। সুজন অর্থাৎ সার-গর্ত্তলোক শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক নিষ্পীড়িত হইলেও কদাপি তাঁহারা অন্যের অনিষ্ট-সাধন করেন না। তাহার উদাহরণ এই যে—ইক্ষু-দণ্ডকে নিষ্পীড়ন করিলে যেমন মধুর রস ভিন্ন তিক্ত-রসান্বিত রস ত্যাগ করেন না, সেইরূপ সু-জনকে পীড়ন করিলেও মধুর ভাবান্বিত ভাষা ও কার্য্য ভিন্ন কদাপি বিষময় বাক্য প্রয়োগ বা কর্ম্ম করেন না॥ ৩২॥

"মূর্খান্নিস্তারো নাস্তি"

মূর্খ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

তৎ প্রমাণং যথা—

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ,
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন স মদৌ দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ
ব্যাধি র্ভেষজ-সংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈ র্মন্ত্র-প্রয়োগৈ র্বিষং,
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্র-বিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং॥ ৩৩॥

অস্যান্বয়ো যথা—হুতভুক্ বহ্নির্জলেন বারয়িতুং নিবারয়িতুং শক্যঃ ক্ষমঃ। ছত্রেণ বর্ষাতপৌ বৃষ্টি-সূর্য্যকিরণৌ নিবারয়িতুং শক্যঃ। নাগেন্দ্রো গজ-কেশরী নিশিতাঙ্কুশেন শানিত-হস্তি-শাসন-দণ্ডেন বারয়িতুং শক্যঃ। স-মদৌ গর্ব্বিতৌ গো-গর্দ্দভৌ দণ্ডেন দণ্ড-প্রহারেণ বারয়িতুং শক্যৌ সঙ্গতৌ। ব্যাধিঃ পীড়া ভেষজ সংগ্রহৈশ্চ

বহুবিধৌষধ-যোজনয়া বারয়িতুং শক্যঃ। বিষং বিবিধৈ র্মন্ত্র-প্রয়োগৈ-র্নানাবিধ-মন্ত্র-করণকৈ-র্নিবারয়িতুং শক্যং। ইহ জগতি সর্ব্বস্য সর্ব্বাহিতস্য শাস্ত্রবিহিতং শাস্ত্রোক্তং মহৌষধমস্তি বর্ত্ততে; কিন্তু মূর্খস্য ঔষধং নাস্তি। পদসিদ্ধাদিকং সুগমং ॥ ৩৩ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—প্রজলিত হুতাশন নিবারণার্থে পরম পিতা পরমেশ্বর জলসৃষ্টি করিয়াছেন, বৃষ্টি ও প্রখর রৌদ্র নিবারণার্থে ছত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। দুর্দম্য গজেন্দ্র দমনার্থ শাণিত এবং তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ (ডাঙ্গশ) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্দম্য বৃষ ও গো এবং গর্দ্দভাদি সংদমন জন্য দণ্ডাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন। উৎকট ব্যাধি নিবারণার্থে মহৌষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাণনাশক-বিষ দোষ নাশার্থ বিবিধ প্রকার সজীব-মন্ত্রাদি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্ববিধ অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবার শাস্ত্র বিহিত উপায় দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু মূর্খ হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই; অতএব কেহ পুত্রকে মূর্খ করিবেন না; যেহেতু তাহা হইতে ভবিষ্যৎকালে অতি বিপদ আশঙ্কা ॥ ৩৩ ॥

শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত কোন বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গাদি ব্রাহ্মণের
নমস্য বা প্রণম্য নহে। তৎ প্রমাণং যথা—

নমেদ্ যঃ শূদ্র-সংস্পৃষ্টং,
লিঙ্গং বা হরিমেব বা।
স সর্ব্ব-যাতনা ভোগী,
যাবদাভূত-সংপ্লবং ॥ ৩৪ ॥

ইতি আহ্নিকতত্ত্বে বৃহন্নারদীয়-ধৃতবচনং।

ব্যাখ্যা যথা—শূদ্র-সংস্পৃষ্টং শূদ্রস্পর্শিতং লিঙ্গং বা অথবা হরিং বিষ্ণু-

মূর্ত্ত্যাদিকং যো ব্রাহ্মণো নমেৎ প্রণামং কুর্য্যাৎ। যাবৎ যৎকাল পর্য্যন্তং আভূতসংপ্লবং মহাপ্রলয়ং ন ভবতি, তাবৎ তৎকাল পর্য্যন্ত্যং ব্যাপ্য স ব্রাহ্মণঃ নরক-যাতনা ভোগী সকল-প্রকার-কষ্ট-ভোগী স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রস্পৃষ্ট কিম্বা শূদ্রস্থাপিত দেবদেবীকে প্রণাম করিবেন, তিনি নরকগামী হইয়া মহাপ্রলয় কালপর্য্যন্ত সকল প্রকার যাতনা ভোগ করিবেন। যদি সেই দেবদেবীর মন্দিরে নারায়ণ শিলা কিম্বা কালী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত বা উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সে সময়ে প্রণাম করিলে কোন দোষ হইবে না। বচনান্তরে ইহার প্রমাণ আছে ॥ ৩৪ ॥

মিথ্যাবাক্যাদিপ্রয়োগ স্থান।

স্ত্রীষু নর্ম্ম-বিবাহেষু,
বৃত্ত্যর্থে প্রাণশঙ্কটে।
গো-ব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং
নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতং ॥ ৩৫ ॥

এতষ্টস্থ স্থানেষু অনৃতং মিথ্যাবাক্যং প্রযুজ্যং—ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে বামন চরিতে বলিং প্রতি শুক্রাচার্য্যস্য বচনং ॥ ৩৫ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—স্ত্রীষু স্ত্রী-সমীপেষু, নর্ম্মেষু কৌতুক-বিষয়েষু, বিবাহেষু উদ্বাহ-কর্ম্মসু, বৃত্ত্যর্থে ভূ-সম্পত্তি-প্রভৃতি-জীবিকাবৃত্তি-রক্ষার্থে, প্রাণশঙ্কটে জীবন বিপন্নে, গো-হিতার্থে ব্রাহ্মণস্য হিতার্থে চ অনৃতং মিথ্যাবচনং ন জুগুপ্সিতং ন নিন্দিতং। পদসিদ্ধ-কার্য্যং সুখকরং ॥ ৩৫ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—স্ত্রী-সমীপে, কৌতুক চ্ছলে, বিবাহ কর্ম্মতে, বৃত্ত্যর্থে

জীবনোপায় বৈভব রক্ষার্থে, সাধারণ হিংসা-স্থলে, প্রাণশঙ্কট-কালে, গো-ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার্থে এই—অষ্টবিধ স্থানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে পুণ্য সঞ্চয় ভিন্ন পাপ জন্মাইবার কোন সম্ভব নাই। এই উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে বামন-চরিতে মহারাজ-বলিকে লক্ষ্য করিয়া শুক্রাচার্য্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

আততায়ি-কথনং।

অগ্নিদো গরদশ্চৈব, শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র-দারাপহারীচ, ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ো যথা—অগ্নিদো গৃহ-দগ্ধার্থে গৃহে অগ্নিদাতা, গরদশ্চৈব প্রাণনাশার্থে বিষদাতা, শস্ত্রপাণিঃ জীবন-বিনাশার্থে শস্ত্রধারী ধনাপহঃ ধনাপহারী, ক্ষেত্র-দারাপহারীচ ক্ষেত্রঞ্চ দারাশ্চ তে ক্ষেত্রদারাঃ তান্ অপহরতি যঃ স অপহারী অপহর্ত্তা চ এতে ষট্ আততায়িনঃ প্রাণঘাতক-সদৃশাঃ ; অতএব আততায়িন মায়ন্তমপি বেদান্ত-পারগমপি জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ ন তেন ব্রহ্ম-হা ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

অস্যভাবার্থো যথা—আয়ন্তং আগচ্ছন্তং, বেদান্ত-পারগমপি ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ-কারকমপি জিঘাংসন্তং হন্তুমিচ্ছুকং ব্রাহ্মণং জিঘাংসীয়াৎ হন্তুমিচ্ছেৎ, তেন তৎকারণেন, ন ব্রহ্মহা ভবেৎ ন ব্রহ্মহত্যাকারী ইতি জ্ঞাতব্যং। ইত্যপি ভাগবতে স্মৃতৌ চ উক্তং ॥৩৬॥

ব্যুৎপত্তির্যথা—অগ্নিং দদাতীতি বাক্যে অগ্নিশব্দ-পূর্ব্বাৎ দা-ধাতো-রুত্তরে কর্ত্তরি ড প্রত্যয়ে কৃতে অগ্নিদ ইতি সিদ্ধং। গরং বিষং দদাতীতি বাক্যে গরশব্দ পূর্ব্বাৎ দা-ধাতোরুত্তরে ড-প্রত্যয়ে গরদঃ সিদ্ধঃ। শস্ত্রং খড়্গাদিকং পাণৌ হস্তে যস্য স শস্ত্রপাণিঃ। ধনাপহঃ ইতি ধনং

অপহন্তীতি বাক্যে ধনশব্দ-পূর্ব্বাৎ অপশব্দ-পূর্ব্বাচ্চ হন-ধাতোরুত্তরে ড-প্রত্যয়ে সতি ধনাপহঃ সাধ্যঃ। দার-শব্দো নিত্য পুংলিঙ্গ-বহুবচনান্তশ্চ, দারশব্দঃ পত্নী-বাচকঃ আততায়িন ইতি আতত শব্দ পূর্ব্বাৎ অয়ধাতোরুত্তরে কর্ত্তরি ণিন্ প্রত্যয়ে আততায়ীতি ততো-জসন্তঃ। বেদান্ত-পারগং ইতি বেদান্তস্য ব্রহ্ম-নিরুপণ-শাস্ত্রস্য পারং শেষভাগং গচ্ছতীতি বাক্যে বেদান্তশব্দ-পূর্ব্বকাৎ পারশব্দ-পূর্ব্বাচ্চ-গমধাতোরুত্তরে কর্ত্তরি ড-প্রত্যয়ে বেদান্ত-পারগঃ সাধ্যঃ, ততো দ্বিতীয়ায়া এক-বচনং। জিঘাংসন্তমিতি হনলৌ গতৌ হিংসায়াং ইত্যস্মাৎ হন্তুমিচ্ছন্তং ইতি বাক্যে ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয়ে জিঘাংস ধাতু র্নিস্পন্নঃ, ততঃ শতৃ-প্রত্যয়ে সতি জিঘাংসৎ শব্দো নিষ্পন্নঃ, ততো দ্বিতীয়ায়া অমি কৃতে জিঘাংসন্তং পদং সিদ্ধং। ব্রহ্ম হন্তীতি বাক্যে ব্রহ্মশব্দ পূর্ব্বাৎ হনধাতোরুত্তরে কর্ত্তরি ক্বিপি কৃতে সতি ব্রহ্মহা পদো নিষ্পন্নঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—গৃহে অগ্নি-দাতা, জীবন-নাশার্থ বিষদাতা, প্রাণ-সংহারার্থ খড়্গধারী, ধনাপহারী, ক্ষেত্রহারী, দারাপহারী এই ছয়জন যদি বেদ-পারগ অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী সুব্রাহ্মণ হন্, তাহা হইলেও বিনাশ যোগ্য পাত্র; যেহেতু ইহাঁরা আততায়ী হইয়াছেন"। আততায়ী পবিত্র ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ দর্শাইবে না—এতৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুল প্রমাণ আছে।

তৎ প্রমাণং যথা—

আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্

ইত্যাদি তিথিতত্ত্বধৃতবচনং ॥ ৩৭ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—আয়ান্তং আগচ্ছন্তং আততায়িনং প্রাণহননো-দ্যতং জনং অবিচারয়ন্ সন্ কিমপি বিচারং ন কুর্ব্বন্ সন্ হন্যাদেব অবিলম্বং যথা স্যাৎ তথা বিনাশং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—আততায়ীকে * অর্থাৎ প্রাণ-সংহারোদ্যত-ব্যক্তিকে অবিলম্বে বিনাশ করা কর্ত্তব্য ; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত উপদেশ।

সজ্জন-নিরূপণ-লক্ষণং।

মহজ্জনের লক্ষণ।

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা,
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচি র্ব্যসনং শ্রুতৌ,
প্রকৃতি-সিদ্ধ মিদং হি মহাত্মনাং ॥ ৩৮ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—বিপদি বিপৎকালে ধৈর্য্যং ধীরতা কর্ত্তব্যং, অথানন্তরং অভ্যুদয়ে উন্নত্যবস্থায়াং ক্ষমা মার্জ্জনা কর্ত্তব্যা, সদসি সভায়াং বাক্‌পটুতা বিনয়সহ-বাক্যবিন্যাসঃ, যুধি সংগ্রামে বিক্রমঃ পরাক্রমপ্রকাশঃ, যশসি প্রশংসায়াং অভিরুচিঃ ইচ্ছা, শ্রুতৌ ব্যসনং বেদাদি শাস্ত্রে আশক্তিঃ ; হি নিশ্চিতং ইদং সর্ব্বং মহাত্মনাং প্রকৃতি-সিদ্ধং স্বভাবসিদ্ধং। পদসাধনং সুগমং ॥ ৩৮ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—বিপৎকালে ধৈর্য্য অবলম্বন, উন্নতাবস্থায় ক্ষমা (মার্জ্জনা) সভায় সভ্যতারক্ষা পূর্ব্বক সাধুবাক্য প্রয়োগ, যুদ্ধস্থানে বীরত্ব প্রকাশ, যশোবিষয়ে প্রবৃত্তি, বেদাদি শাস্ত্রে আশক্তি (ভূরিপ্রবৃত্তিঃ) এই সকল মহজ্জনের স্বভাব-সিদ্ধ লক্ষণ জানিবেন ॥ ৩৮ ॥

* যাল গতৌ ইত্যস্মাৎ শতৃ প্রত্যয়ে কৃতে আযাৎ শব্দো নিষ্পন্নস্ততোদ্বিতীয়ায়া এক বচনান্তে সতি আয়ান্তং পদমিতি সিদ্ধং।

সম্প্রদান-পাত্র নির্ণয়ঃ।

দানের পাত্রস্থিরীকরণ।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় !
মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং
নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ো যথা—হে কৌন্তেয় ! যুধিষ্ঠির ! দরিদ্রান্ অনাথান্ ভর পোষয়, ঈশ্বরে ধনাঢ্যে ধনং মা প্রযচ্ছ ন দেহি। যতো ব্যাধিতস্য পীড়িতস্য জনস্য ঔষধং পথ্যং হিতকরং। নীরুজস্য রোগহীনস্য ঔষধৈঃ কিং ॥ ৩৯ ॥

ব্যুৎপত্তির্যথা—কৌন্তেয় ইতি কুন্ত্যা অপত্যং পুমান্ ইতি বাক্যে কুন্তীশব্দাৎ অপত্যার্থে ষ্ণেয়-প্রত্যয়ে সতি কৌন্তেয়ঃ। তৎ সম্বোধনে কৌন্তেয় ! ভৃঞ ভরণে ইত্যস্মাৎ গ্যা হি-বিভক্তৌ ভরেতি ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নং। নীরুজস্যেতি নির্নাস্তি রুজা যস্য ইতি বাক্যে বহুব্রীহৌ নীরুজ ততঃ ষষ্ঠ্যেকবচনং। প্রযচ্ছেতি প্রপূর্ব্বাৎ দাধাতোঃ পরে হি বিভক্তৌ কৃতায়াং সত্যাং যচ্ছাদেশে প্রযচ্ছ ইতি, মাশব্দো নঞবাচী, মা মাস্ম অলম্ ইতিত্রয়ঃ শব্দাঃ নিষেধ-বাচকাঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ধার্ম্মিক প্রবর যুধিষ্ঠিরকে গুরুজন উপদেশ প্রদান করিতেছেন—হে কৌন্তেয় ! দীন (অতিদুঃখী) গণকে দানাদি দ্বারা ভরণ ও পোষণ কর ; যেহেতু অভাবশালী লোককে সাহায্য ও দান করিলে বিশেষ ফললাভ হয় ; কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দান করিলে ফল কি ? উদাহরণ যথা—ব্যাধিত ব্যক্তিকে ঔষধ দানেই পুণ্য ও যশঃ কীর্ত্তন হইয়া থাকে ; কিন্তু নির্ব্যাধি জনগণে ঔষধ-দানে ফল হইতে পারে কি ? তদ্রূপ জানিবে ॥ ৩৯ ॥

গৃহাগত-শরণাগতয়ো র্মর্য্যাদা।

অভ্যাগত বা শরণাগতের মর্য্যাদা।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্য,
মাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং,
নোপসংহরতি দ্রুমঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—অরাবপি শত্রাবপি গৃহমাগতে সতি আতিথ্যং অতিথিসৎকারং কার্য্যং উচিতং কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। উদাহরণং যথা—দ্রুমো বৃক্ষঃ পার্শ্বগতাৎ সমীপ-গতাৎ ছেত্তুঃ ছেদনকর্ত্তুঃ ছায়াং স্নিগ্ধকর-প্রতিবিম্বং ন উপসংহরতি প্রতিবিম্বাৎ ন বঞ্চয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

পদসাধনং যথা—অরাবিতি অরিশব্দাৎ সপ্তম্যেক-বচনং। উচিত-মিতি উচধাতোরুত্তরে ক্ত প্রত্যয়ে উচিতং। অতিথয়ে কর্ত্তব্যং যৎ তৎ ইতিবাক্যে ষ্ণ্য প্রত্যয়ে আতিথ্যং, আগতে ইতি আঙ পূর্ব্বাৎ গমধাতোরুত্তরে ক্ত-প্রত্যয়ে কৃতে আগত স্ততঃ সপ্তম্যেকবচনং। ছেত্তুরিতি এঞধৌ ছিদির ছিদি ইত্যস্মাৎ কর্ত্তরি তৃণি প্রত্যয়ে ছেত্তা ততঃ পঞ্চম্যেকবচনং উপসংহরতীতি হৃঞ হরণে ইতি উপপূর্ব্বাৎ হৃধাতোরুত্তরে ক্যাস্তিপি কৃতে সতি উপসংহরতীতি ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নং ॥ ৪০ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—বৃক্ষছেদন কর্ত্তা শস্ত্রধারী হইয়া অর্থাৎ কুঠার ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া ছেদন কার্য্য আরম্ভ করিলেও তত্রাপি তাঁহাকে বৃক্ষগণ সরল হৃদয়ে অকাতরে শীতল ছায়া দান করিয়া সেই নিষ্ঠুর ছেদন কর্ত্তাকে ছায়াদানে স্নিগ্ধ করিতে থাকেন, এবং শাখাপল্লবাদি সঞ্চালন করিয়া মৃদু মৃদু শীতল-বায়ু দ্বারা প্রীতি দান করিতে যত্নবান্ হয়েন। তদ্রূপ শত্রু ব্যক্তি

গৃহাগত হইলে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়।, ইহাই সাধুগণের আচরণ জানিবেন। ॥৪০॥

মর্ম্মার্থ যথা—শত্রু যদ্যপি গৃহে সমাগত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিতে হয়; যেহেতু গৃহাগত বা শরণাগত ব্যক্তির মর্য্যাদা অত্যধিক।

পবিত্র-স্বভাবঃ প্রয়োজনীয়ঃ।

শুদ্ধস্বভাব আবশ্যক।

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষন্তে,
স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্,
স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥ "অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ"

অস্যান্বয়ো যথা—হি যস্মাৎ স্বভাবঃ সর্ব্বান্ গুণান্ অতীত্য অতিক্রম্য মূর্দ্ধ্নি মস্তকে বর্ত্ততে বিদ্যতে, তস্মাৎ সর্ব্বস্য জনস্য স্বভাবাশ্চরিত্রাণি, হি নিশ্চিতং পরীক্ষ্যন্তে সর্ব্বতোভাবেনৈব দৃশ্যন্তে জনৈরিতিশেষঃ। ইতরে গুণাঃ স্বভাবভিন্না গুণা ন পরীক্ষ্যন্তে।

ব্যুৎপত্তির্যথা—পরিপূর্ব্বাৎ ঈক্ষণ্ড দর্শনে, তস্মাৎ কর্ম্মণি বাচ্যে ক্যা অন্তে বিভক্তৌ সত্যাং পরীক্ষ্যন্তে ইতি সাধ্যং। অতীত্য ইতি অতি পূর্ব্বাৎ ইনলৌ গতৌ ইত্যস্মাৎ ক্ত্বাচ্ স্থানে যপি কৃতে অতীত্য ইতি সিদ্ধং।—অপরপদ সাধনং সুখকরং॥ ৪১ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—স্বভাব সকলগুণকে অতিক্রম করিয়া মস্তকোপরি সতত বাস করে, সেই হেতুক সরল স্বভাব হওয়া সকলের আবশ্যক; যে হেতুক সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বসাধারণে সকলের স্বভাবকেই অগ্রে লক্ষ্য করিয়া থাকেন॥ ৪১ ॥

দেহপরিবর্ত্তনং বিনা স্বভাবো ন জহাতি।

মৃত্যু না হইলে স্বভাবত্যাগ হয় না।

স্বভাবো যাদৃশো যস্য,
ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন,
মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ॥ ৪২ ॥ "অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ"

অস্যান্বয়ো যথা—অঙ্গারো দগ্ধকাষ্ঠং শত-ধৌতেন শতপ্রক্ষালনেন মলিনত্বং কৃষ্ণত্বং যথা ন মুঞ্চতি ন ত্যজতি ; তথা যস্য জনস্য যাদৃশঃ স্বভাবঃ কদাচন ন জহাতি ন ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যুৎপত্তি র্যথা—স্বস্য ভাবঃ স্বভাবঃ ইত্যত্র ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ। য ইব দৃশ্যতে ইতিবাক্যে যদ্‌শব্দপূর্ব্বাৎ দৃশধাতোরুত্তরে টকি প্রত্যয়ে কৃতে যাদৃশঃ পদসিদ্ধঃ। জহাতীতি ওহাকলি ত্যাগে ইত্যস্মাৎ বর্ত্তমানে তিপি কৃতে জহাতি পদং সিদ্ধং। কস্মিন্ ইতি বাক্যে কদাচন পদং নিষ্পন্নং। শতধৌতেনেতি শতং ব্যাপ্য ধৌতঃ শতধৌতঃ তেন। মলিনস্য ভাবঃ ইতি বাক্যে ত্বপ্রত্যয়ে সতি মলিনত্বং সিদ্ধং। মুঞ্চতীতি মুচ্-ধাতোরুত্তরে ক্যান্তিপি কৃতে মুঞ্চতীতি নিষ্পন্নং ॥ ৪২ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—অঙ্গারকে শত শত বার ধৌত করিলেও যেমন মলিনত্বকে ত্যাগ করিতে পারে না ; সেই মত যাহার যে স্বভাব, সেই স্বভাবকে কদাপি ত্যাগ করিতে পারে না। স্বভাব পরিত্যাগ প্রয়োজন হইলে দেহ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নতুবা কিছুতেই ত্যাগ হইবে না ॥ ৪২ ॥

সাধারণ-জীব সম্বন্ধে সাধোরাচরণং।

সাধারণ-জীবনে সাধুগণের ব্যবহার।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা,
ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং,
দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥ ৪৩॥ "অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ"

অস্যান্বয়ো যথা—আত্মনঃ প্রাণা যথাঽভীষ্টা বাঞ্ছিতাঃ ভূতানামপি সর্ব্বেষাং ভূতানামপি তে প্রাণাঃ তথা জ্ঞেয়াঃ। সাধবঃ সর্ব্বে আত্মৌপম্যেন আত্ম-তুলনয়া ভূতানাম্ জীবানাং দয়াং কৃপাং মমত্বং বা কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

ব্যাকরণং যথা—অভীষ্টা ইতি অভিপূর্ব্বাৎ ইষুশ বাঞ্ছে ইত্যস্মাৎ কর্ত্তরি ক্ত-প্রত্যয়ে সতি অভীষ্টঃ ইতি পদং সিদ্ধং। ততঃ প্রথমায়াঃ বহুবচন-জসি কৃতে অভীষ্টাঃ। আত্মেব উপমা যস্য ইতি বাক্যেনৈব বহুব্রীহ্যর্থে ষ্ণ্যপ্রত্যয়ে আত্মৌপম্যঃ পদং সাধ্যং। ততস্তেন। অন্যানি পদানি সুখসাধ্যানি॥ ৪৩॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—সাধুগণ নিজপ্রাণ সম্বন্ধে যেমন সুখ ও দুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই প্রকার সাধারণ জীবসম্বন্ধেও সুখ ও দুঃখ বিচার করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহা সাধুগণের মহত্ত্ব জানিবেন॥ ৪৩॥

সত্বরং পতন-কারকাণি কারণানি।

শীঘ্র পতন হইবার হেতু-বর্ণনা।

শুষ্ক-মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা,
বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা
সদ্যঃ প্রাণ-হরাণি ষট্ ॥ ৪৪ ॥
ইতি চাণক্যধৃত বচনং "অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ"।

অস্যান্বয়ো যথা—শুষ্ক-মাংসং নীরস-মাংস-ভোজনং, বৃদ্ধা-বয়োহধিকাস্ত্রিয়ঃ অর্থাৎ বয়োহধিকা-স্ত্রীগমনং, বালার্কঃ শরৎ-কালীন প্রাতঃসূর্য্যকিরণ-সম্ভোগঃ, তরুণং দধি সদ্যোজাত-দধি-ভোজনং, প্রভাতে প্রভাত-সময়ে মৈথুনং শৃঙ্গারং নিদ্রাচ এতে ষট্ সদ্যঃ প্রাণ-হরাণি সদ্যঃ প্রাণনাশকানি; পদসাধ্যং সুগমং ॥ ৪৪ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—শুষ্ক-মাংস-ভোজনে, বয়োহধিক-স্ত্রী গমনে শরৎকাল সম্বন্ধীয় প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণ সম্ভোগে, সদ্যোজাত-দধি-ভোজনে, প্রভাত-সময়ের শৃঙ্গারে এবং নিদ্রাসম্ভোগে পরমায়ুঃ ক্ষয় হইয়া শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণের মঙ্গলার্থে উপদেশ দিলাম ॥ ৪৪ ॥

আয়ুষ্কর-কর্ম্মাণি ষট্।

দীর্ঘায়ুঃ হইবার ষড়বিধ কার্য্যাদি।

সদ্যো মাংসং নবান্নঞ্চ,
বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব,
সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্ ॥৪৫॥
ইতি চাণক্যধৃতবচনং। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

অন্বয়ো যথা—সদ্যো-মাংসং সাদ্যঃ-প্রস্তুতীকৃতং মাংসং, নবান্নঞ্চ সদ্যোজাতামীষেষদুষ্ণান্ন-ভোজনং, বালাস্ত্রী নবীনাস্ত্রীসম্ভোগঃ, ক্ষীর-ভোজনং দুগ্ধং গাঢ়ং কৃত্বা ভোজনং, ঘৃতং সদ্যোজাত গব্য-ঘৃত-ভোজনং, উষ্ণোদকং নিত্যমীষদুষ্ণজলপানং, এতে ষট্ সদ্যঃ প্রাণ করাণি আয়ুষ্করাণি ॥ ৪৬ ॥

সমানেঽহ্নি ইতি বাক্যে সদ্যঃ। নবঞ্চ তৎ অন্নঞ্চেতি বাক্যে নবান্নং ক্ষীরস্য ভোজনং ইতি ষষ্ঠী-তৎপুরুষঃ ক্ষীরভোজনং ॥ ৪৬ ॥

অস্তবঙ্গভাষা যথা—সদ্যঃপ্রস্তুতীকৃত-মাংস ভোজন অর্থাৎ নিত্য মাংস প্রস্তুত পূর্ব্বক পাকান্তে বা অপকাবস্থায় ভোজন, ঈষদুষ্ণ অন্নভোজন, নবীনা স্ত্রী সম্ভোগ, পরিপাকশক্ত্যনুসারে ক্ষীরবৎ ঘনদুগ্ধ পান, সদ্যোজাত গব্যঘৃত ভোজন আর নিত্য ঈষদুষ্ণ বারি পান—এই ষড়্‌বিধ ক্রিয়া আয়ুষ্কর অর্থাৎ এই ষড়বিধ (ছয় প্রকার) ক্রিয়া দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

নব গোপ্যানি যত্নতঃ।

নিম্নলিখিত নববিধ গোপন করা বিধিবোধিত।

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং,
মন্ত্রমৈথুন-ভেষজং।
অপমানং তপো দানং,
নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥ ৪৬॥

ইতি মনুসংহিতায়াং ধৃতবচনং। "অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ"

অস্যান্বয়ো যথা—আয়ুঃ পরমায়ুঃ, বিত্তং ধনং, গৃহচ্ছিদ্রং নিজগৃহ-গ্লানিঃ, মন্ত্র-মৈথুন-ভেষজং মন্ত্রশ্চ মৈথুনঞ্চ ভেষজঞ্চ তেষাং সমহারঃ মন্ত্রমৈথুন-ভেষজং সজীব-দৈবমন্ত্রং, মৈথুনং স্ত্রিয়া সহ আপ্যায়িত-বচনাদিকং, ভেষজং বীর্য্যবৎ মহৌষধং, অপমানং হতমানবিষয়ং, তপস্তপস্যা, দানং পুণ্যার্থে প্রদানং, যত্নতো যত্ন-পূর্ব্বকমেব এতানি নব গোপ্যানি গোপনীয়ানি। অস্যপদ-সাধন-কার্য্যং সুখ-সাধ্যং॥ ৪৬॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—পরমায়ুর্বিষয়, সঞ্চিত ধনের পরিচয়, নিজগৃহগত-গ্লানি, বীর্য্যশালি-মন্ত্র, মৈথুন অর্থাৎ স্ত্রী সহ প্রেমালাপ-বাক্যাদি, বীর্য্যবৎ ঔষধ, নিজ-সম্বন্ধীয় অপমানাদি, নিজকৃত তপস্যা, এবং দান—এই নববিধ গোপন করিতে হয়। প্রকাশ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে এবং মূর্খত্বের পরিচয় প্রকাশ করা হয়॥ ৪৬॥

নিষিদ্ধ মপ্যাচরণীয়মাপদি।

আপৎকালে নিষিদ্ধ কার্য্যও কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিতে হয়।

উদাহরণ যথা—দময়ন্তী স্বপ্নাবস্থায় নৈষধ রাজ-নলকে দর্শন পূর্ব্বক বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গান্তে আলোচনা দ্বারা অবগত হইলেন যে,—স্বয়ম্বর সভায় নিষাধপতি মহারাজ নল আগমন অসম্ভব; যে হেতু ছয়মাস পথ

দূরে প্রাণেশ্বর নল বাস করিতেছেন, এই অল্প সময় মধ্যে আগমন অসম্ভব হইতেছে; আমি যখন স্বপ্নে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি হইয়াছেন। তাঁহার অনাগমনে অন্যকে মাল্যদান করিলে সতীত্ব নষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় জীবনত্যাগে উদ্যতা হইয়া আলীগণকে (সখীগণকে) বহ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিলে আলীগণ সবিনয়ে বলিতেছেন যে, অয়ি রাজবালে! আত্মহত্যা শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম হইতেছে; অতএব ইহা কিরূপে আচরণীয় হইতে পারে? তখন আলীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন "নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয়মাপদীতি" ॥ ৪৬ ॥

নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয়মাপদি,
সতী ক্রিয়া নাবতি যত্র সর্ব্বদা।
ঘনাম্বুনা রাজপথেঽপি পিচ্ছিলে,
ক্বচিদ্ বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে ॥ ৪৭ ॥ ইতি নৈষধে উক্তং।

অস্যান্বয়ো যথা—যত্র বিষয়ে সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে সতী ক্রিয়া সৎ-ক্রিয়া নাবতি ন রক্ষতি, তত্র স্থলে আপদি আপৎকালে নিষিধ্যংকার্য্যমপি আচরণীয়ং করণীয়মিত্যর্থঃ।

উদাহরণং যথা—ঘনাম্বুনা রাজপথেঽপি পিচ্ছিলে মেঘবারিণা রাজমার্গে অপি নিশ্চিতং পিচ্ছিলে সতি ক্বচিৎ কস্মিন্নেব সময়ে বুধৈরপি পণ্ডিতৈরপি অপথেন কুমার্গেণ গম্যতে তথেতি।

পদসাধনাদিকং যথা—নিষিদ্ধমিতি নি-পূর্ব্বাৎ সিধু গত্যাং ইত্যস্মাৎ ক্ত প্রত্যয়ে নিষিদ্ধং নিষ্পন্নং। অপি ইত্যব্যয়ং নিশ্চিত-বাচকার্থে অত্র প্রয়োগঃ। আচরণীয়মিতি আঙ্পূর্ব্বাৎ চর গমনে ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণি অনীয়-প্রত্যয়ে সতি আচরণীয়মিতি। ডুকৃঞদ্ করণে, ইত্যস্মাৎ "কৃঃশশ্চ" ইতি সূত্রেণ ভাবে শ-প্রত্যয়ে ক্রিয়া

নিষ্পন্না। অবতীতি অব রক্ষণে ইত্যস্মাৎ বর্ত্তমানে ক্যাস্তিপিকৃতে অবতীতি নিষ্পন্নং। ঘনাম্বুনেতি ঘনানাং মেঘানাং অম্বু ঘনাম্বু তেন। রাজ্ঞঃ পন্থাঃ রাজপথঃ তস্মিন্। ন পন্থাঃ অপথঃ তেন। গম্যতে ইতি গমধাতো রুত্তরে কর্ম্মণি ক্যাস্তে-কৃতে গম্যতে ইতি সাধ্যং ॥ ৪৭ ॥

অস্যবঙ্গভাষা যথা—মেঘবারি দ্বারা রাজপথ পিচ্ছিল হইলে কোন কোন সময়ে পণ্ডিতগণও তাহার পার্শ্ববর্ত্তি কু-স্থান দিয়া অর্থাৎ সেই রাজপথের পার্শ্বস্থ অপবিত্র স্থান দিয়াও গমন করিয়া থাকেন; সেই মত—যে বিষয়ে জনগণ কোন ক্রমেই সৎপথাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মসঙ্গত অভীষ্ট সিদ্ধিজনক কার্য্য করিতে পারেন না, সেই বিষয়ে নিষিদ্ধ কর্ম্মও আচরণ করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে ॥ ৪৭ ॥

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত-দুশ্চরিত্র-পত্নী-কৌতুকং

মৃত্যু-বসুন্ধরয়োরপি কৌতুকঞ্চ

দুশ্চরিত্রা স্ত্রী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।
তদ্বৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ মৃত্যু এবং বসুন্ধরাও হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং,
স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি,
মমেতি সুতবৎসলং ॥৪৮॥ "অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"

অস্যান্বয়ো যথা—দুশ্চরিত্রা ব্যভিচারিণী স্ত্রী সুতবৎসলং পুত্র-প্রিয়ং স্বামিনং দৃষ্ট্বা অর্থাৎ পুত্রপ্রিয়ঃ স্বামী দেশান্তরাৎ সমাগতঃ সন্ জারজং পুত্রং সাদরং ক্রোড়ে নীত্বা নর্ত্তয়তি অস্মিন্নেব সময়ে তস্য দুশ্চরিত্রা পত্নী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা সতী দূরাৎ তং সুত-বৎসলং স্বামিনং দৃষ্ট্বা কস্য জাতং পুত্রং কো নর্ত্তয়তীতি মনসি চিন্তয়িত্বা যথা হসতি

তথা মৃত্যুঃ শরীরাভ্যন্তরস্থ-মরণং শরীর-গোপ্তারং শরীর-রক্ষা-কর্ত্তারং জনং দৃষ্ট্বা হসতীতি শেষঃ। তথৈব বসুন্ধরা পৃথ্বী স্বীকর্ত্তারং অস্বং স্বং কর্ত্তারং জনং দৃষ্ট্বা হসতি হাসং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮॥

পদসাধনাদিকং যথা—শরীরগোপ্তারমিতি শরীরং গোপায়তি ইতি বাক্যে শরীর পূর্ব্বাৎ গুপধাতোরুত্তরে কর্ত্তরি তৃন্ প্রত্যয়ে সতি শরীরগোপ্তা ততো দ্বিতীয়ায়া অমি কৃতে শরীর-গোপ্তারং পদং সিদ্ধং। স্বীকর্ত্তারমিতি অস্বং স্বং করোতি ইতি বাক্যে অভূত-তদ্ভাবে চ্বি-প্রত্যয়ে স্বীকর্ত্তারমিতি সিদ্ধং। অপরং সুগমং ॥ ৪৮ ॥

অস্তবঙ্গভাষা যথা—বহু দিনান্তে দূরদেশ হইতে গৃহ সমাগত স্বামী পুত্রবৎসল হইয়া অজ্ঞাত জারজ-পুত্রকে সাদরে ক্রোড়ে লইয়া "ওরে আমার বাপ ধনটা, ওরে আমার সোনার যাদু" ইত্যাদি বাক্য বলিতে বলিতে পুলকিত হইয়া জারজ পুত্রকে যখন নৃত্য করাইতেছেন, সেই সময়ে পত্নী অন্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে অবলোকন করিতে করিতে স-হাস্য বদনে মনে করিতেছেন যে, "কাহার পুত্র কে নাচা-ইতেছে ইত্যাদি মনে ধারণ করিয়া যেরূপ হাসিতে থাকেন, সেইমত শরীরাভ্যন্তরস্থ মৃত্যু দেহ-বিন্যাস-কারীকে টেড়িকাটা ও আতর গোলাপ মর্দ্দন কারীকে দৃষ্ট করিয়া হাসিতে থাকেন, দেহ বিন্যাসকারী তৎকালে অর্থাৎ টে-ড়ি কাটিবার সময়ে বা গোঁপে আতর দিবার সময়ে ভ্রমেও মনে করেন না যে,—এই শরীরোৎপন্ন সহ মৃত্যুও সৃষ্টি হইয়া দেহাভ্যন্তরে জীবাত্মবৎ সতত বাস করিতে-ছেন, সেই মৃত্যু উপযুক্ত সময়ে এই পঞ্চ ভৌতিক দেহের ঘাড় ভাঙ্গিয়া শমন ভবনে লইয়া যাইবেন, এবং যে মুখকে আতর গোলাপে সৌগন্ধময় করিতে-ছেন, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকালে সেই সৌগন্ধময়-মুখমণ্ডলে অগ্রেই প্রিয় পুত্র প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বারা টেড়িসহ সেই মুখ-মণ্ডল দগ্ধীভূত করিবে--ইহা ভ্রমেও চিন্তা করেন না ॥ ৪৮ ॥

তদ্রূপ বসুন্ধরা (পৃথ্বী) পরভূমি গ্রহণোদ্যত মানবকে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ হাস্য করিতে করিতে মনে করেন যে, দৈত্যপতি বলি, শুম্ভ নিশুম্ভ ও রাবণ

ইত্যাদি কেহ-ই আমাকে, অধিকার করিয়া রাখিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি পিতৃব্যগণ ইত্যাদি জ্ঞাতিবর্গের অজ্ঞাতে কিঞ্চিৎ ভূমি অধিকার করিতেছ; কিন্তু তোমার পতনে যে আমি কাহার হইব? তাহার স্থির নাই। তবে কেন বৎস! পরভূমি অধিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছ? আমাকে এ পর্য্যন্ত কেহ-ই অধিকার করিতে পারেন নাই—ইত্যাদি মনে করিয়া বসুন্ধরাও হাস্য করিতে থাকেন॥ ৪৮॥

সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা এবং পরিণামে অদ্ভুত ফল।

এই ভারত বঙ্গীয় কোন প্রদেশে পণ্ডিত প্রবর এবং কবি চূড়ামণি এক ব্রাহ্মণ বর্ষাসময়ে অধ্যাপনানন্তর চতুষ্পাঠী-গৃহে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে অনতিদূরে রাজমার্গে তক্র বিক্রয়িণী একটী গোপ-গৃহিণী কক্ষে এবং মস্তকোপরি তক্র কুম্ভধারিণী হইয়া গমন করিতে করিতে পিচ্ছিল-পঙ্কাগ পদদ্বয় বিচলিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তক্র-কুম্ভদ্বয় ভগ্ন হইয়া তক্র-(ঘোলসমূহ) ভূতলে পতিত ও নষ্ট হইয়া গেল এবং সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাকীর্ণ হইল, বিশেষতঃ নিতম্বদ্বয় কর্দ্দমময় ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য বিলাপ না করিয়া সেই সময়ে ঐ তক্র-বিক্রয়িণী গোপগেহিনী চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কোন জন-প্রাণীকে দেখিতে না পাইয়া পতন জন্য দুঃসহ ভীষণ যাতনা সহ্য করিয়াও হাস্যপূর্ণ-প্রফুল্ল বদনে প্রস্থান করিতে লাগিল, ঘোল নষ্ট জন্য কিছুমাত্র বিপন্ন বা বিলাপ প্রকাশ করিলেন না; পণ্ডিত কবিবর ইত্যাদি বিষয় চতুষ্পাঠীর অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র বাতায়ন দ্বার দিয়া সম্যক্ দেখিয়াছিলেন এবং বিচার করিয়া জ্ঞান হইল যে, তক্র-বিক্রয়িণী ঘোলপূর্ণ কলস-দ্বয় ভগ্ন করিয়া দুঃখিত না হইয়া কৌতুকাবহ হইয়া হর্ষ-চিত্তে হাস্য করিতে করিতে ধাবিত হইল কারণ কি? এই তর্ক ও বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্তে স্থির হইল যে—ইহার মধ্যে বিশেষ কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে—এই জ্ঞানে তাহা জানিবার নিমিত্ত কবিবর, প্রস্থিতা গোপ গৃহিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, বহুদূরে গমনান্তে সাক্ষাৎ করিয়া বহু স্তুতি ও বিনয়ে কহিলেন সুন্দরি। তোমার পতন. কলস-ভগ্ন এবং বহুঘোল নষ্ট ইত্যাদি

জন্য কোন বিলাপ না করিয়া হাস্যপূর্ণ বদনে প্রস্থিতা হইলেন, ইহা আমি গুপ্ত-ভাবে সম্যক দেখিয়াছি; কিন্তু হাস্যপূর্ণা হইবার হেতু কি? ইহার গুপ্ত বিবরণ বলিয়া প্রীতি দান করিলে সুখী হইব, আমি ব্রাহ্মণ মৎসমীপে সত্য বলিবে; নতুবা অভিশপ্তা ও নিরয়-গামিনী হইবে—ইত্যাদি প্রকারে পৃষ্টা গোপ-গৃহিণী হেতু বর্ণনা করিতে সম্মত না হওয়ায় বহুল উপাসনায় এবং কবিবরের বিশেষ স্তুতি, অনুনয়ে ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া বলিতেছেন, যথা—"হত্বা নৃপমিত্যাদি" যথা—

হত্বা নৃপং ভুজগ-দষ্ট-পতিং বিলোক্য,
দেশান্তরে বিধিবশাদ্ গণিকাহস্মি জাতা।
পুত্রং পতিং সমধিগম্য চিতাধিরূঢ়া,
শোচামি গোপ-গৃহিণী কথমদ্যতক্রং ॥ ৪৯ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—অহং যা গোপ-গৃহিণী নৃপং হত্বা রাজানং বিনাশ্য নিজালয়ং গত্বা ভুজগদষ্টপতিং বিলোক্য সর্পদষ্টস্বামিনং দৃষ্ট্বা দেশান্তরে প্রস্থিতা সতী বিধিবশাৎ বিধি-বিড়ম্বনাৎ গণিকা বেশ্যা জাতা, অস্মি, ততঃ পুত্রং পতিং সমধিগম্য গর্ব্ভজাতনিজপুত্রং উপ-পতিত্বেন প্রাপ্য, বিত্তবিমূঢ়া পাপনাশার্থং চিতায়াং অধিরূঢ়া আসম্; ততো গোপগৃহিণী সতী তক্রং বিক্রীণামি, অধুনা সা গোপগৃহিণী গোপোপত্ন্যহং অদ্য কথং কেন প্রকারেণ কিঞ্চিৎ তক্রার্থং শোচামি শোকং করোমীতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাকরণং যথা—হত্বেতি হনলৌ বধে গতৌচ ইত্যস্মাৎ ত্বাচ্-প্রত্যয়ে হত্বাপদং সিদ্ধং, ভুজগদষ্টপতিমিতি ভুজগেন ভুজঙ্গমেন দষ্টঃ স চাসৌ পতিশ্চেতি ভুজগ-দষ্টপতিঃ তং। বিলোক্যেতি বিপূর্ব্বাৎ লোকৃঙ দর্শনে, তস্মাৎ ত্বাচ্-প্রত্যয়স্থানে যপি কৃতে বিলোক্য-পদং সিদ্ধং। দেশান্তরে ইতি অন্যোদেশঃ দেশান্তরং তস্মিন। অস্মীতি

অস্‌ল-ভূবি তস্মাৎ ক্যা মিপ্‌প্রত্যয়ে কৃতে অস্মীতি সিদ্ধং। জাতেতি জনীম্যঙ্‌ জনৌ ইত্যস্মাৎ ক্ত প্রত্যয়ে জাতেতি নিষ্পন্নং, ততঃ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌ প্রত্যয়ে জাতাপদং সিদ্ধং। সমধিগম্যেতি সংপূর্ব্বাৎ অধিপূর্ব্বাচ্চ গমধাতোরুত্তরে ক্তাচ্‌ স্থানে যপি কৃতে সমধিগম্য পদং সিদ্ধং। চিতায়াং অধিরূঢ়া চিতাধিরূঢ়া ইত্যত্র সপ্তমী-তৎপুরুষঃ। অধিরূঢ়েতি অধিপূর্ব্বাৎ রুহধাতোরুত্তরে ক্ত-প্রত্যয় স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌প্রত্যয়ে নিষ্পন্নং, ঞিরুজ রুহৌ জন্মাং ইতিগণপাঠঃ। শুচ শোকে ইত্যস্মাৎ বর্ত্তমানে ক্যা মিপ্‌ প্রত্যয়ে শোচামীতি সিদ্ধং। কথমিতি কেন প্রকারেণ ইতি বাক্যে কথমিতি সিদ্ধং। অস্মিন্নহনি ইতিবাক্যে অদ্যেতি নিষ্পন্নং। অন্যৎ সুগমং ॥ ৪৯ ॥

অস্য ভাবেন সহ বঙ্গভাষা—যথা—এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিতে হইলে কালাপাহাড়ের ইতিহাস কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে হইবে, সুতরাং কালাপাহাড়ের বিবরণ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল—যথা—

কালাপাহাড় প্রথমে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুমার ইষ্টনিষ্ঠাচারী তাপস ও অতি-সুশ্রী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কোন গতিকে তাঁহাকে, দিল্লীশ্বরের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা, পরিদর্শন করিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং পিতা দিল্লীশ্বরকে কৌশলে জানাইলেন "ঐ পাত্র আমার বর না হইলে বিবাহ করিব না"; সুতরাং দিল্লীশ্বর বাধ্য হইয়া উক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণকে বহুচেষ্টায় আনাইয়া বিনয় বাক্যে কহিলেন, "আমার জামাতা হইতে হইবে; যেহেতু আমার কন্যা আপনাকে ভিন্ন অন্যকে বিবাহ করিবেন না," ইহা শ্রুতমাত্র চমকিত হইয়া কালাপাহাড় কহিলেন—দেব! এখানে বিবাহ করিলে ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত ও আচার ভ্রষ্ট হইব; অতএব আমি এ বিবাহ করিব না—ইত্যাদি বাক্যে বিবাহ' প্রস্তাবে অস্বীকার হইলে দিল্লীশ্বর বলপূর্ব্বক ধর্ম্মচ্যুত করিয়া স্বীয় কন্যা সহ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন এবং উক্ত জামাতাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন—

উক্ত কালাপাহাড় স্বভাবতঃই বীর ছিলেন, সেনাপতিত্বে বৃতি হইয়া মহাবীর

বলিয়া বিখ্যাত হইলেন, পরে তিনি বহুল প্রভুত্ব এবং সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া বিচার করিলেন যে, আমি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ পুত্র, ইষ্ট-নিষ্ঠাবান্ পবিত্র ব্রাহ্মণ ছিলাম, আমাকেই যখন ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইয়াছে, তখন আর্য্যধর্ম্ম মিথ্যা এবং দেবদেবীও মিথ্যা—অতএব ইহা নষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত; এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া স-সৈন্যে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া ভারত-বর্ষীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেব দেবীর মনোহর মূর্ত্তি ও দেবগৃহ এবং মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া যাহাতে হিন্দু ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে বহুল চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইত্যাদি-ইত্যাদি—

হত্বা নৃপমিত্যাদি শ্লোকেও সেই প্রকার, যথা আমি গোপোপত্নী অর্থাৎ এই গোপগৃহিণী কোন প্রদেশে যুবতী এবং শ্রীমতী ও ব্রাহ্মণ পত্নী ছিলাম, সতী সাধ্বী পতিব্রতা ভাবে থাকিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবতী হইয়া কালাতিপাত করিতেছি—এমন সময়ে একদা তত্রস্থ যুবরাজের দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম, তদবধি রাজকুমার মুগ্ধ হইয়া দূতি প্রয়োগ ও দূতিদ্বারা অর্থপ্রয়োগ ইত্যাদি বহু যত্নেও সম্ভোগ চেষ্টায় হতাশ হইলে একদিন বহুল দুষ্ট পারিসদ্ দ্বারা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন-মধ্য-রজনীতে বলপূর্ব্বক চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা একটী নিজাধিকারস্থ উদ্যান ভূমির মধ্যগত প্রাসাদ পুরীর অভ্যন্তরে লইয়া বলাৎকার করিবার অভিপ্রায় ও চেষ্টা সময়ে হৃতা ও বিপন্না হইয়া মনে মনে জানিলাম, আর সতীত্ব রক্ষার উপায় নাই, তখন সরল ভাবে কহিলাম—প্রিয় রাজ কুমার! আমা সহ যদি প্রেমালাপ বাসনা করেন, তাহাতে আমিও সম্মত আছি; কিন্তু এক্ষণে আমি যখন সহজেই আপনা সহ আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইলাম, তখন উভয়ে মিলিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার সুবন্দবস্ত না করিলে কিরূপে কৌতুকাবহ রতিক্রিয়া হইতে পারে?

এবম্বিধ বহুল স্ব রস বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া যুবরাজ কহিলেন—প্রিয়ম্বদে! এবিষয়ের সুব্যবস্থায় আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ; অতএব আপনি কামযুদ্ধে রণ-পণ্ডিতা হইতেছেন—প্রিয়ে! যাহা যাহা করিতে অনুমতি করিবেন, তব-প্রেমা-কাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাই করিতে বাধ্য—এই রতিক্রিয়ায় কি কি করা উচিত, তাহা আদেশ করুন—

তখন আমি কহিলাম নাথ! আমি কুলবধূ হইয়া অন্যান্য লোক বিদ্যমানে

আপনা সহ কিরূপে প্রেমালাপ করিতে পারি? এই উদ্যান ও পুরী হইতে সম্যক লোক অন্তর্হিত হইলে উভয়ের সুখকর প্রেমালাপ হইবে নাকি? তাহা শুনিয়া যুবরাজ কহিলেন—তথাস্তু (তাহাই হউক) এই বলিবা-মাত্র রাজাজ্ঞায় সম্যক লোক উদ্যান ও প্রাসাদপুরী হইতে নিঃসারিত হইল।

সুন্দরী-হরণের সুসজ্জীভূত বীরগণ সহ বীরোচিত পরিচ্ছদাদি ধারণে রাজকুমার দণ্ডায়মান ছিলেন—তদ্দৃষ্টে আমি কহিলাম মহারাজ! এই কি আপনার কাম যুদ্ধের বেশ? এই বাক্যে যুবরাজ লজ্জিত হইয়া গৃহের একদেশে (কোণে) তরবারি রক্ষা করিয়া রমণী সম্ভোগের পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেছেন, এমন সময়ে আমি হৃতা সাধ্বী যুবতী মহাসুযোগ বুঝিয়া ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীব্রবেগে তরবারির নিকটস্থ হইয়াই অসি নিষ্কোষিত পূর্ব্বক তড়িতের ন্যায় বেগে যুবরাজের মস্তকচ্ছেদন করণান্তর উদ্যান-ভূমির প্রাচীরাদি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তটস্থ-ভাবে গৃহে গমন করিয়া দৃষ্ট করিলাম ভুজগ-দষ্টপতি মহাযন্ত্রণা (ছট্‌ফট্‌ ও ভীষণ জ্বালা) ভোগ করিতেছেন। তদদৃষ্টে আমি কহিলাম,—দেব! একি অবস্থা ঘটিল? তখন ভুজঙ্গ-দষ্ট স্বামী কহিলেন—"তোমাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিলে, এই শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া নিকটস্থ বন জঙ্গলে অনুসন্ধান করিতে করিতে ভুজঙ্গ-দষ্ট হইয়াই তৎক্ষণাৎ শিশু সহ বহুকষ্টে ভবনে আসিয়াছি—ঐ তোমার শিশুপুত্র গ্রহণ কর—এক্ষণে বড়ই যাতনা আর সহ্য হয় না, প্রাণত্যাগ হইবে—এই বলিতে বলিতে বিষে আচ্ছন্ন স্বর ভঙ্গ ও কথা নাকি সুরে হইল এবং অজ্ঞান হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তদ্দৃষ্টে আমি শেষা রজনি জানিষা মৃত স্বামী ও শিশু পুত্রকে রক্ষা করতঃ প্রস্থান করিলাম। আমি নৃপহন্ত্রী হইয়া প্রাণভয়ে দশ পনের দিনের পথ গমন করিয়া এক মহানগরী প্রাপ্ত হইলে. তত্রস্থ বারাঙ্গণা আমাকে সুন্দরী ও যুবতী দেখিয়া মহাযত্ন ও সেবাদি দ্বারা বশীভূতা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বেশ্যা বৃত্তিতেও নিপুণা করিলেন—

পরে আমি সেই ব্রাহ্মণ-রমণী হইয়া গায়িকা, নৃত্যকী ও অতি রসিকা পদবাচ্যে পরিগণিতা হইয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জনে শক্তিশালিনী হইলাম, এবং ধনাঢ্যা ও বিখ্যাত বেশ্যা হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছি—এমন সময়ে

আমার গৃহে নবাগত এক সওদাগর কৌতুকার্থ সমাগত হইয়া নৃত্যদর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরিশেষে আমাকে সম্ভোগ করিলেন—তৎপরে অর্থাৎ গাঢ় প্রেমা-লাপের পর ঐ নায়ককে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রাণেশ্বর! আপনি কোন দেশের সওদাগর? জীবন বৃত্তান্ত কেমন? জাতি-ই বা কি? কোন প্রদেশে ও কোন গ্রামে বা নগরে বসতি? পিতার ও পিতামহের নাম-ই বা কি? শ্বশুরাশ্রম কোথায়? নিজালয় হইতে তাহা কতদূর? আমার স-পত্নী দিদি কাদৃশী সুন্দরী? তিনি রসিকাই বা কেমন? ইত্যাদি বিষয় জানিতে অতীব বাসনা হইয়াছে, যদি অধিনীর প্রেমালাপে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এ দাসীকে আত্মপরিচয় দানে চরিতার্থ করুন্, তাহাতে কৃতকৃতার্থ হইব, সময়ে সময়ে পত্রাদি লিখিবার জন্য পত্র পৌছিবার স্থান (ঠিকানা) নির্ণয় করিয়া দিয়া পরিতুষ্টা করুন।

ইত্যাদি প্রশ্নে বাধ্য হইয়া নবাগত সওদাগর স্বরূপাখ্যান বলিতে প্রতিজ্ঞা পাশে বাধ্য হইয়া বলিতেছেন যথা—মধুর ভাষিণি! প্রিয়ে! আমি ব্রাহ্মণ কুমার, এই হতভাগ্যের নাম "বসন্ত প্রকাশ", আমার জীবন বৃত্তান্ত ভীষণ এবং অদ্ভুত কাহিনী বলিতে লোমহর্ষণ হয়।

তখন আমি (গোপগেহিনী) কহিলাম, তাহা হইলে তো আমার শ্রোতব্য ও জ্ঞাতব্য; অতএব তাহা বলিতে ই হইবে, ইহা শুনিতে আনন্দ বোধ করি।—

তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ বণিক বলিতেছেন যথা—আমার মাতামহ ধনাঢ্য; তৎকর্ত্তৃক লালিত ও পালিত, তিনিই আমাকে বাণিজ্য কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন, বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছেন, এবং বিবাহ দিয়া অনেক ধনদৌলত প্রদান পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া নানানগরে ও নানা রাজ্যে সমুদ্র যান দ্বারা পরিভ্রমণ করাইয়া বাণিজ্য (ব্যবসা) শিক্ষা দিয়া স্বর্গবাসী হওয়ায় এক্ষণে আমি একাকীই বাণিজ্য করি।

তখন আমি (গোপগেহিনী) কহিলাম, "মাতামহের নাম ও আবাস স্থান?

ইহা শ্রবণে যুবক কহিলেন—বঙ্গরাজ্যের মধ্যগত কাঞ্চন নগরাধিপতি "রাজা গোলকেন্দু" আমার মাতামহ ছিলেন।

তখন আমি (গোপগেহিনী) বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলাম—কৈ আপনার পিতা ও মাতার পরিচয় তো কিছুই দিলেন না?—তচ্ছ্রবণে যুবক কহিতে লাগিলেন।

আমার মাতা শ্রীমতী তিলকমঞ্জরী দেবী, মাতামহের এই এক কন্যামাত্র, তিনি আমায় সপ্তম বা অষ্টম মাস বয়ঃক্রমের সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মজ্ঞানে তত্রস্থ রাজকুমারকে স্ব-হস্তে হত্যা করণানন্তর সর্পদষ্ট স্বামীর মৃত্যু তৎক্ষণাৎ দেখিয়া প্রাণভয়ে অধৈর্য্য ও কাতরা হইয়া আমাকে গৃহাভ্যন্তরে রক্ষা করিয়া (ফেলিয়া) দেশান্তরে প্রস্থান বা মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, তদবধি মাতামহ দ্বারা পোষিত, পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছি" ইহাই জনশ্রুতি হইয়াছে -

ইত্যাদি শ্রবণে আমি হতভম্ব ও অজ্ঞান হইয়া ধরাশায়িনী হইয়া যুবককে তৎক্ষণাৎ গমনের ব্যবস্থা ও উপায় করিয়া বিদায় দিলাম এবং কহিলাম আপনি আমার গৃহে আর কদাপি আগমন করিবেন না।

তিনিও তথাস্তু বলিয়া দুঃখিত হৃদয়ে ও অমর্য্যাদা বোধে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে আমি (গোপগেহিনী) মনে করিলাম, পরম পিতা পরমেশ্বরের কৌশল কে বুঝিতে পারে? আমি ছিলাম কি? হোয়েছিই বা কি? পরিশেষে নিজ-গর্ভজাত পুত্রগামিনী হইলাম!!! "হা!!! হতাস্মি" হে পরমেশ! কি করিলেন? ইহার পর আর ই বা কি দুর্গতি করিবেন! তাহাও তো জানি না প্রভো!— সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন - পুত্রগামিনী এ নারীর পাপক্ষয়ের উপায় কি নারায়ণ! ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া চতুষ্পাঠীর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তৈলবট প্রদান পূর্ব্বক তুষানলে দেহত্যাগের ব্যবস্থা পাইয়া নিজ বৈভব সকল বিক্রয় ও দান করিয়া নগদ মুদ্রা দ্বারা চাউল, দাল, আটা, ময়দা, ঘৃত, চিনি, মধু ক্রয় করিয়া ভাণ্ডার বসাইয়া সওদাব্রত কার্য্যে সম্যক বৈভব দান করিয়া এবং ভাগিরথী তীরে ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুলাদি দ্বারা সুগন্ধময় এবং গব্যঘৃতাক্ত নববস্ত্র-জড়িত বিপুল-চন্দন-কাষ্ঠাদি দিয়া অতি সুবৃহৎ চিতা প্রস্তুত করাইয়া নিজের শরীরকেও ঘৃতাক্ত বস্ত্র জড়িত করাইয়া চিতাধিরূঢা হইলাম চিতার নিম্নে বহ্নিসংযোগের অনুমতি করণানন্তর পুত্রগমনজন্য পাপ ও অন্যান্য পাপক্ষয়কামিনী হইয়া দ্বি-তলসম উচ্চ চিতার উপরি উত্তান ভাবে শয়নে শ্রীভগবচ্চিন্তায় নিমগ্না ছিলাম; তাহার কিয়ৎকাল পরেই চিতাকাষ্ঠ সকল অগ্নিময় হইল সেই ভীষণ অগ্নির তেজে ও উত্তাপে আমার সর্ব্বশরীর অর্দ্ধদগ্ধ সময়ে অত্যুচ্চ চিতা ভগ্ন হইয়া ভাগিরথীর জলে পতিত

হওয়ায় আমিও চিতা হইতে জলমগ্না হইলাম। তন্নিবন্ধন সর্ব্বশরীর ফোস্কা ও ক্ষতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে আমাকে দেখিতেও কিম্ভুত-কিমাকার এবং জলনে ও ভীষণ যাতনায় প্রাণ বহির্গত প্রায়, এমন সময়ে বিধি-বশাৎ বর্ষাগমে (মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টি পতনে) চিতা নির্ব্বাপিত হইল ; সেই দুর্দিনে নগ্নাবস্থায় ভাগীরথীর জলমগ্নাবস্থায় অতিবাহিত হইল, পরদিনের দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দুঃসহ ক্ষুধায় কাতরা জন্য দশদিক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে পরমেশ-প্রেরিত আমার নিজ বাটীর এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত-বংশে দুগ্ধ যোগান দিয়া শূন্যভার স্কন্ধে লইয়া এক গোপরাজ সানন্দে গান করিতে করিতে অনতিদূরস্থ রাজমার্গাবলম্বনে নিজগৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিল, সেই গোপেশ্বরকে মৃদুস্বরে এবং ক্রন্দন ধ্বনিতে বারম্বার আহ্বান করিতে করিতে তাহার শ্রুতি গোচর হইলে কৃপাবলোকনে আমাকে দৃষ্টি করিয়া সন্নিহিত হইলে মদীয় দুর্গতি দৃষ্টে এবং দুঃখকাহিনী শ্রুত হইয়া আদ্যন্ত বিবরণ অবগতে আমার দুঃখে শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইলেন,—আমিও সেই সময়ে গোপরাজের শরণাপন্না হইলাম, তিনিও মৎপ্রতি করুণাময় হইয়া তাঁহার উত্তরীয় বসন (লম্বা গামছা একখানি) নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রদানে বিবস্ত্রা দোষ ও জলমগ্না হইতে উদ্ধার করত কহিলেন, "এসো ! এসো ! আমাসহ ; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ক্ষতাদি হইতে উদ্ধারের চেষ্টা পাইব ইত্যাদি আশ্বাসিত বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সেই গোপরাজের অনুগামিনী হইলাম, এবং ক্রমে ক্রমে ধীরে, ধীরে ও অতিকষ্টে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলে গো-গৃহের (গোয়াল ঘরের) একপ্রান্তে থাকিবার স্থান লাভ করিলাম।

তৎপরে গোপরাজ সযত্নে রাখিয়া নিমপাতাসহ গরম জলে ক্ষত ধৌত করণান্তে শৃঙ্গি-মৎস্য (শিঙ্গি-মাচ) ভাজা তৈল, তেল পড়া, পোড়ায়ত, পুরাণ নেপের তুলা, শিশির ইত্যাদি মহৌষধ * দিতে দিতে তাঁহার কৃপায় বহুদিনে আরাম হইয়া

* পাঠক মহোদয়গণ ! এই উপলক্ষে ক্ষত ও পোড়া ঘা আরামের মহতী চিকিৎসার আভাস লিখিলাম, ইহা শিক্ষা ও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পূর্ব্ববৎ রূপযৌবন লাবণ্যাদি সম্পূর্ণ না হউক, তথাপি কথঞ্চিৎ লাভ হইল এবং ক্রমে ক্রমে গো-সেবা, গাভী দোহন ইত্যাদি কার্য্য করিতে করিতে গোপরাজ সহ রসভাষায় আপ্যায়িত আরম্ভ হইল, ক্রমে তিনি আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমাকে স্ত্রী হইতে অধিকতর ভালবাসায় মুগ্ধা করিলেন, এমন কি তাঁহার গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া যাহাতে যা ভাল হয়, তাহাই করি, দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, শর, নবনী, ঘৃত এবং ঘোল প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাজারে ও পল্লির গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া নিত্য নিত্য ঘোল বিক্রয় করি, অদ্য দুর্দৈব বশতঃ মেঘ বারি-বর্ষণ জন্য রাজপথ পিচ্ছিল প্রযুক্ত পঙ্কিল ও পিচ্ছিল পন্থাতে পদদ্বয় চঞ্চল ও অস্থায়ী হইয়া পতিত হইলাম; কিন্তু নিতম্বে এবং সর্ব্ব শরীরে আঘাত প্রাপ্তিসহ ধরাশায়িনী হওয়ায় তক্রকুম্ভদ্বয় ভগ্ন জন্য দুই কলস ঘোল নষ্ট—আমার পক্ষে বিলাপ যোগ্য কি? এই মনে করিয়া হাস্য করত প্রস্থান করিতেছি—এমন সময়ে আপনার মধুর সম্ভাষণে ও মধুরালাপে সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যের গূঢ় বিবরণ বিশেষরূপে ব্রাহ্মণের অনুরোধে প্রকাশ করিলাম—এক্ষণে অনুমতি করুন গৃহে যাই, গৃহে উপস্থিত হইয়া গোপ রাজকে কটিতে তৈল মর্দ্দন করিতে বলি— এই বলিয়া গোপগৃহিণী কবিবর ব্রাহ্মণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ প্রণিপাত পূর্ব্বকপ্রস্থান করিল। তৎপরে কবিবর প্রত্যাগত হইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশল ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের মহত্ব সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত "হত্বা নৃপমিত্যাদি" শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়া কিঞ্চিৎ ভাব প্রকাশ করিলাম— অধুনা সাধারণে ইহা পাঠ করিয়া নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলে হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইহাই শেষোক্তি ॥ ৪৯ ॥

লক্ষ্মীত্যাগ-লক্ষণানি।

লক্ষ্মীছাড়ার চিহ্ন।

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতি-নখ-লিখনং পাদয়োরল্পকূজং,
দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাং।
দ্বে সন্ধ্যে চাপনিদ্রা বিবসন-শয়নং গ্রাস-হাসাতিরেকঃ,
স্বাঙ্গে পীঠেচ বাদ্যং হরতি ধনপতে কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং ॥ ৫০ ॥

(স্রগ্‌ধরা – ছন্দঃ)

অস্যান্বয়ো যথা—নিত্যং প্রায়ঃ সততং তৃণানাং ছেদঃ, ক্ষিতিনখ-লিখনং ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং নখেন লিখনং অঙ্কঃ, পাদয়োশ্চরণয়োরল্প-কূজং অল্পশব্দঃ, দন্তানাং দশনানাং অল্পং যথা স্যাৎ তথা শৌচং শুদ্ধিঃ মার্জ্জনমিতি যাবৎ অর্থাৎ দন্তে মলিনতা, বসন-মলিনতা বসনে বস্ত্রে মলিনত্বং অর্থাৎ মলিন-বসন-পরিধানং, মূর্দ্ধজানাং কেশানাং রুক্ষতা, দ্বে সন্ধ্যে সন্ধ্যাদ্বয়োঃ অর্থাৎ প্রাতঃ সময়ে সায়াহ্নেচ চাপনিদ্রা প্রগাঢ় নিদ্রা, বিবসন-শয়নং উলঙ্গ ভাবেন শয়নং, গ্রাসহাসয়োঃ ভোজন-পিণ্ডস্য হাস্যস্যচ অতিরেকঃ অতিরিক্তত্বং স্বাঙ্গে স্বস্য অঙ্গে শরীরে পীঠে চ উপবেশন-সময়ে কাষ্ঠাসনে চ বাদ্যং এতৎ সর্ব্বং হে ধনপতে! কেশবস্যাপি লক্ষ্মীপতে র্হরেরপি লক্ষ্মীং কমলাং হরতি হরণং করোতি ॥৫০॥

ব্যাকরণাদিকং সুগমং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা।–সতত তৃণছেদন, পৃথিবীতলে নখাদি দ্বারা অঙ্কপাতন, গমনাগমনকালে পাদদ্বয়ে অল্প অল্প শব্দ হওয়া, দন্তশ্রেণী অপরিষ্কার থাকা, মলিন বসন পরিধান, কেশ কলাপ রুক্ষ, সন্ধ্যা এবং প্রাতে প্রগাঢ় নিদ্রা, উলঙ্গভাবে

শয়ন, ভোজনে এবং হাসচ্ছলে অতিরিক্ত হাসসহ মুখব্যাদন, স্বীয় অঙ্গে বা বক্ষঃস্থলে অথবা উপবেশন কালে কাষ্ঠ নির্ম্মিত পীঠে বাদ্যকরণ ইত্যাদি চিহ্নসকল ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের থাকিলেও কমলাদেবী নারায়ণকে বর্জ্জন করিয়া প্রস্থান করেন ; অন্যে পরে কা কথা ? ॥ ৫০ ॥

বিক্রীত-কন্যা-গর্ব্ভজাতপুত্রশ্চাণ্ডালো জায়তে।

ব্রাহ্মণ জাতীয় বিক্রীত কন্যার গর্ব্ভজাত পুত্র চণ্ডাল পদে গণ্য। -- তৎপ্রমাণং যথা-

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজঃ।
স তু চাণ্ডালো বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৫১ ॥

"অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ"

যদি বিক্রীতায়াঃ ব্রাহ্মণ-কন্যায়া গর্ব্ভাৎ পুত্রঃ সংজাতঃ স্যাৎ, তদা পশ্চাৎ সংস্কারেণাপি দ্বিজো নোচ্যতে ; স তু চাণ্ডাল নাম্না খ্যাতঃ এবং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫১ ॥

ব্যাকরণাদিকং সুগমং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা বিক্রীত ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ব্ভজাত পুত্রের বিধি পূর্ব্বক উপনয়নাদি সংস্কার হইলেও দ্বিজপদবাচ্যে গণ্য না হইয়া চণ্ডাল নামে অভিহিত হইবে। পণ দিয়া ব্রাহ্মণে বিবাহ করিলে কি পরিমাণে দুর্গতি ও দোষ, তাহা মহোদয়গণ বিচার করিলেই চরিতার্থ হইব ॥ ৫১ ॥

দেব-দেব্যোরভেদো—যথা—

দশমহাবিদ্যা দশাবতারো ভবতি—তৎ প্রমাণং ব্রবীমি যথা—শ্রীতোড়লতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিব সংবাদে দশমোল্লাসস্থ শেষভাগে কথিত মেতৎ।

অনুষ্টুপ্ ছন্দসা শিব উবাচ।

তারাদেবী মীন-রূপা, বগলা কূর্ম্ম মূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যা-,চ্ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যাৎ, মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা।
ত্রি-পুরা যামদগ্ন্যঃ স্যাৎ, বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্ বুদ্ধো, দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী, কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সমুদ্ভবা॥
ইতি তে কথিতং দেবি !, অবতারং দশমেব হি।
এতাসাং পূজনাদ্দেবি, মহাদেব—সমোভবেৎ॥
আসাং ধ্যানাদিকং সর্ব্বং, কথিতং মে পুরা তব ॥৫২॥

এতেষামন্বয়ো যথা—১—তারাদেবী তারাখ্যামহাবিদ্যা মীনরূপা মীনাবতার-রূপা অর্থাৎ তারৈব মৎস্য-রূপেণাবতীর্ণা। ২—তথা বগলা বগলাখ্যা মহাবিদ্যা কূর্ম্ম-মূর্ত্তিকা কচ্ছপ-রূপেণাবতীর্ণা। ৩—ধূমাবতী ধূমাবতীনাম্নী মহাবিদ্যা বরাহঃ স্যাৎ বরাহরূপেণা-বতীর্ণা। ৪—ছিন্নমস্তা চিন্নমস্তাখ্যা মহাবিদ্যা নৃসিংহরূপেণাবতীর্ণা। ৫—মাতঙ্গী মাতঙ্গীনাম্নী মহাবিদ্যা রামমূর্ত্তিকা রামরূপেণাবতীর্ণা। ৬—ত্রিপুরা ত্রিপুরাখ্যা মহাবিদ্যা যামদগ্ন্যঃ স্যাৎ, পরশুরাম-রূপেণা-বতীর্ণা ভবেৎ। ৭—ভৈরবী ভৈরবীনাম্নী মহাবিদ্যা বলভদ্রঃ স্যাৎ বলরাম-রূপেণাবতীর্ণা। ৮—মহালক্ষ্মী ষোড়শী বুদ্ধঃ স্যাৎ বুদ্ধরূপে-

ণাবতীর্ণা। ৯ দুর্গা দুর্গাখ্যামহাবিদ্যা কল্কিরূপিণী কল্কিরূপেণাবতীর্ণা। ১০—স্বয়ং ভগবতী কালী আদ্যাশক্তিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃসমুদ্ভবা কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণা। হে দেবি! ইতি দশমহাবিদায়া অবতারং দেব্যা রূপান্তরং তে তুভ্যং কথিতং উক্তং ময়েতিশেষঃ। এতাসাং তারাদীনাং মহাবিদ্যানাং পূজনাৎ অর্চ্চনাৎ মহাদেবসমো ভবেৎ অর্চ্চকো মহাদেব-তুল্যো ভবেৎ আসাং মহাবিদ্যানাং ধ্যানাদিকং ধ্যানাদিমন্ত্রপর্য্যন্তং সর্ব্বং সমস্তং মে ময়া তব সমীপে কথিতং পূর্ব্বমেবোক্তং * ॥ ৫২ ॥

ব্যাকরণং—তে কথিতমিতি ক্রিয়া যোগে চতুর্থী। তব ইতি সম্বন্ধ বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। মে ইতি কর্ত্তরি তৃতীয়ৈক-বচনে মে-আদেশ আর্ষঃ, অন্যৎ সুবোধম্ ॥ ৫২ ॥

১—তারাদেবী মহাবিদ্যা মীনরূপা অর্থাৎ মীনাবতার, ২—মহাবিদ্যা বগলাদেবী কূর্ম্মমূর্ত্তিকা অর্থাৎ কচ্ছপরূপে অবতীর্ণ, ৩—ধূমাবতী মহাবিদ্যা বরাহ অবতার, ৪—ছিন্নমস্তা মহাদেবী নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ, ৫—ভুবনেশ্বরী মহাদেবী বামনাবতার, ৬—মাতঙ্গী মহাবিদ্যা রামাবতার, ৭—ত্রি-পুরা মহাদেবী জামদগ্ন্য অর্থাৎ পরশুরামরূপ অবতার, ৮—ভৈরবী মহাবিদ্যা বলভদ্র অর্থাৎ বলরামরূপ অবতার, ৯—মহালক্ষ্মী ষোড়শী রূপিণী মহাবিদ্যা বুদ্ধাবতার, এবং ১০—দুর্গারূপিণী মহাবিদ্যা কল্কী অবতার হইয়াছিলেন। উক্ত মধ্যে পূর্ণাকালী স্বয়ং কৃষ্ণমূর্ত্তি হইয়াছেন; তৎপরে মহাদেব বলিতেছেন—হে মহাভাগে! দেবি! তব সমীপে দশ মহাবিদ্যা দশাবতার

* শ্রীমত্যাঃ কালিকায়াঃ তারাদি দুর্গাপর্য্যন্তোঽংশাবতারঃ, শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মীনাদি কল্কিপর্য্যন্তোঽংশাবতারঃ 'এতে চাংশকলাঃ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়মিতি বচনাৎ অতঃ কালিকায়াস্তারাদি-দুর্গাপর্য্যন্তোঽংশাবতারো মীনাদি রূপেণাবতীর্ণা, স্বয়ং পূর্ণা কালিকা তু পূর্ণকৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণা জায়তে—

প্রকৃত্যাঃ কালিকায়াঃ কৃষ্ণাবতারং বিনা তারাদি দুর্গাপর্য্যন্তো ঽংশাবতারা দশবিধশক্তয়ঃ মীনাদি কল্কিপর্য্যন্ত দশাবতারাঃ সংভবন্তি।

হইয়াছেন, তদ্বিষয় বর্ণনা করিলাম—এই দশ মহাবিদ্যার অর্চ্চনা করিলে মনুষ্যমাত্র মহাদেব সদৃশ যোগী হইয়া থাকেন। সেই দেবীগণের ধ্যানাদি মন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বে সম্যক্ আপনার নিকটে বিশেষরূপে বলিয়াছি।

এইরূপ তন্ত্রাদি প্রধানশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিলাম। ফলকথা দেবদেবীর অভেদ ; কেবল-গোঁড়ামি দ্বারা কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন, কেহবা কালীকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিতেছেন। এইরূপ করিয়া জগতে ঘৃণিত ও নারকি হইবার হেতু কি ? ॥ ৫২ ॥

কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবৈধ হরিনামে উন্মত্ত হইলে ভগবান রুষ্ট হইয়া থাকেন।

তৎ প্রমাণং যথা—

বেদাক্ষরাণি সন্ত্যজ্য, হরিরিত্যুচ্যতে যদি
শিতেনৈব কুঠারেণ, চ্ছিনত্তি মম মস্তকং ॥
ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্তাণাং, জাতীনাং হীনচেতসাং,
তেষামুদ্ধরণার্থায় মম নাম কলৌ স্মৃতং ॥ ৫৩ ॥
ইতি ব্যাসসংহিতায়াং চতুর্ব্বর্গচিন্তামণৌ চ।

অস্যান্বয়ো যথা—বেদাক্ষরাণি বেদোক্ত মন্ত্রাদীনি সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য পরিত্যজ্য যদি হরিরিতি কেবলং উচ্যতে কথ্যতে। তদা শিতেনৈব কুঠারেণ শাণিত পরশুনা মম মস্তকং ছিনত্তি ছেদনং করোতি ইত্যাদি প্রকারেণ শ্রীভগবানুবাচ ব্যাসসংহিতায়াং চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণৌ চ উক্তং ॥ ৫৩ ॥

ব্যাকরণং যথা—ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্তানাং ব্রাহ্মণ ভিন্নানাং হীন-চেতসাং জাতীনাং ঘৃণিত-বর্ণনাং সম্বন্ধে কেবলং মম নাম কলৌ স্মৃতং ইত্যপি শ্রীভগবানুবাচ উক্ত ব্যাস সংহিতায়াং চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণৌ চ ॥ ৫৩ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ব্যাস সংহিতা আর চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে—বেদোক্ত মন্ত্র ও নিত্য বৈধ-শিবপূজা ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র হরি হরি বলিয়া দিন যাপন করিলে শাণিত কুঠারে আমার মস্তক ছেদন করা হয়; তবে যাহারা অস্পর্শীয় ও ঘৃণিত জাতি, তাহাদের পাপক্ষয়ার্থ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীভগবন্নাম স্মরণমাত্রেই পাপধ্বংস হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহাদের শিবপূজা ইত্যাদিতে অধিকার আছে, তাঁহারা যদি তপঃ ও শিব-পূজা ইত্যাদি অধিকার ছাড়িয়া তিলক সেবাদি দ্বারা চিত্রে বাগ সাজিয়া শোভিত ও চিত্রিত ঝুলি লইয়া কেবল হরিনাম জপেন, তাহাতে তাহাদের নবকোৎপন্ন ভিন্ন স্বর্গলাভের কোন হেতু হয় না,—এই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৫৩ ॥

উষাযাত্রা বর্ণনা।

প্রভ্রষ্ট-দ্যুতি-তারকা স্ফুটতটী প্রাচী ভবেন্নির্ম্মলা,
কিঞ্চিদ্রক্তবিলোহিতাঙ্গধবলা দেবৈঃ সদা বাঞ্ছিতা।
ন বারং ন তিথিং ন যোগ-করণং বস্ত্রঞ্চ নাপেক্ষতে,
হিত্বা দোষসহস্র কণ্টক-দিনান্যুষা করোত্যুন্নতিং ॥৫৪॥

অস্যার্থো যথা—বক্ষ্যমাণ বিশেষণান্বিতা উষা দেবৈ র্দেব বর্গৈঃ সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে বাঞ্ছিতা প্রার্থিতা ইত্যন্বয়ঃ। সা উষা কিম্ভূতা "প্রভ্রষ্ট-দ্যুতিতারকা" প্রভ্রষ্টদ্যুতয়স্তারকা নক্ষত্রাণি যত্র উষায়াং (নিশাবসানে) ইতি ব্যাসবাক্যে, প্রভ্রষ্ট-দ্যুতিতারকা অর্থাৎ নক্ষত্র জ্যোতীরহিতা উষা ইতি জ্ঞেয়া। পুনঃ কিম্ভূতা, "স্ফুটতটী" স্ফুটা তটী যত্র উষায়াং ইতি ব্যাসবাক্যে, স্ফুট-তটী সপ্রকাশদিগ্ উষা ইত্যর্থঃ। "প্রাচীভবেন্নির্ম্মলা" অর্থাৎ যত্র উষায়াং নিশাবসানে, প্রাচী পূর্ব্বদিক্ নির্ম্মলা পরিষ্কৃতা ভবেৎ, সা উষা জ্ঞাতব্যা ইতি শেষঃ। পুনঃ-

কিম্ভূতা " কিঞ্চিদ্রক্ত-বিলোহিতাঙ্গ-ধবলা," কিঞ্চিদ্রক্তেন ঈষদ্রক্ত-বর্ণ-তয়া বিলোহিতাঙ্গং রক্তবর্ণাঙ্গং ধবলঞ্চ শুভ্রঞ্চ যত্র উষায়াং নিশাবসানে ইতি ব্যাসবাক্যে, কিঞ্চিদ্রক্ত-বিলোহিতাঙ্গ-ধবলা অর্থাৎ ঈষদ্রক্তেন সহ শুভ্রাঙ্গবিশিষ্টা উষা দেবৈঃ সদা বাঞ্ছিতা ॥ ৫৪ ॥

"ন বারং ন তিথিং ন যোগ-করণং বস্ত্রঞ্চ নাপেক্ষতে,"

তস্যাং দেববাঞ্ছিতায়াং উষায়াং বারং উত্তমবারং ন অপেক্ষতে, তিথিং উত্তমাং তিথিং ন অপেক্ষতে, যোগং বিষ্কুম্ভাদি-যোগং ন অপেক্ষতে, করণং উত্তম-করণং ন অপেক্ষতে, বস্ত্রঞ্চ নাপেক্ষতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-বিশেষান্বিত-দেববাঞ্ছিতায়াং উষায়াং প্রাপ্তায়াং সত্যাং তৎক্ষণাৎ গচ্ছেৎ যাত্রাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

"হিত্বাদোষসহস্র-কণ্টকদিনান্যুষা করোত্যুন্নতিং,"

সহস্রঞ্চ তৎ কণ্টকঞ্চেতি সহস্রকণ্টকং, দোষরূপং সহস্রকণ্টকং যত্র তানি দোষ-সহস্র-কণ্টকানি তানি চ তানি দিনানি চেতি দোষ-সহস্র কণ্টক দিনানি ; তানি হিত্বা ত্যক্ত্বা উষা উন্নতিং করোতীত্যর্থঃ॥৫৪॥

অস্য বঙ্গভাষা—নিশাবসানে যখন নক্ষত্র সকল জ্যোতির্বিহীন হইয়া ম্লানভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ফলতঃ যখন দিক সকল প্রকাশ পাইতেছে এবং যখন পূর্ব্বদিক নির্ম্মল হইয়া প্রভাতানুষ্ঠান হয় ; সেই সময়ের নাম উষা, এরূপ উষা কালকে সম্ভোগার্থে দেবগণ সতত বাঞ্ছিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

এই উষাকালে যাত্রা করিলে শুভ বার ও তিথি, অমৃত যোগ, সিদ্ধিযোগ বা উত্তম করণাদির প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার দেববাঞ্ছিত উষা কাল প্রাপ্ত হইলেই বস্ত্রাদি লইবার জন্যও অপেক্ষা করিবেন না ; তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিবেন।

যে দিন এইরূপ উষাকালে যাত্রা করা হইবে, সেই দিন যদি সহস্র দোষযুক্ত হয়, তত্রাপি উষার যাত্রা মঙ্গলদায়িনী হইবে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। পূর্ব্ব দিক ভিন্ন সকল দিকেই উষার যাত্রা মঙ্গলময়ী হইয়া থাকে॥ ৫৪ ॥

উষায়া লক্ষণানন্তরং জ্যোতিস্তত্ত্বে।

আরক্তসন্ধ্যং রজনীবিরামং,
বদন্ত্যুষা-যোগমিহ প্রবীণাঃ।
আহুঃ প্রযাতুং সকলার্থ-সিদ্ধিং,
সংলক্ষ্যতে হস্ততল-স্থিতেব ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থো যথা—ইহ যাত্রা বিষয়ে প্রবীণাঃ প্রাচীন-পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে, "আরক্ত-সন্ধ্যং," আরক্তা ঈষদ্রক্তা সন্ধ্যা দিবারজনী-মধ্যকালো যত্র ইতি ব্যাসবাক্যে আরক্তসন্ধ্যং ঈষদ্রক্ত-দিবারজনী-মধ্যকালঃ ;"রজনী বিরামং"রজন্যা বিরামোঽবসানং যত্র ইতি ব্যাসবাক্যে রজনী-বিরামঃ তং রজন্যবসানং এবম্ভূতং, তং কালং উষাযোগং বদন্তীত্যর্থঃ। সকলানাং সর্ব্বেষাং অর্থানাং অভিলাসত বস্তূনাং সিদ্ধিং লাভং প্রযাতুং প্রাপ্তুং আহুঃ কথয়ন্তি প্রবীণা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ হস্ততলে করতলে স্থিতা সকল কর্ম্মদায়িনী ইব উষা সংলক্ষ্যতে দৃশ্যতে জনৈরিতি শেষঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা—রজনীর অবসান সময়ে যখন ঈষৎ রক্তবর্ণে শোভিত হইয়া উষা (রজনী ও প্রাত র্দিবার মধ্য সময়) উদ্ভাষিত হয় ;—সেই উষাকালকে প্রাচীনগণ যাত্রা বিষয়ে ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। এই উষাকালে যাত্রা করিলে সকলার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে, উষা-যাত্রা-কারী মানবের পক্ষে সকল কর্ম্ম-ই করতলস্থ প্রায় হয়। উষা সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য এই যে, উষার যাত্রা সর্ব্বোত্তমা ; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই, কিন্তু তন্মধ্যে রবিবারের শেষ, সোমবারের পূর্ব্বকাল সম্বন্ধীয় উষা, আর বৃহস্পতিবারের শেষ, শুক্রবারের পূর্ব্বকাল সম্বন্ধীয় উষা, এই দুই উষা সর্ব্বোৎকৃষ্টা। ইহা ব্যবহারিক ব্যবস্থা ; এবং পরীক্ষাতেও সর্ব্বোত্তম উষা বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

গোধূলিযাত্রা-বর্ণনা।

সন্ধ্যাতপারুণিত-পশ্চিমদিগ্-বিভাগে,
ব্যোম্নি স্ফুরদ্-বিরল তারকসন্নিবেশে।
রুদ্ধে গবাং খুরপুটোদ্গলিতৈরজোভি-
র্গোধূলিরেষ কথিতো ভৃগুজেন যোগঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থো যথা—যদা,—সন্ধ্যায়াং দিবা-রজনী মধ্যভাগে, আতপেন সূর্য্যকিরণেন অরুণিতঃ পশ্চিমাদিগ্বিভাগো যত্র ইতি ব্যাসবাক্যে সন্ধ্যাতপারুণিত-পশ্চিম-বিভাগঃ, তস্মিন ব্যোম্নি আকাশে, এবং স্ফুরন্ত্যো বিরলাশ্চ তারকা যত্র স সন্নিবেশো যত্র ব্যোম্নি; এবং তৎ তস্মিন্ ব্যোম্নি; এবং যদা,—গবাং খুরপুটেন খুরসমূহেন উদ্গলিত রজোভি ধূলিভীরুদ্ধে আচ্ছাদিতে ব্যোম্নি সতি, স এষ কালঃ ভৃগুজেন গোধূলিযোগঃ কথিতঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—সন্ধ্যা সময়ে ঈষৎ সূর্য্যকিরণে পশ্চিম-দিগ্বিভাগ অরুণ-বর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডলকে যখন শোভিত করিতেছে, এবং যে সময়ে স্ফূর্ত্তিময়ী বিরল-তারক-শ্রেণী শূন্যমার্গে প্রকাশিত হয়; আর যে সায়ংকালে প্রত্যাগত গো-সমূহের খুর-বিগলিত ধূলি দ্বারা আকাশ-মার্গ আবৃত হইতেছে; সেইরূপ সন্ধ্যাকালের নাম ভৃগুজ ইত্যাদি পণ্ডিত-গণ শাস্ত্রে গো-ধূলি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গো-ধূলিতে যাত্রাদি শুভকার্য্য করিলে মঙ্গলময় হয়, এই জন্য গো-ধূলি লগ্নের ও ঊষা যাত্রার বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে, গো-ধূলি ও ঊষাকালে যাত্রা করিলে সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হয় ॥ ৫৬ ॥

দিগ্বিশেষে উষার ফলাফল।

উষা করোতি কল্যাণং,

যদি পূর্ব্বং ন গচ্ছতি ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থো যথা—উষা কল্যাণং করোতি, যদ্যপি পূর্ব্বং পূর্ব্বদেশং ন গচ্ছতীতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যাত্রা বিষয়ে উষার যাত্রা অতি উত্তম, কিন্তু পূর্ব্বদিক গমনে অশুভ হয়; অতএব উষাকালে সকল দিকেই যাত্রা হইবে, কেবল পূর্ব্বদিকে যাত্রা হইবে না ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বাসী পাত্র-নির্ণয়ঃ।

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে, বিশ্বস্তে নাতি বিশ্বসেৎ।

বিশ্বাসাদ্-ভয়মুৎপন্নং, মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥ ৫৮ ॥

ইতি চাণক্য-ধৃতবচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—অবিশ্বস্তে অবিশ্বাসি-জনে ন বিশ্বসেৎ বিশ্বাসং ন কুর্য্যাৎ; বিশ্বস্তে জনে বিশ্বাসি-মানবেঽপি ন অতি বিশ্বসেৎ অতি অতিশয়ং যথা স্যাৎ তথা ন বিশ্বসেৎ অর্থাৎ অতি অতিশয়ং বিশ্বাসং ন কুর্য্যাৎ ইত্যন্বয়ঃ; বিশ্বাসাৎ প্রত্যয়াৎ ভয়ং আতঙ্কং উৎপন্নং সৎ সর্ব্বাণি মূলানি বিশ্বাস কারণানি নিকৃন্ততি ছিন্নত্তি ॥ ৫৮ ॥

ব্যাকরণং যথা—নিকৃন্ততীতি কৃতীশপ ছেদে ইত্যস্য দীর্ঘে-কারানুবন্ধত্বাৎ ক্ত-ক্তবতো ন্ত-স্থানে নেম্ ভবতি ? শস্তুদাদিঃ; প-কারানুবন্ধত্বাৎ মুচাদিঃ। অস্মাৎ কৃৎধাতোরুত্তরে ক্যা স্তিপিকৃতে নিকৃন্ততীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—অবিশ্বাসি ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাসি-ব্যক্তিকেও

অতিবিশ্বাস করিবে না, যে হেতু এই উভয় প্রকার ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিয়া কোন গুপ্ত কথা বলিলে কিম্বা কোন গুপ্ত কার্য্য করিলে উহারা যদি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া একটি আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসের কারণ সমূলে ছেদন করিয়া থাকে, অতএব মহোদয়গণ। কেহ অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীকে গুপ্ত বিষয় বলিবেন না, উহাদের নিকটে গুপ্ত-বিষয় প্রকাশ করিলে সতত বিপদ উপস্থিত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য জানিবেন॥ ৫৮॥

প্রত্যুত্তর-প্রদানে নিরস্ত স্থানং।

উত্তরদানে নিরস্ত থাকিবার স্থান নির্ণয়।

উত্তরে নোত্তরং কুর্য্যাৎ, গুরুষু লঘুষু বহুষু।
রাজ্ঞি ভর্ত্তরি চৌরেষু, তথা শত্রুজনেষু চ॥ ৫৯॥

ইতি পঞ্চতন্ত্রধৃত বচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—গুরুষু গুরুজন-সমীপেষু, লঘুষু নীচকুলোদ্ভব-জন-সমীপেষু, বহুষু একমতাবলম্বি-জনগণ [সমী]পেষু, রাজ্ঞি দণ্ডবিধান কর্ত্তৃষু, ভর্ত্তরি প্রভু সমীপে, চৌরেষু তস্কর [স]মীপেষু তথা শত্রুজনেষুচ বহুসংখ্যক-শত্রুগণ-সমীপেষু—এষু সপ্তসু [স্থা]নেষু উত্তর-বিষয়ে উত্তরং ন কুর্য্যাৎ ইতি ভাবঃ॥ ৫৯॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—গুরুজন সহ, অতি নীচ [কুলোদ্ভব সহিত, এক-মতাবলম্বি-বহুসংখ্যক জনগণ সহিত তর্ক ও বিতর্ক ([বাদা]নুবাদ) করিবে না রাজ-মন্দিরেরা প্রভু-সন্নিধানে অর্থাৎ পালক সমীপে, [তস্কর]গণ সাক্ষাতে আর বহুসংখ্যক শত্রুগণ নিকটেও বাদানুবাদ (তর্ক ও বিতর্ক) [করি]বে না। যদি করেন, তাহা হইলে অমর্য্যাদা প্রাপ্তি হইবার বিশেষ সম্ভব, [এ]ই জন্য শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন॥ ৫৯॥

সত্যবাক্য-প্রয়োগ-ব্যবস্থা।

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ, ইতি বেদবিদাং মতং ॥ ৬০ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—সত্যং ব্রুয়াৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্যবাক্যং কথয়েৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ অর্থাৎ সর্ব্বেষাং প্রিয়ং বাক্যং ব্রুয়াৎ কথয়েৎ। ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং অর্থাৎ অপ্রিয়ং বাক্যং যদি সত্যং স্যাৎ, তথাপি ন ব্রুয়াৎ ন কথয়েৎ। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ অর্থাৎ প্রিয়ং অনৃতং, মিথ্যা বচনং কদাপি ন ব্রুয়াৎ ন প্রযোজয়েৎ, ইতি বেদবিদাং বেদজ্ঞ-পণ্ডিতানাং মতং ব্যবস্থাং বিজানীয়াৎ ইত্যন্বয়শেষঃ ইতি মনোরুক্তিঃ ॥ ৬০ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবে, এবং সকলকে প্রিয় বাক্য কহিয়া সন্তুষ্ট করিবে, অপ্রিয় সত্য কথা হইলেও বলিবে না; প্রিয় কিন্তু মিথ্যা এমন বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, ইহা বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা জানিবেন ॥ ৬০॥

অচ্ছিন্ন-প্রেমস্থলে অবৈধকার্য্যং যথা—

বিপুল প্রীতিস্থলে নিষেধক কার্য্য যথা—

যদি স্যাৎ বিপুলা প্রীতি, স্ত্রীণি তত্র ন কারয়েৎ।
দূতমর্থ-প্রয়োগশ্চ, পরোক্ষে দারদর্শনং ॥ ৬১ ॥

ইতি হিতোপদেশ ধৃতবচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—যদি বিপুলা প্রীতিঃ স্যাৎ অর্থাৎ যত্র স্থলে প্রগাঢ় প্রণয়ঃ স্যাৎ, তত্র স্থলে দূত প্রয়োগঃ, অর্থ প্রয়োগঃ, পরোক্ষে অপ্রত্যক্ষে দারদর্শনঞ্চ স্ত্রীদর্শনং অর্থাৎ বন্ধোঃ পত্ন্যা সহ কথোপ-কথনঞ্চ, এতানি ত্রীণি কার্য্যাণি ন কারয়েৎ ন কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যদি কোন স্থানে বিপুল প্রণয় থাকে, তাহা হইলে সেই স্থলে কার্য্য বশতঃ গমনাগমনের প্রয়োজন হইলে ভৃত্যাদি প্রেরণ করিবে না, আত্মীয়স্থলে অর্থ প্রয়োগ করিবে না, অর্থাৎ অর্থের আদান ও প্রদানের কার্য্য করিবে না, অসাক্ষাতে অর্থাৎ বন্ধুর অজ্ঞাতে তাঁহার স্ত্রী-সহ কথোপকথন করিবে না। প্রণয়স্থলে, এই তিনটী কার্য্য করিতে নাই, যদি করেন, তাহা হইলে শীঘ্র প্রণয়ভঙ্গ হইয়া অতি বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হইয়া বিপরীত ফলোৎপন্ন হয়॥ ৬১॥

ভীষণ ক্ষুধায় প্রাণান্ত-সময়ে খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া যথা-তথা অখাদ্য প্রাপ্ত হইলেও ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিবে; যেহেতু প্রাণ থাকিলে ঐ সকল পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিপুল পুণ্য সঞ্চয় হইবার আশা থাকিবে। তৎপ্রমাণাদি মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্ব্বে ১৪১ অধ্যায়ের শ্লোকাদি যথা—

ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধ্যে, তদা দৈব-বিধিক্রমাৎ।
অনাবৃষ্টিরভূৎ ঘোরা, লোকে দ্বাদশ-বার্ষিকী॥ ৬২॥

অস্যান্বয়ো যথা—ত্রেতাদ্বাপর-যুগয়োঃ সন্ধিকালে দৈববলাৎ লোকে জগতি ঘোরা দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টিরভূৎ॥ ৬২॥

অস্য বঙ্গভাষা—ত্রেতা দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে বিধিবশাৎ ঘোরা দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল॥ ৬২॥

তস্মিন্ প্রতিভয়ে কালে, ক্ষতে ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির।
বভ্রমুঃ ক্ষুধিতা মর্ত্ত্যাঃ, খাদমানাঃ পরস্পরং॥ ৬৩॥

অস্যান্বয়ো যথা—হে যুধিষ্ঠির! তস্মিন্ প্রতিভয়ে (ভয়ঙ্কর সময়ে) কালে ধর্ম্মে ক্ষতে (নষ্টে) সতি ক্ষুধিতা মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) পরস্পরং অন্যোঽন্যং খাদমানাঃ ভক্ষয়ন্তঃ বভ্রমুঃ॥ ৬৩॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভীষ্ম বলিতেছেন

যে—সেই ভয়ঙ্কর কালে মানবগণ পরস্পর পরস্পরের খাদক হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ৬৩ ॥

তদা—বিশ্বামিত্রোঽথ ভগবান্, মহর্ষিরনিকেতনঃ।
ক্ষুধাপরিগতো ধীমান্, সমন্তাৎ পর্য্যধাবত ॥ ৬৪ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—অথ মহর্ষি র্ভগবান বিশ্বামিত্রোঽনিকেতনো গৃহহীনঃ সন্ ক্ষুধাপরিগতঃ (ক্ষুধয়া কাতরঃ) সমন্তাৎ (ইতস্ততঃ) পর্য্যধাবত ॥ ৬৪ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা - তদনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ব্যাকুল ও গৃহচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

অস্মিন্নেব সময়ে—
এমন সময়ে—

স দদর্শ শ্ব-মাংসস্য, কু-তন্ত্রীং বিততাং মুনিঃ।
চাণ্ডালস্য গৃহে রাজন্, সদ্যঃ শস্ত্রহতস্য বৈ ॥ ৬৫ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! স বিশ্বামিত্রো মুনিঃ চাণ্ডালস্য গৃহে সদ্যঃ শস্ত্রহতস্য শ্ব-মাংসস্য (কুক্কুর-মাংসস্য) কু-তন্ত্রীং (রজ্জুং শিরাসমূহং বা) বিততাং প্রসারিতাং দদর্শ দৃষ্টবান্ ॥ ৬৫ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া পিতামহ ভীষ্ম কহিতেছেন যে, তদনন্তর সেই বিশ্বামিত্র "চাণ্ডালগৃহে সদ্যঃ শস্ত্রহত-কুক্কুর-মাংসগত শিরা সকলকে রজ্জু করণার্থে (তাঁইৎ করণার্থে) সুক্ষ্মভাবে চিরিয়া শুষ্কার্থে বিস্তৃত করিয়া প্রাঙ্গণে প্রদান করিয়াছেন"—ইহা দৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

তদন্তে—তাহার পরে—

স চিন্তয়ামাস তদা, স্তেয়ং কার্য্যমিতো ময়া।
ন হীদানী মুপায়ো মে, বিদ্যতে প্রাণধারণে॥ ৬৬॥

অস্যান্বয়ো যথা—সঃ (বিশ্বামিত্রঃ) তদা চিন্তয়ামাস, ইতঃ (চণ্ডালগৃহাৎ) ময়া স্তেয়ং (চৌর্য্যং) কার্য্যং কর্ত্তব্যং; নতুবা মে প্রাণধারণে ইদানীং উপায়ো ন বিদ্যতে॥ ৬৬॥

অস্য বঙ্গভাষা—সেই সময়ে বিশ্বামিত্র চিন্তা করিতেছেন—এই চণ্ডাল গৃহ হইতে এই মাংস চুরি না করিলে প্রাণধারণের কোন উপায় নাই॥ ৬৬॥

ততো নিদ্রিতশ্চাণ্ডালোঽপি জজাগার।

তাহার পর নিদ্রিত চণ্ডালও জাগিয়াছিল।

বিশ্বামিত্রস্তু মাতঙ্গ, মুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।
ক্ষুধিতোঽহং গতপ্রাণো, হরিষ্যামি শ্ব-জাঘনীং॥ ৬৭॥

অস্যান্বয়ো যথা—বিশ্বামিত্রো মাতঙ্গং (মাতঙ্গনামানং চাণ্ডালং) পরিসান্ত্বয়ন্ সান্ত্বনাং কুর্ব্বন্ সন্ উবাচ—"অহং ক্ষুধিতো গতপ্রাণঃ সন্, শ্ব-জাঘনীং (কুক্কুরস্য জঙ্ঘাং) তব গৃহে হরিষ্যামি॥ ৬৭॥

অস্য বঙ্গভাষা—তদনন্তর বিশ্বামিত্র মাতঙ্গনামধেয় চাণ্ডালকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতেছেন, যে—আমি অতি ক্ষুধিত, তজ্জন্য গতপ্রাণ হইতেছি, এই জন্য জীবন-রক্ষার্থে আপনার গৃহাগত হইয়া কুক্কুর জঙ্ঘা হরণ করিব॥ ৬৭॥

ততো বিশ্বামিত্রশ্চণ্ডালমুবাচ।

তাহার পর বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে বলিতেছেন।

যথা যথৈব জীবেদ্ধি, তৎকর্ত্তব্য মহেলয়া।
জীবিতং মরণাচ্ছেয়ো. জীবন্ ধর্ম্ম মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥

অন্যান্বয়ো যথা—যথা-যথা (যেন যেন উপায়েন) নরো জীবেৎ তৎ সর্ব্বং অবহেলয়া (হেলাং বর্জ্জয়িত্বা) কর্ত্তব্যং। জীবিতং জীবন-ধারণং কুর্ব্বন্ সন্ মরণাৎ শ্রেয়ঃ উত্তমং। জীবন্ (জীবন-ধারণং) ধর্ম্মং বহুপুণ্যং অবাপ্নুয়াৎ (লভেত) ॥ ৬৮ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে বলিতেছেন—যে যে উপায়ে লোক জীবিত থাকিতে পারেন, সেই সেই কার্য্য অবহেলায় কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিতে পারেন; যেহেতু মরণাপেক্ষা জীবন ধারণ শ্রেয়স্কর, জীবিত থাকিলে বহুল ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবার সম্ভাবনা ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য যথা—ইত্যাদি বিচারমার্গে বিশ্বামিত্র মাতঙ্গ-ব্যাধকে পরাস্ত করিয়া উক্ত চাণ্ডাল গৃহ হইতে কুক্কুর জঙ্ঘা ভোজন করিয়া জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন, অতএব ইত্যাদি উদাহরণ বিদ্যমান থাকা জন্য—যথা তথায় খাদ্যাখাদ্য-বিচার-শূন্য হইয়া যে উপায়ে জীবন থাকিতে পারে, সেই সেই উপায়াদি অবলম্বন করিতে পারা যায় ॥ ৬৮ ॥

অতি মহান্ হইলেও দশচক্র উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে, তাহার উদাহরণ যথা—অর্জ্জুন হইতে কর্ণবীর অতি প্রধান, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কর্ণের বিনাশ না হইলেও কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের জয় সম্ভব নাই; সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনাদি ছয়জনকে মিলিত করিয়া মহাবীর কর্ণকে নিপাত করিয়াছেন।

তৎপ্রমাণং যথা—মহাভারতে—

ত্বয়া ময়া চ কুন্ত্যা চ, পৃথিব্যা বাসবে নচ।
জামদগ্নেন রামেণ, ষড়্‌ভিঃ কর্ণো নিপাতিতঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ধৃতবচনং। কস্মিন্নেব সময়ে বীরদর্পে দর্পিতার্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনোক্তমিদং।

অন্বয়ো যথা—হে সখে! অর্জ্জুন! ত্বয়া অর্জ্জুনেন, ময়া কৃষ্ণেন, কুন্ত্যা চ কর্ণপ্রসূতি-কুন্ত্যা চ, পৃথিব্যা ধরিত্র্যা চ, বাসবেন চ ইন্দ্রেণ চ, জামদগ্নেন রামেণ পরশুরামেণ—এভিঃ ষড়্‌ভিঃ কর্ণো নিপাতিতঃ। একস্ত্বং ন শক্তঃ ইতি জানীহি ॥ ৬৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে একদা মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণকে স্বয়ং যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রকাশ করায়, হাস্যপূর্ণ বদনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,—"ষড়্‌ভিঃ কর্ণো নিপাতিতঃ" আমরা ছয় জনে মিলিত হইয়া মহাবীর কর্ণকে বিনাশ করিয়াছি, ইহাই সত্য; তুমি নামমাত্র যুদ্ধ করিয়াছ, আমি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে আপনার কপিধ্বজ রথস্থ না থাকিলে কর্ণের বায়বীয় মহাস্ত্রে যুদ্ধস্থান হইতে উড্ডীয়মান হইয়া কোথায় পতিত হইতে, তাহা নিরূপণ হয় না। কর্ণের মাতা কুন্তীদেবী "কর্ণ আপনাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কথাটী যদি গোপন না করিতেন, তাহা হইলে আপনি কি মহাবীর কর্ণকে বিনাশ করিতে সম্মত হইতেন? মহাযুদ্ধকালে পৃথিবী যদি মহাবীর কর্ণের রথচক্র গ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে কি আপনি মহাবীর কর্ণকে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন? এই যুদ্ধের বহুকাল পূর্ব্বে আপনার পিতা দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশি-ব্রাহ্মণরূপে দাতাকর্ণ মহাবীরের আলয়ে অতিথি হইয়া আপনাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত সূর্য্য-প্রদত্ত অভেদ্য কর্ণের কবচ যদি ভিক্ষা লইয়া ভোজন না করিতেন, তাহা হইলে কি আপনি মহাবীর কর্ণকে নিপাত করিতে পারেন? কর্ণের শিক্ষাগুরু জামদগ্ন্য পরশুরাম মহাবীর কর্ণকে,—মহাসমরে মহাস্ত্র-সকল স্মরণ হইবে না—এই বলিয়া যদি অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে আপনি কি. কর্ণকে জয় করিতে পারেন?

একজন অতি শ্রেষ্ঠ হইয়া গর্ব্বিত হইলে তাহাকে দশচক্রে বা ষড়্‌যন্ত্রে বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব কেহ শ্রেষ্ঠ হইয়া গর্ব্বিত হইবেন না, এই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৬৯ ॥

"নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ" ॥ ৭০ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—অহংকার হইতে আর প্রবল রিপু নাই, এই কথা ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন। ৭০।

তিনি গর্ব্বিত ব্যক্তিকে দেখিতে পারেন না, এইজন্য প্রিয় মহিষী সত্যভামা ও গরুড় ইত্যাদির দর্প স্বয়ং নষ্ট বা চূর্ণ করিয়া হতমানিনী ও হতমানী করিয়াছেন। এই জন্যই শাস্ত্রে বলেন—

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ, সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং ॥ ৭১ ॥

অস্য মর্ম্মার্থেন সহ বঙ্গভাষা যথা—লঙ্কাধিপতি রাবণ অতি দর্পে দর্পিত হইয়াছিলেন বলিয়া হত (বিনষ্ট) হইয়াছেন, কুরু-কুলোদ্ভব-দুর্য্যোধন অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন বলিয়া সগর্ব্বে হত হইয়াছেন, মহারাজ বলি অতি দানশীল হইয়াছিলেন বলিয়া ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব কেহই ইহলোকে অতিশয় কোন কার্য্য করিবেন না, এই ইহার তাৎপর্য্য। ৭১।

সুহৃৎ বা বন্ধুনির্ব্বাচন যথা—

উৎসবে ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ, য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি চাণক্যেন ধৃতবচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—উৎসবে আনন্দ-বিষয়ে, ব্যসনে বিপৎ-সময়ে, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাব-সময়ে, শত্রুবিগ্রহে শত্রুণা সহ যুদ্ধ-সময়ে,

রাজদ্বারে রাজদ্বারোপস্থিতবিরোধে, শ্মশানে চ প্রেতভূমৌ চ এতেষু ষট্স্থানেষু যো জন স্তিষ্ঠতি, স এব বান্ধবঃ আত্মীয়ঃ বা সুহৃদ্ ভবতি ॥৭২॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—আনন্দ সময়ে, বিপৎকালে, অন্নাভাব সময়ে, শত্রুসহ-বিরোধস্থলে, রাজদ্বারোপস্থিত-বিরোধ-সময়ে, শ্মশানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণার্থে যাঁহারা সাহায্য করেন, তাঁহারাই যথার্থ বন্ধু, ইত্যাদি জানিয়া কার্য্য করিবেন ॥৭২॥

প্রশ্নোত্তরং যথা— কে খলু নয়ন-বিহীনাঃ ? ইতি প্রশ্নে—
উত্তরং—পরলোকং যে ন পশ্যন্তি ॥ ৭৩ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—ইহ জগতি খলু নিশ্চিতং কে জনা নয়নবিহীনাঃ সন্তি অর্থাৎ কে জনাঃ চক্ষু-হীনা ভবন্তি ? উত্তরং যথা—পরলোকং মরণান্ত-সময়ং যে মূঢ়াঃ ন পশ্যন্তি, ত এব মূঢ়া মূর্খাশ্চক্ষূরহিতাঃ সন্তি ॥৭৩॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—এই ধরাধামে অন্ধ কে ? উত্তর—যিনি পরলোকের বিষয়-চিন্তা করেন না, তিনিই, এই ভূ-মণ্ডলে অন্ধ হইতেছেন ॥ ৭৩ ॥

অপরস্তু প্রশ্নো যথা—বদ বদ বধীরতমাঃ কে ?
উত্তরং যথা—হিতবাক্যং যে ন শৃণ্বন্তি ॥ ৭৪ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—ইহ জগতি বধীরতমাঃ কে ? (কর্ণ-বিহীনাঃ কে জনাঃ ?) ইতি প্রশ্নে—উত্তরং—যথা—যে নরা হিতবাক্যং উপদেশগর্ভ সূচক-বাক্যং ন-শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

প্রশ্ন—এই জগন্মণ্ডলে শ্রেষ্ঠ বধির (কালা) কে ? উত্তর—হিতবাক্য যিনি শ্রবণ করেন না, তিনি-ই প্রধান বধির (কালা) জানিবেন ॥ ৭৪ ॥

প্রশ্নো যথা—কস্মৈ কমলা স্পৃহয়তি ?
উত্তরং যথা—অতি বিরলস-চিন্তায় ॥ ৭৫ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—কস্মৈ মানবায় কমলা লক্ষ্মীঃ স্পৃহয়তি বাঞ্ছতি ?

ইতি প্রশ্নে—উত্তরং যথা—অতি-বিরলস-চিত্তায় সরল-চিত্তায়-মানবেন্দ্রায় কমলা স্পৃহয়তি বাঞ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

প্রশ্ন—কমলা (লক্ষ্মী) কাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না থাকেন ?

উত্তর—যাঁহারা সরল-চিত্ত মানব, তাঁহাদের প্রতি মহালক্ষ্মী (কমলা) সুপ্রসন্না থাকেন ॥ ৭৫ ॥

সংসারাশ্রমে ধন, শরীর ধারণে নয়ন, জন্ম হইলে তত্ত্বজ্ঞান, প্রাণধারণ করিতে হইলে ভগবৎ প্রেম, অত্যাবশ্যক বলিয়া তাহার প্রমাণাদি বর্ণিত হইতেছে—

প্রমাণং যথা—

বিনা ধনেন সংসারো, নয়নেন বিনা বপুঃ।
ধিয়া বিনা বৃথা জন্ম, বিনা কৃষ্ণেন জীবনং ॥ ৭৬ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—ধনেন বিনা অর্থ-ব্যতিরেকেন, সংসারো গৃহাশ্রমো বৃথা, নয়নেন বিনা চক্ষুষা ব্যতিরেকেন বপুঃ শরীরং বৃথা, ধিয়া বিনা তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতিরেকেন বৃথা জন্ম উৎপত্তিঃ, বিনা কৃষ্ণেন জীবনং অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেম বিনা জীবনং প্রাণধারণং বৃথা ॥ ৭৬ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ধন ব্যতিরেকে সংসারাশ্রমে বাস করা তিরস্কার বা লাঞ্ছনা বিশেষ, অন্ধ হইয়া জগতে জীবন ধারণে বহুল যন্ত্রণা ভোগ হয় বলিয়া জীবন বৃথা, জ্ঞান ব্যতিরেকে জন্ম নিষ্ফল জানিবে, শ্রীমদ্‌ভগবচ্চিন্তা ও জ্ঞানলাভ না হইলে প্রাণধারণ বিফল অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

বামাচারীর অত্যাচার।

ধনলুব্ধ মাতা এবং পিতা ইহাঁরা উভয়ে মিলিত হইয়া বামাচারী * রাজাকে বালক পুত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন, বলিদানের পূর্ব্বে সেই বালকের করুণোক্তি।

* কালীভক্ত হইয়া নরবলি প্রদানকারীকে বামাচারী বলে।

যথা—পিতরৌ ধনলুব্ধৌ চ; রাজা খড়্গ-ধরস্তথা।
দেবতা বলি মিচ্ছন্তি, কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥

ইতি পুরাণোক্ত শ্লোকঃ।

অস্যান্বয়ো ব্যাকরণঞ্চ যথা—মাতা চ পিতা চ তৌ মাতা পিতরৌ ইতি বাক্যে একশেষ-সমাসে মাতা শব্দস্য লোপে কৃতে পিতরৌ ইতি সিদ্ধং; অন্যৎ সুগমং। পিতরৌ অর্থাৎ মাতাপিতরৌ এতৌ উভৌ ধনলুব্ধৌ ধনাকাঙ্ক্ষিণৌ সন্তৌ বিক্রীতবন্তৌ; তথা রাজা খড়্গ-ধরঃ স্যাৎ, অর্থাৎ দেবী সমীপে নরবলি-প্রদানার্থং রাজা খড়্গ-ধারী সন্ বিদ্যমানো ভবতি। এতস্মিন্ সময়ে দেবতাং স্মরামি তাঃ দেবতাঃ (কালী-দেবতাদয়ঃ) বলি মিচ্ছন্তি অর্থাৎ বলিং গ্রহীতুং (দেব্যাদয়ঃ) লোল-রসনাঃ সত্যঃ দেদীপ্যমানাঃ ভবন্তি; অতএব অস্মিন্নেব সময়ে মে মম ত্রাতা ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ মম জীবনরক্ষা-কর্ত্তা কো ভবিষ্যতি অর্থাৎ কোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—অল্প দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-দেব জন্মিবার পূর্ব্বে আনুমানিক ৪০০ শত ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে (বামাচারিগণ চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কিম্বা ধনব্যয়ে বালক ও মনুষ্যগণকে ক্রয় বা নানাবিধ প্রলোভনে নির্জ্জন স্থানে বা অরণ্য মধ্যে লইয়া শ্রীশ্রী৺ কালীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পূজান্তে মহামায়া সমীপে সিদ্ধ পুরুষ হইবার মানসে উহাকে নরবলি প্রদান করিতেন ॥ ৭৭ ॥

লেখকের উক্তি যথা—এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম সপ্ততি (৭০) বর্ষ প্রায় হইয়াছে; আমাদের পিতা ও মাতা প্রভৃতি বাল্যাবস্থায় ছেলেধরার ভয় দেখাইয়া কুত্রাপি যাইতে দিতেন না, এবং নজরে নজরে অর্থাৎ চক্ষুর্দৃষ্টির মধ্যে রক্ষা করিয়া প্রতিপালন করিতেন, এবং গ্রামবাসী সকলেই এইরূপে সন্তান-গণকে লালন ও পালন করিতেন। ক্রমে আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জানিলাম যে, বামাচারি-গণ ভিক্ষা ও ব্যবসাচ্ছলে বালকহরণ জন্য গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতেন—এই

ইতিহাস প্রবীণ লোক মাত্র-ই অবগত আছেন, আধুনিক নব্যগণকে বামাচারীর বিষয় জানাইবার জন্য মুদ্রিত করিলাম ॥ ৭৭ ॥

ইহাও শুনিয়াছি যে—কোন কোন দীন দরিদ্র মনুষ্যগণ—ধনলালসায় আপন আপন বালক বিক্রয়ও করিতেন, আর কেহ কেহ ধনী লোক টাকায় যক্ষ করিবার জন্য মনুষ্য ক্রয় করিয়া টাকার রক্ষক জন্য বিপুল ধন সহ (মোহর ও টাকা) ঐ ক্রীত বালক বা মনুষ্যকে অতি গভীর মৃত্তিকা মধ্যে বা নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাতে পুঁতিয়া ফেলিতেন। ইহাকেই যক্ (যক্ষ) দেওয়া বলে ॥৭৭॥

সাধু (সজ্জন) নষ্ট করিলে রক্ষাকর্ত্তা কেহ-ই নাই।

অসাধু যদি হন্তা স্যাৎ, সাধুঃ সাধুরিতিধ্বনিং।
সাধুরেব যদা হন্যাৎ, কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—অসাধুরসজ্জনঃ অর্থাৎ দস্যুঃ, তস্করঃ অধার্ম্মিকো বা যদি হন্তা হনন কর্ত্তা স্যাৎ ; তদা সাধুঃ সাধুরিতিধ্বনিং করোতি অর্থাৎ তস্মিন্নেব সময়ে বিপন্নো জনঃ সাধুঃ সাধুরিতি ধ্বনিং করোতীত্যর্থঃ। সাধুরেব সজ্জন এব যদা যস্মিন্নেব সময়ে হন্যাৎ হননং কুর্য্যাৎ, তদা তৎকালে কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি অর্থাৎ মে মম ত্রাতা ত্রাণকর্ত্তা কো জনো ভবিষ্যতি ইত্যন্বয় শেষঃ ॥ ৭৮ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যে কালে দস্যুগণ হনন করেন, তৎকালে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, সাধুগণ রক্ষা করুন—সাধুগণ রক্ষা করুন - এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন ; যে সময়ে সাধু লোক হন্তা হইয়া জীবন নষ্ট করেন, সেই সময়ে বিপন্ন ব্যক্তি কাহার স্মরণ লইবেন ? অতএব সাধুব্যক্তিতে নষ্ট করিলে জগন্মণ্ডলে ত্রাণকর্ত্তা কেহ-ই নাই ॥ ৭৮ ॥

পিতা মাতা ও রাজা অত্যাচারী হইলে কাহারও নিকট কষ্ট জানাইবার সম্ভব নাই।—তৎপ্রমাণং যথা—

মাতা যদি বিষং দদ্যাৎ, পিত্রা বিক্রীয়তে সুতঃ
অন্যায়ং কুরুতে রাজা, বদ কস্মৈ নিবেদনং ॥ ৭৯ ॥
(ইতি পুরাণোক্ত-শ্লোকঃ)

অস্যান্বয়ো যথা—মাতা প্রসূতিঃ পুত্রপ্রাণবিনাশার্থং যদি বিষং গরলং দদ্যাৎ প্রযচ্ছেৎ, পিত্রা জনকেন যদি সুতঃ পুত্রো বিক্রীয়তে বিক্রয়ঃ ক্রিয়তে, রাজা বিচারপতি যদি অন্যায়ং অবৈধং কুরুতে বদ কথয় কস্মৈ জনায় নিবেদনং ক্লেশোপশম-প্রার্থনাং বিজ্ঞাপয়ামি ইতিশেষঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মাতা বিষদায়িনী, পিতা পুত্রবিক্রয়কারী এবং রাজা অবৈধকারী হইলে কষ্টের বিষয় কাহাকে বলিব? অর্থাৎ ইহলোকে কষ্ট জানাইবার যোগ্য পাত্র আর কেহই নাই, এই ইহার তাৎপর্য্য। পরিশেষে পরমেশ-ই ত্রাণকর্ত্তা ॥ ৭৯ ॥

বারবেলা বর্জন করিয়া কার্য্যাদি করিতে হয়।

অতএব "বারবেলা নিরূপণং কর্ত্তব্যং।" তস্মাদ্ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনং যথা—

রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃ পঞ্চ, সোমেসপ্তদ্বয়ং তথা।
কুজে ষষ্ঠ দ্বয়ঞ্চৈব, বুধে বাণ-তৃতীয়কং ॥
গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব, ত্রি-চত্বারি চ ভার্গবে।
শনাবাদ্যং তথাচান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮০ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—রবৌ রবিবারে দিবসস্য চতুঃ পঞ্চ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগঃ পঞ্চম-ভাগশ্চ (তং কালং বারবেলাং জ্ঞাত্বা) সর্ব্বকার্য্যেষু বিব-

র্জ্জয়েৎ, অতএব তথা সোমে সোমবারে সপ্তদ্বয়ং তথা দিবসস্থ সপ্তমভাগং দ্বিতীয়-ভাগঞ্চ (তং কালং বারবেলাং জ্ঞাত্বা) পরিবর্জ্জয়েৎ কুজে মঙ্গলবারে তথা ষষ্ঠদ্বয়ঞ্চৈব অর্থাৎ দিবসস্থ ষষ্ঠভাগং দ্বিতীয়-ভাগঞ্চ (তং কালং বারবেলাং জ্ঞাত্বা) পরিবর্জ্জয়েৎ। বুধে বুধ-বাসরে তথা বাণতৃতীয়কং অর্থাৎ দিবসস্থ পঞ্চম ভাগং তৃতীয়ভাগ ঞ্চৈব (বারবেলাং জ্ঞাত্বা) বিবর্জ্জয়েৎ। গুরৌ বৃহস্পতি বাসরে সপ্তাষ্টকঞ্চৈব অর্থাৎ গুরু বারস্থ সপ্তমভাগং অষ্টম ভাগঞ্চৈব (বারবেলাং জ্ঞাত্বা) বর্জ্জয়েৎ, ত্রি-চত্বারি চ ভার্গবে অর্থাৎ ভার্গবে শুক্রে বাসরে দিবসস্থ তৃতীয়ভাগং চতুর্থ ভাগঞ্চৈব (বারবেলাং জ্ঞাত্বা) পরিবর্জ্জয়েৎ তং কালং ত্যজেৎ। শনৌ শনিবাসরে আদ্যং আদিভাগং অন্ত্যং অষ্টমভাগং তথা ষষ্ঠং ষষ্ঠ-ভাগঞ্চৈব (তং কালং বারবেলাং জ্ঞাত্বা) বর্জয়েৎ ; বারবেলা বিচার বিষয়ে দিবসস্থ অষ্টভাগং কৃত্বা একৈক ভাগং গৃহ্লীয়াৎ ইত্যন্বয়ঃ শেষঃ—॥ ৮০ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—দিবসের সময়কে অষ্টভাগে বিভাগ করিয়া রবিবারের চতুর্থভাগ ও পঞ্চমভাগকে বারবেলা জানিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক শুভকার্য্য করিতে হয়, সোমবারের সপ্তম ও দ্বিতীয় ভাগকে বারবেলা জানিয়া শুভ কর্ম্ম করিতে হয়। মঙ্গলবারের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় ভাগ সময়কে বারবেলা জানিয়া শুভকার্য্যে ত্যাগ করিতে হয়। বুধবার দিবসের পঞ্চম ও তৃতীয় ভাগ সময়কে বারবেলা জানিয়া সুকর্ম্মে ত্যাগ করিতে হয়। বৃহস্পতি বাসরের সপ্তম ও অষ্টম ভাগ সময়কে বারবেলা জানিয়া সৎকর্ম্মে বর্জ্জন অবশ্য বৈধ। শুক্রবারের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ সময়কে বারবেলা জানিয়া সৎকার্য্যে বর্জ্জনীয়। শনিবারের আদ্য ভাগ, অন্ত্যভাগ আর ষষ্ঠভাগকে বারবেলা জানিয়া বর্জন করা কর্ত্তব্য ॥ ৮০ ॥

শুভকর্ম্মমাত্রে বারবেলাবৎ নিত্যং কালরাত্রিরপি বর্জনীয়া।
শুভকার্য্যে ও যাত্রাদি বিষয়ে কালরাত্রি বর্জন করিলে শুভ ফল হইয়া থাকে।
কালরাত্রি নিশ্চয় করিবার লক্ষণ যথা—,

৬ ৪ ৭ ৪
রবৌ রসার্দ্ধৌ সিতগৌ হয়াব্ধী,
২ ৫ ৭
দ্বয়ং মহীজে বিধুজে শরাশ্বৌ।
২ ৮
গুরৌ করাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়ং,
৬
শনৌ রসাদ্যন্তমিতি ক্ষপায়াং ॥ ৮১ ॥

"গুরৌ করাষ্টৌ ইত্যত্র গুরৌ শরাষ্টৌ ইতি কেচিদ্ বদন্তি।"

ইত্যনেন কালরাত্রির্বর্জনীয়া।

অস্যান্বয়ো যথা—রবৌ রবিবার-রাত্রৌ রসাব্ধী রাত্রেঃ ষষ্ঠভাগশ্চতুর্থ ভাগশ্চৈব কালরাত্রি জ্ঞেয়া। সিতগৌ সোমবার নিশায়া হয়াব্ধী অর্থাৎ নিশায়াঃ সপ্তমভাগশ্চতুর্থ-ভাগশ্চৈব কালরাত্রি জ্ঞেয়া মহীজে মঙ্গলবার রাত্রৌ দ্বয়ং দ্বিতীযভাগঃ কালরাত্রিঃ স্যাৎ বিধুজে বুধবার-রাত্রৌ পঞ্চমভাগঃ সপ্তমভাগশ্চৈব কালরাত্রি বিজ্ঞেয়া গুরৌ বৃহস্পতিবার-রাত্রৌ করাষ্টৌ দ্বিতীয়ভাগঃ অষ্টমভাগশ্চৈব কালরাত্রি জ্ঞেয়া। ভৃগুজে শুক্রবাসর-রাত্রৌ তৃতীয়ং তৃতীয়ভাগ কালরাত্রি র্ভবতি। শনৌ শনিবারস্য রজন্যাং রসাদ্যন্তং অর্থাৎ ষষ্ঠ ভাগঃ আদ্যভাগঃ অন্তভাগশ্চ কালরাত্রিঃ স্যাৎ ॥ ৮১ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—প্রতিবারের রাত্রিকে আটভাগে বিভাগ করিয়া রবি বারের ষষ্ঠভাগ আর চতুর্থ ভাগকে কালরাত্রি কহিয়া থাকেন, সোমবারের রাত্রির সপ্তম ও চতুর্থভাগকে কালরাত্রি বলে, মঙ্গলবারের রাত্রিতে দ্বিতীয়ভাগকে কালরাত্রি কহে। বুধবাসরের রাত্রির পঞ্চম ও সপ্তম ভাগকে কালরাত্রি বলিয়া শুভকার্য্যে বর্জ্জন করিতে হয়। বৃহস্পতিবারের রাত্রির দ্বিতীয় ও অষ্টমভাগকে কালরাত্রি বলিয়া অভিহিত হইযাছে। শুক্রবার রাত্রির তৃতীয়ভাগকে কালরাত্রি বলিয়া বর্জনীয়। শনিবার রাত্রির ষষ্ঠভাগ, আদ্যভাগ ও অন্ত্যভাগকে কালরাত্রি বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্জ্জন করিয়া শুভকার্য্য করিতে অনুমতি করিয়াছেন॥ ৮১॥

বারবেলা ও কালরাত্রি বর্জ্জন পূর্ব্বক কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলে কোন বিপদ আশঙ্কা থাকে না॥ ৮১॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে যে সময়ে যাহা হইবার সম্ভব, তাহা অবশ্যম্ভাবি।

তৎপ্রমাণং যথা—

যস্মিন্ দেশে যদা কালে, যদ্দণ্ডে যন্মূহুর্ত্তকে।
লাভো মৃত্যু র্জয়ো হানি, র্দৈবৈরপি ন বাধ্যতে॥ ৮২॥

"ইতি পুরাণোক্ত বচনং"

অস্যান্বয়ো যথা—যস্মিন্ দেশে যৎপ্রদেশে, যদাকালে যস্মিন্নেব সময়ে যস্মিন দণ্ডে, যন্মূহুর্ত্তকে যৎসূক্ষ্ম পরিমিতকালে লাভঃ প্রাপ্তিঃ, মৃত্যুর্ম্মরণং, জয়ো বিজয়ঃ, হানিশ্চ ক্ষতিশ্চ দেবৈরপি সুরৈরপি ন বাধ্যতে ন প্রতিবন্ধকৈ র্ভূযতে॥ ৮২॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যেদেশে, যে সময়ে, যে দণ্ড পরিমিত কালে, যে মূহুর্ত্তে অর্থাৎ যে সূক্ষ্মকাল হইতে সূক্ষ্মকালেতে লাভ, মৃত্যু, জয় ও হানি—এই চতুর্বিধ শুভাশুভ কর্ম্ম হইবার সম্ভব অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্ম ফলে যে যে সময়ে যে যে কর্ম্ম হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সেই সেই সময়ে বা সেই সেই সূক্ষ্মকালে অবশ্য ঘটিবে। তৎসম্পাদন পক্ষে দেবগণ বিরোধী হইলেও অবশ্যম্ভাবি জানিবেন॥৮২॥

নিষ্প্রয়োজন-বিষয়কে সাধন-চেষ্টা করিলে হতপ্রায়ঃ হইয়া ধরাশায়ী হইতে হয়।
তৎপ্রমাণং যথা—

অব্যাপারেষু ব্যাপারং, যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
স নরো নিহতঃ শেতে, কিলোৎপাটীব বানরঃ॥ ৮৩॥

ইতি হিতোপদেশে পুবাণোক্ত শ্লোকঃ।

অস্যান্বয়ো যথা—অব্যাপারেষু নিষ্প্রয়োজন-বিষয়েষু, ব্যাপাবং কর্ত্তব্যকর্ম্মজ্ঞাত্বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি। স নবো নিহতঃ সন্ হত-প্রায়ঃ সন্ কিলোৎপাটী অর্গলোৎপাটী বানর ইব শেতে ভূমৌ স্বপিতি ইত্যর্থঃ॥ ৮৩॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা – অগ্রে কিঞ্চিৎ উপন্যাস বক্তব্য—এক বানর ইতস্ততঃ উদ্যান-ভূমি পর্য্যটন-পূর্ব্বক সুস্বাদু-ফলাদি-ভোজনে পরিতৃপ্ত থাকিয়া বৃক্ষশাখোপরি নিরাপদে বসিয়া সদ্‌বায়ু-সম্ভোগ কবিতে কবিতে অনতিদূবে শাখা-পল্লব-বহিত সুমহান বৃক্ষ (ত্যক্তা-চেবাই-উদ্দেশ্যে কবাতি-স্থাপিত গুড়ি কাষ্ঠ) ২। ৪ টী বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিয়া উহাদের বৃত্তান্ত পবিজ্ঞাত হইবাব অভিপ্রায়ে ২। ৪ লম্ফে "উপ্-আপ্" শব্দ প্রকাশের সহিত মহানন্দে একটী মহাবৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক আদ্য হইতে অন্তে এবং অন্ত হইতে আদ্যে মহাহর্ষে বারম্বার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এবং দেখিলেন একপ্রান্তে গমন কবিলে অপব প্রান্ত স্বর্গে বা উর্দ্ধে উঠে, ঐ বৃক্ষকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বৃক্ষেব চতুষ্পার্শ্ব বাবম্বাব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দৃষ্টিগোচব' হইল যে তন্মধ্যে ছিদ্র এবং আলোকশ্রেণী' দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই ছিদ্র-বহির্গত-আলোকশ্রেণী দর্শনে নির্বোধ বানব মুগ্ধ হইয়া (ঢেঁকি কলে উত্থিত ও শায়িত-কাষ্ঠে অর্থাৎ শাখা-পল্লব-শূন্য বৃক্ষে) অশ্বারোহীর ন্যায় আরোহণ পূর্ব্বক ছিদ্রস্থিত অর্গল দেখিয়া শাখাপল্লব জ্ঞানে মহাপুলকে হস্তদ্বয়ে ধৃত করিলেন এবং অশ্বারোহীর ন্যায় আবোহণ কবায় ঐ সময়ে কোষদ্বয় উভয় পার্শ্বস্থ খণ্ডিত ত্যক্তার মধ্যগত হইয়া রহিল, এই সময়ে বানরবীর, করাতি-কর্ত্তৃক রোপিত অর্গলকে বাবম্বাব চালনা করিতে কবিতে অর্গলোৎপাটন চেষ্টা ফলবতী হইবা মাত্র

উভয়-পার্শ্বস্থ তাক্তার দৃঢ়-চাপে বানর কোষদ্বয় চূর্ণ ও বিচূর্ণীত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ বানররাজ বহুবিধ কাতরোক্তিতে ধরাশায়ী হইলেন অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তিরক্ষা করিলেন ॥ ৮৩ ॥

ফলকথা পাঠক ! যে বিষয়ের আবশ্যক নাই, সেই বিষয় জন্য যত্নবান হইলে এই কিলোৎপাটি বানর সদৃশ ফল প্রাপ্ত হইতে হয় ; অতএব নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে নিবৃত্ত হইবেন, এই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৮৩ ॥

"অসহ্যং জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যং"।

জ্ঞাতি-দুর্ব্বাক্য অসহনীয়।

তৎপ্রমাণং যথা—

বরং রাম শরঃ সহ্যো, বিভীষণবচো নহি।
অসহ্যং জ্ঞাতি-দুর্ব্বাক্যং, মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ ॥ ৮৪ ॥

ইতি চাণক্যেণ ধৃতং পুরাণোক্ত বচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—রক্ষোরাজ রাবণোক্তির্যথা—রামশরো বরং সহ্যঃ রামশরাঘাতো বরং শ্রেষ্ঠতরং যথা স্যাৎ তথা সহ্যঃ সহনীয়ঃ ; কিন্তু বিভীষণবচো নহি অর্থাৎ বিভীষণস্য দুর্ব্বাক্যং অসহনীয়ং। তৎ-জ্ঞাতি বাক্যং কিম্ভূতং মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ মেঘেণ অন্তরিতং উগ্র-প্রভাকরং রৌদ্রং যথা অসহ্যং, তদ্বৎ জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং অসহনীয়ং ॥৮৪॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মহাবীর লঙ্কাধিপতি দশাননের উক্তি যথা—রামচন্দ্রের শরাঘাত বরং সহ্য করিতে সমর্থ ; কিন্তু পরম শত্রু জ্ঞাতি বিভীষণের দুর্ব্বাক্য ও টিট্‌কারী বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ নহি ।

যে হেতুক তাহা মেঘান্তরিত অসহ্য রৌদ্র-সদৃশ ; অতএব রামের শরাঘাতে দেহত্যাগ করাই আমার পক্ষে বরং শ্রেয়স্কর, তত্রাপি জ্ঞাতির কটূক্তি সহ্য করিতে পারিব না ॥ ৮৪ ॥

সতত আশঙ্কার বিষয় বর্ণনা যথা—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রবিচিন্তনীয়ং,
স্বারাধিতো নরপতিঃ পরিশঙ্কণীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি রমণী পরিরক্ষণীয়া,
শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতৌ চ কুতো বাশিত্বং ॥ ৮৫ ॥

অস্যান্বয়ো যথা।—শাস্ত্রং অধ্যয়নাদি জন্য জ্ঞানাদিকং সুচিন্তিত-মপি বিশেষরূপেন সমালোচিতমপি পরিবিচিন্তনীয়ং অর্থাৎ নিত্যং সমালোচ্যং, স্বারাধিতো নরপতিঃ স্বেন আরাধিতো নরপতিঃ পূজিতোঽপি রাজা, পরিশঙ্কনীয়ঃ নিত্যং আশঙ্ক্যঃ, অঙ্কে ক্রোড়ে কামিনী যুবতী স্ত্রী স্থিতাপি সুরক্ষিতাপি সততং পরিরক্ষণীয়া দৃষ্টি-গোচরে রক্ষণীয়া। শাস্ত্রে পঠিতবিদ্যায়াং, নৃপে রাজনি, যুবতৌ চ নবীনা স্ত্রিয়াঞ্চ বশিত্বং কুতো বর্ত্ততে অর্থাৎ এতেষাং মধ্যে কুত্রাপি বশিত্বং ন বর্ত্ততে ॥ ৮৫ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—পঠিত বিদ্যার সুশিক্ষিত থাকিলেও নিত্য আলোচনা করিয়া পরিমার্জিত করিতে হয়, রাজা পূজিত ও বাধ্য থাকিলেও তাঁহাকে সতত ভয় করিয়া সকল কার্য্য করিতে হয়, যুবতী রমণী নিজ ক্রোড়ে স্থাপিতা হইলেও তাহাকে সতত আশঙ্কা করিয়া রক্ষা করিতে হয়, ফল কথা পাঠক। শাস্ত্র রাজা আর যুবতী রমণী বশীভূত থাকিলেও সতত আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য ॥ ৮৫ ॥

যাহাতে যে সন্তুষ্ট হয়, তাহার বিষয়
তৎপ্রমাণং যথা—

নৃত্যান্তি ভোজনে বিপ্রাঃ, ময়ূরা মেঘগর্জ্জনে।
সাধবঃ পরসম্পৎসু, খলাঃ পরবিপত্তিষু ॥ ৮৬ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—বিপ্রা ব্রাহ্মণা ভোজনে সুখাদ্যাদি ভক্ষণে

নৃত্যাস্তি হর্ষেণ নর্ত্তনং কুর্ব্বন্তি, মেঘগর্জ্জনে নীরদ-গম্ভীর-শব্দশ্রবণে ময়ূরাঃ শিখিনঃ সর্ব্বে পুলকেন নৃত্যং কুর্ব্বন্তি ; সাধবঃ সর্ব্বে সজ্জনা পর-সম্পৎসু অন্যেষাং আনন্দ-বর্দ্ধনেষু হর্ষা ভবন্তি, খলাঃ ক্রূরাঃ পরবিপত্তিষু অন্যেষাং বিপৎসু নৃত্যান্তি আনন্দেন নৃত্যং কুর্ব্বন্তি ইত্যন্বয়শেষঃ ॥ ৮৬ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কলিযুগ জাত ব্রাহ্মণগণ উত্তম-ফলাহারের সুবন্দোবস্তের সুযোগ পাইলে অতীব আনন্দিত হয়েন, ময়ূরগণ মেঘদর্শন ও গর্জন-ধ্বনি শ্রবণ করিলে পুলকে নৃত্য করিতে থাকে ; সাধুগণ পরের সুখ-দর্শনে আনন্দিত হয়েন, কপটগণ অন্যের সুখে অতিশয় কাতর হইয়া বিষাদিত থাকে ॥ ৮৬ ॥

সকলেই চেষ্টা করিতে করিতে সকল কার্য্যেই বিশেষ পারদর্শী হইতে পারেন। তদুদাহরণং যথা—

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।
শনৈঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ, সর্ব্বকার্য্যং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৭ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—শনৈঃ পন্থা ভবতি অর্থাৎ শনৈঃ ক্রমশো লোক গমনাগমনেন পন্থাঃ অধ্বা ভবতি ; শনৈঃ কন্থা শনৈঃ ক্রমশঃ ছিন্নবসনেন নির্ম্মিত শীতবস্ত্রবিশেষো (কাঁথা ইতি ভাষা) ভবতি ; শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং ক্রমশঃ লঙ্ঘন চেষ্টয়া পর্ব্বতলঙ্ঘনমপি সম্ভবতি ; শনৈঃ ক্রমশঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ ভবতি অর্থাৎ অল্পাল্পেন কার্য্যং ধর্ম্মশ্চ ভবতি—এবম্প্রকারেণৈব সর্ব্বকার্য্যং শনৈঃ শনৈর্ভবতি অর্থাৎ ক্রমশো ভবতি,—ইত্যন্বয়ঃ শেষঃ ॥ ৮৭ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—ভূমির উপরিভাগ দিয়া গমনাগমন করিতে করিতে ক্রমে পন্থা অর্থাৎ রাস্তা বলিয়া পরিগণিত হয় ;—ছিন্ন-বস্ত্র উপর্য্যুপরি রক্ষা করিয়া সূচ

ও স্থলে দ্বারা গ্রথিত করিতে করিতে (সেলাই করিতে করিতে) কিঞ্চিৎ স্থূল (মোটা) হইলেই কন্থা হইয়া থাকে, লঙ্ঘন চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে পর্ব্বত লঙ্ঘনেও সমর্থ হয়েন, সেইমত কর্ম্ম শিক্ষা করিতে করিতে ক্রমে কর্ম্মিষ্ঠ হয়েন, ধর্ম্মাভ্যাস (যোগাদি) করিতে করিতে ক্রমশঃ ধর্ম্মিষ্ঠ বা ধার্ম্মিক হইয়া থাকে, এই প্রকারে সকল কার্য্য শিক্ষা করিতে করিতে ক্রমে পারদর্শী হয়ে —এই ইহার তাৎপর্য্য॥ ৮৭॥

ক্লীব ব্যক্তির স্ত্রীসম্ভোগ সদৃশ কৃপণ ব্যক্তির ধন-সম্ভোগের তুলনা।

তদুদাহরণ-শ্লোকো যথা—

ন দাতুং নোপসংভোক্তুং, শক্নোতি কৃপণো ধনং।
কিন্তু স্পৃশতি হস্তেন, দিব্যস্ত্রীমান্ যথা নিশি॥ ৮৮॥

অস্যান্বয়ো যথা—আন ক্লীবং যথা নিশি রাত্রৌ দিব্য-স্ত্রীং রূপ-যৌবনসম্পন্নাং ভার্য্যাং হস্তেন স্পৃশতি অর্থাৎ বাহুনা স্বপত্নীং স্পৃষ্ট্বা নিশা-যাপনং করোতীত্যর্থঃ—তদ্বৎ কৃপণো জনো ব্যয়-কুণ্ঠিতো জনো ধনং মুদ্রাদিকং ন দাতুম্ ন দানং কর্ত্তুম্ এবং উপ-সম্ভোক্তুঞ্চ উপভোগং কর্ত্তুঞ্চ ন শক্নোতি ন শক্তিমান ভবতি; কিন্তু পরন্তু স কৃপণো জনঃ তদ্ধনং হস্তেন বাহুনা স্পৃশতি ধনে হস্ত-সংস্পৃষ্টে দিনযাপনং করোতীত্যর্থঃ। তত্রাপি দাতুং সম্ভোক্তুং বা ন শক্নোতীত্যর্থঃ॥ ৮৮॥

অস্য বঙ্গভাষা, যথা—ক্লীবব্যক্তি, দিব্যস্ত্রী অর্থাৎ রূপ যৌবন সম্পন্না গুণবতী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলে অন্য কোন পুরুষকে দান করিতে কিম্বা উপসম্ভোগার্থে (দিবার নিমিত্ত) সমর্থ না হইয়া কেবল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যেমন নিশাযাপন করেন; সেই প্রকার কৃপণ-ব্যক্তির বিপুল ধন থাকিলেও দান করিতে ও সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না—ক্লীব ও কৃপণ এই উভয়ের স্পর্শ জন্য কেবল মনোকষ্ট মাত্র।

যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে অপটু হইলে বিড়ম্বনা—সেইমত ধনসত্ত্বে দান করিতে বা সম্ভোগে অপটু হইলেও বিড়ম্বনা,—ইহাতে সন্দেহ কি? ॥ ৮৮ ॥

নাস্তি পুত্র-সমো রিপুঃ।

অস্য বঙ্গভাষা—ইহলোকে পুত্র সদৃশ ভীষণ শত্রু নাই।

তৎ প্রমাণং যথা—

জায়মানো হরেদ্ ভার্য্যাং, বর্দ্ধমানো হরেদ্ ধনং।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্, নাস্তি পুত্র সমো রিপুঃ ॥ ৮৯ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—জায়মানঃ পুত্র আত্মজো ভূমিষ্ঠঃ সন ভার্য্যাং আনন্দদায়িনীং মনোরমাং পত্নীং হরেৎ পত্ন্যা সহ বিচ্ছেদং কুর্য্যাৎ, স পুত্রো বর্দ্ধমানঃ সন বয়ঃপ্রাপ্তঃ সন ধনং হরেৎ বিষয়কার্য্যাদিকং হৃতবান্। স পুত্রঃ ম্রিয়মাণঃ সন ম্লানবদনেন গৃহাগতঃ সন প্রাণান্ হরেৎ গতজীবনং কুর্য্যাৎ; অতএব নাস্তি পুত্রসমো বিপুঃ অর্থাৎ ইহ জগতি পুত্রসদৃশো বিপুর্নাস্তীতি ভাবঃ॥ ৮৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—এই জগন্মণ্ডলে পুত্র সদৃশ পরম শত্রু আর কেহই নাই; যেহেতু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সেবা শুশ্রূষাকারিণী সুন্দরী পতিব্রতা ভার্য্যাকে হরণ করেন অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে পত্নীকে অধিকার করেন (দখল করেন অর্থাৎ সন্তান ফেলিয়া স্বামীর নিকট আসিতে চাহেন না), সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধনাদি সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত করেন; অর্থাৎ উপযুক্ত পুত্র হইলে বৃদ্ধ পিতাকে জমিদারি ইত্যাদি বিষয় কার্য্য করিতে দেয় না; কিন্তু সেই পুত্র দুঃখিত হৃদয়ে গৃহাগত হইলে জীবনান্ত প্রায় এবং মর্ম্মাহত হইতে হয়, অতএব "নাস্তি পুত্র-সমো বিপুঃ" অর্থাৎ পুত্র হইতে বিপু কে আছে? ॥ ৮৯ ॥

নারী প্রত্যক্ষ-রাক্ষসী—

তৎপ্রমাণং যথা—

দর্শনাৎ হরতে চিত্তং, স্পর্শনাৎ হরতে বলং।
সম্ভোগাৎ হরতে বীর্য্যং, নারী প্রত্যক্ষ-রাক্ষসী ॥ ৯০ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—দর্শনাৎ যুবত্যা স্ত্রিয়ঃ সন্দর্শনেনৈব চিত্তং পুরুষস্য মনো হরতে মনোবিকারো ভবতি, স্পর্শনাৎ স্ত্রী সংস্পর্শনেনৈব বলং পুরুষস্য তেজো হরতে হ্রাসো ভবতি; সম্ভোগাৎ স্ত্রীসম্ভোগাৎ অর্থাৎ স্ত্রী-গমনাৎ বীর্য্যং শরীরস্য সারাংশং হরতে ক্ষরতি; অতএব নারী প্রত্যক্ষং রাক্ষসী ভবতি অর্থাৎ নারী প্রত্যক্ষং সাক্ষাৎ রাক্ষসী ভবতি ॥ ৯০ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—যুবতী নারী পুরুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-রাক্ষসী, যেহেতু যুবতী স্ত্রী দর্শন মাত্র চিত্তচাঞ্চল্য দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে; যুবতী নারী সংস্পর্শন জন্য বেগ, পতন হইয়া বাহুবীর্য্যের হ্রাস হয়, নারীসম্ভোগ হেতুক বীর্য্যক্ষরণ হইয়া পুরুষ মাত্র দুর্ব্বল ও ক্ষীণ তনু হইতে হইতে অল্পায়ুঃ হইয়া ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্গতি হইবে? রাক্ষসীর সহিত সকল কার্য্যেরই সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া নারী প্রত্যক্ষ-রাক্ষসী হইতেছে ॥ ৯০ ॥

পণ্ডিতাদি সমীপে শঠতা ও মিথ্যা পূর্ণ কৌশল করা হইতে পারে না।

তৎপ্রমাণং যথা—

অধ্যাপকে নটে ধূর্ত্তে, কৌটিল্যে বহুদর্শনে।
এষু মায়া ন কর্ত্তব্যা, মায়া তৈরেব নির্ম্মিতা ॥ ৯১ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—অধ্যাপকে পণ্ডিতসমীপে, নটে নর্ত্তক সন্নিধানে, ধূর্ত্তে শঠসমীপে, কুটিলে কপট-গোচরে, বহুদর্শনে বহুদর্শি-

জনসমীপে, এষু জনেষু মায়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা ন কর্ত্তব্যা ন কার্য্যা, যস্মাৎ তৈরেব মায়া (মিথ্যা প্রবঞ্চনা নির্ম্মিতা সৃষ্টা ॥ ৯১ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—পণ্ডিত মানবেন্দ্র সমীপে, নটবর সন্নিধানে শঠ-নিকটে, ক্রূরসন্নিধানে, বহুদর্শি-জনসমীপে, কদাপি মায়া (মিথ্যা), প্রবঞ্চনা (শঠতা) করিবে না ; যেহেতু এই সকল মহাপুরুষ হইতেই মায়া-রূপিণী কন্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলকথা পাঠক! ইঁহাদের নিকট মায়া প্রকাশ করিলেই মায়ারূপিণী কন্যাকে দর্শনমাত্র চিনিতে পারেন, অতএব ইহাঁদের সন্নিধানে কেহ কখন মায়া (মিথ্যা) ও শঠতা করিবেন না। ইহাঁদের নিকটে য়ুয়াচ্চুরি করিলেই প্রকাশ পাইবে এবং অপ্রতিভ হইতে হইবে ॥ ৯১ ॥

কৃপণ-দুর্গতি যথা—

আত্মানং পরিবঞ্চ্য যাচক-কুলং কুর্ব্বন্তি যে সঞ্চয়ং,
তেষাং পাপবতাং তদেব হি ধনং ভোগায় মাজায়তাং।
নিত্যং সংচিনুতে মধূনি সরঘা দত্ত্বা হ্নলং তন্মুখে,
নীত্বা দেব-পিতৄন্ সদা সুকৃতিনঃ সন্তোষয়ন্তি ধ্রুবং ॥ ৯২ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—যে কৃপণা আত্মানং স্বং যাচক-কুলঞ্চ ভিক্ষুকঞ্চ পরিবঞ্চ্য বঞ্চয়িত্বা সঞ্চয়ং ধন-সংগ্রহং কুর্ব্বন্তি, তেষাং পাপবতাং মহাপাপিনাং তদেব ধনং তদ্ধনং হি নিশ্চিতং ভোগায় ভোগার্থং মা জায়তাং ন জায়তে ; যথা—সরঘা মধু-মক্ষিকা নিত্যং প্রতিদিনং মধূনি পুষ্পরসান্ সংচিনুতে সঞ্চয়ং কুরুতে ; কিন্তু পশ্চাৎ তন্মুখে তেষাং মধুমক্ষিকানাং মুখে বদনে অনলং বহ্নিং দত্ত্বা সুকৃতিনঃ পুণ্যবন্তঃ সর্ব্বে নীত্বা মধূনি নীত্বা অর্থাৎ মধূনি গৃহীত্বা সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে দেবপিতৄন দেবপিতৃ-লোকান্ ধ্রুবং সন্তোষয়ন্তি প্রীণয়ন্তি দেবপূজা পিতৃশ্রাদ্ধাদিকঞ্চ সম্পাদয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ৯২ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কৃপণ গণ আত্মাকে এবং যাচক সমূহকে বঞ্চনা পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করিলে পরিশেষে সেই মহাপাতকীর ধন উত্তরাধিকারি-গণ অপব্যয় করিয়া থাকেন, কদাপি সৎকার্য্যে পরিণত হয় না।

তদুদাহরণ যথা—মধুমক্ষিকাগণ প্রতিদিন যথা তথা পরিভ্রমণ করিয়া আত্মাকে এবং যাচক-বর্গকে বঞ্চনা পূর্ব্বক চক্রমধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে কিন্তু পরিশেষে মধু অনুসন্ধায়ি ব্যক্তিগণ আগ্নেয়ুক্তদণ্ড মশাল) হস্তে গমন পূর্ব্বক মধুমক্ষিকা-গণের মুখে বহ্নি প্রদানান্তর তাহাদের দূরীভূত করিয়া সঞ্চিত তন্মধুধন হরণ পূর্ব্বক হট্টে বিক্রয়াদি করিলে পুণ্যবান লোক, সেই মধু ক্রয় করিয়া দৈব ও পিতৃকার্য্যে প্রদান করিয়া তাহাদের প্রীত্যুৎপত্তি অর্থাৎ তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করেন ॥ ৯২ ॥

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে বায়ু পিত্ত ও কফের শান্তি জনক সহজ উপায। যথা—

বাতপিত্ত-কফেভানাং শরীর বনচারিণাং।
এক এব নিহন্তাশু, লবণার্দ্রক-কেশরী ॥ ৯৩ ॥

ইতি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ধৃত-বচনং।

অস্যার্থো যথা—বাতশ্চ পিত্তঞ্চ কফশ্চ—তে—বাত-পিত্ত-কফাঃ ত এব ইভা হস্তিনঃ। শরীরমেব বনং শরীর-বনং তস্মিন্ চরন্তি যে ইভা হস্তিনঃ—তে শরীর-বনচারিণঃ, তেষাং বাতপিত্ত-কফেভানাং অর্থাৎ শরীর-রূপবন চারিণাং বায়ু-পিত্ত-কফরূপ-হস্তিনাং আশু শীঘ্রং এক এব নিহন্তা একমাত্র-হনন-কর্ত্তা লবণার্দ্রক-কেশরী, লবণেন সহ আর্দ্রকঃ লবণার্দ্রকঃ স এব কেশরী সিংহঃ লবণার্দ্রক-কেশরী অর্থাৎ লবণের সহ আর্দ্রকরূপ-কেশরী। কেশরীতি কেশরা বিদ্যন্তে অস্য ইতি বাক্যে ইনি কৃতে কেশরী অর্থাৎ সিংহ ইতিখ্যাতঃ ॥ ৯৩ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—শরীররূপ বন মধ্যে সতত বিচরণ করিতেছেন, বায়ু পিত্ত ও

কফ স্বরূপ হস্তী সকল, তাঁহাদের একমাত্র হনন কর্ত্তা (দমনকারী) লবণ-সংযুক্ত কিঞ্চিৎ আর্দ্রক চর্ব্বণ পূর্ব্বক নিত্য সেবন—ইহাই বায়ুপিত্ত ও কফের বিশেষ দমন কর্ত্তা। ইতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্তি থাকায় সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রকাশ করিলাম॥ ৯৩॥

ফলকথা—নিত্য লবণসহ কিঞ্চিৎ আর্দ্রক (আদা) ভক্ষণ করিলে বায়ু পিত্ত ও কফের শান্তি হইয়া থাকে। অতএব নিত্য ব্যবহার্য্য—

পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণোক্তি যথা।

যে তে স্মরন্তি যদুনন্দন! নামভি স্তে,
মুক্তা ভবন্তি ভব-বন্ধনতঃ শ্রুতং মে।
উক্তাধিকঞ্চ তব নাম ময়া স্মৃতঞ্চ,
বন্ধদৃঢ়ো ভবতি নাথ মমাঽধমস্য॥ ৯৪॥

অস্যান্বয়ো যথা—হে যদুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণ! যে নরাঃ তে তব নামভিঃ স্মরন্তি স্মরণং কুর্ব্বন্তি, তে নরাঃ ভববন্ধনতঃ সংসার-বন্ধনাৎ মুক্তা ভবন্তি পরিত্রাণা ভবন্তি ইতি মে ময়া শ্রুতং, ময়া শ্রুতং ইত্যত্র কর্ত্তরি বিবক্ষয়া ষষ্ঠী; কিন্তু দেব! মৎপক্ষে বিপরীত মেতৎ যথা ময়া তবনাম ভগবন্নাম উক্তাধিকঞ্চ অধিকেন উক্তঞ্চ স্মৃত-ঞ্চাপি কৃত-স্মরণঞ্চ এতেন হে নাথ! হে প্রভো! মমাধমস্য অধমস্য মম মৎসম্বন্ধে বন্ধদৃঢ়ো ভবতি অর্থাৎ মম পক্ষে ক্রমেণ দৃঢ়বন্ধনং ভবতি;—প্রস্থানভয়াদিতিভাবঃ—ইতি পিঞ্জরাবদ্ধ-পক্ষিণোক্তং॥৯৪॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ভগবন্নামোচ্চারণে নিপুন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষি দুঃখের সহিত বলিতেছেন;—হে প্রভো! যদুনন্দন! আপনার নাম যাহারা উচ্চারণ ও স্মরণ করেন, তাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক অবিচ্ছেদাবচ্ছেদে নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন—এই কথা বেদোক্ত বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু নাথ! সেই

সমস্ত আমার পক্ষে সম্যক্ বিপরীত হইতেছে; যেহেতু আপনার নাম যত উচ্চারণ ও স্মরণ করিতেছি—তত-ই গৃহস্বামী আমার প্রস্থানভয় প্রযুক্ত দিন দিন সযত্নে দৃঢ়বন্ধন করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন।—হে প্রভো আপনার পবিত্র নামোচ্চারণ ও স্মরণে সাধারণে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছেন; কিন্তু হে নাথ! আমি আপনার সেই পবিত্র তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া কেন দিন দিন দৃঢ় বন্ধন প্রাপ্ত হইতেছি? ইতি মে খেদ ॥ ৯৪ ॥

দুঃস্থ হইয়াও ভগবচ্চিন্তা যথা—

আদ্যন্ত-মধ্যরহিতং, দশাহীনং পুরাতনং।
অদ্বিতীয়মহং বন্দে, মদ্বস্ত্রসদৃশং হরিং ॥ ৯৫ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—আদ্যং চ অন্তশ্চ মধ্যঞ্চ তানি আদ্যন্ত-মধ্যানি তৈ রহিতং পুরাতনং জীর্ণং অদ্বিতীয়ং দ্বিতীয়ং নাস্তি এবম্ভূতং মদ্' বস্ত্রসদৃশং মজ্জীর্ণ-বস্ত্রতুল্যং পুরাণং হরিং শ্রীকৃষ্ণং অহং বন্দে ভজামীতি ইতর্থ্যঃ ॥ ৯৫ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—আদিভাগ মধ্যভাগ ও অন্তভাগ-রহিত সূত্রাদি হীন-জীর্ণ অদ্বিতীয় আমার পুরাতন বস্ত্রতুল্য সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সতত ভজনা করি।—অর্থাৎ দীনব্যক্তি দীনতা-বশতো বস্ত্রাদিশূন্য হইয়াও উদরান্ন চিন্তা না করিয়া সনাতন হরিকে ভজনা করিতেছেন। ভক্তিশালী ভগবদ্ ভক্তজন বস্ত্রান্নরহিত হইলেও ভগবচ্চিন্তায় বিরত হয়েন না।—এই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৯৫ ॥

অন্ধ-ভিক্ষুকের যষ্টিহারা বা কামিনী-হারার-দ্ব্যর্থ-শ্লোক যথা—

সদ্‌বংশা সরলা শুভা সু-নয়না সঙ্গে সদা রঙ্গিনী,
গৌরী স্পর্শসুখা করাম্বুজগতা নিত্যং মনোহারিণী।
সা কেনাপহৃতা তয়া বিরহিতো গন্তুং ন শক্নোম্যহং,
ভিক্ষো! কিং তব কামিনী? নহি নহি প্রাণাধিকা যষ্টিকা॥ ৯৬॥

অস্যান্বয়ো যথা—সদ্‌বংশা সৎকুলোদ্‌ভবা, সরলা (সুখেন গমন-সম্পাদিকা) সৎপ্রকৃতিঃ (উত্তম বেণু-সম্ভূতা) সুখেন গমন সম্পাদিকা, ঋজু র্বা, শুভা মঙ্গলদায়িনী (সুন্দরী), সুনয়না সুন্দর-নেত্রশালিনী, সঙ্গে সহ, সদা সর্ব্বদা, রঙ্গিণী আনন্দ-দায়িনী, গৌরী গৌরবর্ণা, স্পর্শসুখা স্পর্শেন সুখদায়িনী, করাম্বুজগতা হস্ত-পদ্ম-মধ্যগতা, নিত্যং সততং মনোহারিণী মনস্তুষ্টি-কারিণী এবম্ভূতা সা কেনাপহৃতা? সা কেন জনেন নীতা? "অহং ন জানে" তয়া বিরহিতঃ সন্ বর্জ্জিতঃ সন্, অহম্ গন্তুম্ গমনার্থং ন শক্নোমি ন সমর্থঃ॥ ৯৬॥

হে ভিক্ষো! অহো ভিক্ষুক! তব কামিনী পত্নী হৃতা কিং?
নহি নহি প্রাণাধিকা যষ্টিকা মম, প্রাণসমা যষ্টিকা ইত্যুত্তরং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—সদ্‌বংশোৎপন্না, ঋজু বা সরলা, শুভদা, চারু-নয়না, সর্ব্বদা সঙ্গে স্থায়িনী, মনোহারিণী, শুভ্রবর্ণা, সুখস্পর্শা, করপদ্ম মধ্য গতা অর্থাৎ হস্তস্থিতা, সতত মনোহারিণী এবম্ভূতা, সা প্রসিদ্ধা সঙ্গিনীকে—অপহরণ করিয়াছ?—অহো ভিক্ষুক! তুমি তোমার কামিনী হারা হইয়াছ কি? ইতি প্রশ্নে- না—না—প্রাণসমা যষ্টিহারা হইয়া গমনে অশক্য হইয়াছি॥ ৯৬॥

ষড়্ ঋতু মধ্যে বর্ষা ও বসন্ত এই ঋতুদ্বয় অতি কামোদ্দীপক জন্য কোন কামিনী চঞ্চলা হইয়াছেন, তাহাকে অবলোকন করিয়া অন্য কোন কামিনীর প্রশ্ন যথা—

কালে বারি-ধরাণাং
অপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুং।
উৎকণ্ঠিতাঽসি তরলে!,
নহি নহি সখি! পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ ॥ ৯৭ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—কালে বর্ষাকালে চঞ্চল-যুবতীং দৃষ্ট্বা কাচিৎ সখী পৃচ্ছতি—হে সখি! তরলে! অপতিতয়া পতিবিরহেন (পতনাভাবেন ইত্যপিচার্থঃ), স্থাতুং বর্ত্তিতুং ন শক্যতে ন পার্য্যতে, অতঃ ত্বং উৎকণ্ঠিতাঽসি কিং? তৎ-প্রশ্নোত্তরে—লজ্জাশীলা যুবতী ব্রবীতি—যথা—নহি নহি নাহং উৎকণ্ঠাঽস্মি; কিন্তু বারি-ধরাণাং কালে বর্ষাকালে পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ, তস্মাৎ চঞ্চলা সতী ন স্থাতুং শক্লোম্যহং ইতিভাবঃ ॥ ৯৭ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কামোদ্দীপক প্রাবৃট্ কালে কোন যুবতীকে অধীরা দৃষ্টিগোচর করিয়া অন্য কোন কামিনী বলিতেছেন যে,—তরলে ভগিনি! এত চঞ্চলা কেন? পতিবিরহে কি? তদুত্তরে চঞ্চলা কামিনী কহিতেছেন—যে, সখি। বৃষ্টি-পতনে পিচ্ছিল পন্থাঃ জন্য-ই চঞ্চলা হইয়া পতনপ্রায় হইতেছি,—স্বামি বিরহে চঞ্চলা হইব কেন? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পতিবিরহে ই চঞ্চলা হইয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, বাক্য কৌশলে তাহা গোপন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

ব্রাহ্মণ-লক্ষণমাহ—

একাদশীতত্ত্বে পৈঠীনসি-ধৃত-বচনং যথা—

ক্ষমা দয়া দমো দানং, ধর্ম্মঃ সত্যং শ্রুতং ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্যং, এতদ্ ব্রাহ্মণ-লক্ষণং ॥ ৯৮ ॥

ইত্যত্র—দয়া ভূত-হিতৈষিত্বং, দমো মনসো দমনং, শ্রুতং বেদার্থাব বোধঃ, ঘৃণা নিন্দিতে অনিচ্ছা—ইতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ ব্যাখ্যাতং।

অস্যান্বয়ো যথা—ক্ষমা সহিষ্ণুতা, দয়া ভূত হিতৈষিত্বং করুণা বা, দমো মনসো দমনং, দানং পরোপকারায় পুণ্যার্থং বা সত্ত্বদ্দ্রব্য-ত্যাগঃ, ধর্ম্মঃ সদনুষ্ঠানং পুণ্যং বা, সত্যং প্রকৃতং যাথার্থং বা, শ্রুতং বেদার্থাববোধঃ, ঘৃণা নিন্দিতে অনিচ্ছা, বিদ্যা জ্ঞানং অর্থাৎ সদসদ্ বিবেচনা শক্তিঃ, বিজ্ঞানং যোগবলেন দ্রব্য-সংযোগ-জ্ঞানং শিল্পকার্য্য জ্ঞানং বা, আস্তিক্যং ঈশ্বরস্য বিদ্যমানতা জ্ঞানং—এতৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং, এতদ্ভিন্নত্বং অব্রাহ্মণত্বং ॥ ৯৮ ॥

অপরস্তু ব্রাহ্মণকুমারঃ সন্ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিতো যঃ পুরুষঃ, স এব ব্রাহ্মণঃ ইতি পর্য্যবসিতার্থঃ। ব্রহ্ম জানাতি যো ব্রাহ্মণ-কুমারঃ সোঽপি ব্রাহ্মণঃ নতু ব্রাহ্মণ-কুল ভিন্নাপর-কুলোৎপন্নঃ ব্রহ্ম জ্ঞানী যদি স্যাৎ; তদা স ন ব্রাহ্মণ ইতিবাক্যং সত্যং ॥ ৯৮ ॥

তদুদাহরণং যথা—নীচকুলোৎপন্নঃ সন্ ব্রহ্ম-জ্ঞঃ স্যাৎ; স ব্রাহ্মণঃ কিং? স্বর্ণপাত্রং স্বর্ণং নতু লৌহং। লৌহস্য পাত্রং লৌহং নতু স্বর্ণং

অপরন্তু ব্রাহ্মণ-লক্ষণং যথা—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ, সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্ বিপ্রঃ, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥৯৯॥

ইতি বেদোক্ত-বচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—ব্রাহ্মণ-কুমারো জন্মনা জন্মমাত্রেণ ব্রাহ্মণ-

কুলোৎপন্নতয়া 'শূদ্রো জায়তে অর্থাৎ শূদ্রবৎ বেদপাঠানধিকারী জায়তে। পশ্চাৎ স কুমারঃ সংস্কারাৎ উপনয়নাদি সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে, দ্বির্জ্জাতো দ্বিজঃ ইত্যর্থে ব্যুৎপন্নঃ কথ্যতে। স তু বেদাভ্যাসাৎ বেদাত্মধ্যয়নকরণাৎ বিপ্রো ভূ-দেবঃ পবিত্র-দ্বিজো বা ভবেৎ। ততঃ স ব্রাহ্মণ-কুমারো যদি ব্রহ্ম-বিদ্ ভবেৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম জানাতি, তদা স ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ভবেদিতি যাথার্থ্যং ॥ ৯৯ ॥

কৃত্রিম-ব্রাহ্ম্যগণ উক্তবচনস্য অর্থান্তরং করোতি যথা—জন্মনা-জায়তে শূদ্রঃ ব্রাহ্মণ-জাতানাং কুমার এবং অন্যেষাং ব্রাহ্মণ-ভিন্নানাং জাতীনাং কুমারোঽপি জন্মনা জন্মমাত্রেণ শূদ্রো জায়তে, পরিশেষে স কুমারঃ যদি ব্রহ্মজ্ঞানং লভেত সোঽপি ব্রাহ্মণঃ, এতেন চর্ম্মকার-পুত্রোঽপি আধুনিক ব্রাহ্ম্য সম্প্রদায়মতে স এব ব্রাহ্মণঃ—সা ব্যাখ্যা পণ্ডিতানাং মতে হেয়া ॥ ৯৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), দয়া (করুণা), মনোহভিলাস বাধ্য করণ, দান ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ, ধর্ম্ম, সত্যবাদিত্ব, বেদাধ্যয়ন জন্য জ্ঞান, ঘৃণা, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, বিজ্ঞান দ্রব্যস যোগ জন্য গুণজ্ঞান, আস্তিক্য ঈশ্বর জ্ঞান এই একাদশ বিধ গুণান্বিত ব্রাহ্মণ কুমার হইলে সদ ব্রাহ্মণ বলা যায়।

তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ সকল বেদ পাঠ্ত কেহবা ভ্রষ্টাচারী, কেহবা অব্রাহ্মণ-বলিয়া গণ্য। বৈদিক শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রায় ফলাহারী এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ লক্ষণ বর্জ্জিত এই ভাবের অধিক দৃষ্টিগোচর হয়।

কদাপি কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ লক্ষণান্বিত বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ দুই একটী পবিত্র দেখা যায়।

আর ব্রাহ্মণ ভিন্ন শদ্রাদিগণ "ব্রহ্ম জানাতি যঃ পুরুষঃ স এব ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি ব্যাখ্যানুসারে যে পাপাত্মগণ ব্রহ্মাভিমানী হয়েন, তাঁহারা নিতান্ত মূঢ় ও ধৃষ্ট।

উদাহরণ যথা—অগ্নিকুণ্ডে লৌহদণ্ডকে অগ্নিবৎ বাক্য বিলক্ষণ দগ্ধ হইলে

হাতুড়ি দ্বারা বারম্বার আঘাত করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মপত্রাকার হইলে তাহাকে লৌহপত্র বলা হইবে, কি সুবর্ণ পত্র বলা হইবে?

লৌহ কখন সুবর্ণ হইতে পারে না, সেইরূপ শূদ্রকুমার কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে লৌহে যেমন বহ্নি সংযোগে ও পীড়নে সূক্ষ্ম ও শাণিতাগ্র হইয়া থাকে, শূদ্র ও বল পূর্ব্বক বেদাদি শাস্ত্র পাঠে ও সদ্গুরুর উপদেশ প্রাপ্তে বিচারক্ষম এবং পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ৯৯॥

দরিদ্রগণের মনোরথ বাল বৈধব্য প্রাপ্ত কুলকামিনীগণের কুচসদৃশ - যথা—

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে, দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বাল বৈধব্য-দগ্ধানাং, কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥ ১০০॥

অস্যান্বয়ো যথা—বালবৈধব্য দগ্ধানাং বালে বাল্যকালে বৈধব্যং বালবৈধব্যং তেন বাল্য বৈধব্যেন দগ্ধানাং দগ্ধীভূতানাং কুলস্ত্রীণাং কুলবধূনাং কুচৌ স্তনাবিব যথা হৃদি হৃদয়ে উত্থায় কুচযুগ্মং উৎপন্নং ভূত্বা তস্মিন্ হৃদি লীয়তে, তদ্বৎ, দরিদ্রাণাং ধনহীনানাং মনোরথাঃ মনোঽভিলাসাঃ হৃদয়ে উত্থায়, তস্মিন্ হৃদি লীয়ন্তে লয়ং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ইত্যন্বয়শেষঃ॥ ১০০॥

বাল-বৈধব্যমিতি বালে বাল্যাবস্থায়াং বি-বিগতো ধবঃ স্বামী যস্যা ইতিবাক্যে সা বিধবা, ততঃ ভাবার্থে যণ্ প্রত্যয়ে কৃতে, বাল-বৈধব্যং, তেন দগ্ধানাং বাল-বৈধব্য-দগ্ধানাং ইতি সিদ্ধং॥ ১০০॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—দরিদ্রগণের মনোরথ বালবৈধব্য প্রাপ্ত কুলকামিনী গণের কুচসদৃশ, যে হেতুক বাল বৈধব্য প্রাপ্ত স্ত্রীগণের কুচদ্বয়, হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লীন হইয়া যায়, স্বামীর অভাবে কুচসম্ভোগ পূর্ব্বক পুত্রাদি উৎপন্ন হয় না, সেই মত ধনহীন ব্যক্তির মনে কোন বাঞ্ছা উপস্থিত হইলে ধনাভাব প্রযুক্ত কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না—এই ইহার তাৎপর্য্য॥ ১০০॥

উচিত-ব্যক্তার-মুক্তিলাভ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিজ রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে লক্ষহিরা নাম্নী সুরসিকা শ্রীমতী বেশ্যা রক্ষা করিয়া প্রহরী দ্বারা বেশ্যাভবন রক্ষা করেন; উক্ত মহারাজের নবরত্নে সভা ছিল, তন্মধ্যে প্রধান রত্ন কবি-কালিদাস নিজগুণে ও রসিকতার পরিচয়ে উক্ত সুরক্ষিতা লক্ষহিরা নাম্নী রসিকা কামিনীর প্রণয়োপপতি হইয়া ছিলেন, বহুদিন রসরঙ্গে আমোদ প্রমোদে উভয়ে কালক্ষেপণের পর ইহা মহারাজের কর্ণগোচর হইল, তচ্ছ্রবণে উভয়কে যথাকালে ধারণ পূর্ব্বক বন্দী করিবার দৃঢ় অনুমতি প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপরে প্রহরিগণ বহুচেষ্টায় উভয়কে ধৃত ও বন্দিভাবে রাজসভায় আনয়ন করিলে মহারাজ প্রচণ্ড-রাগের বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক দেশত্যাগী করিবার আদেশ প্রচার করিলেন, তখন উভয়ে বিনীত ভাবে সম্মানপুরঃসরে গল-লগ্নীকৃতবাসা হইয়া বলিতেছেন— যথা—

যস্যাপরাধঃ খলু তস্য দণ্ডঃ, পরাশরাদ্যা মুনয়ো বদন্তি।
কৃতাপরাধং মম নাভিনিম্নং, শিরঃকথং মুণ্ডনমেতি রাজন্ ॥১০১॥

অস্যান্বয়ো যথা—যস্য জনস্য অপরাধঃ স্যাৎ, তস্য খলু নিশ্চিতং দণ্ডঃ পীড়নং সঙ্গতং; নতু নিরপরাধিন ইতি পরাশরাদ্যা মুনয়ো বদন্তি পরাশরপ্রভৃতয়ঃ পণ্ডিত-মুনয়ঃ সর্ব্বে কথযন্তি। হে রাজন! মম নাভিনিম্নং কৃতাপরাধং অর্থাৎ মম নাভের্নিম্নদেশঃ কৃতাপরাধঃ, শিরঃ কথং মুণ্ডনমেতি রাজন্ অর্থাৎ মস্তকং মুণ্ডনং কেশশূন্যত্বং নএতি প্রাপ্নোতি কথং? ॥ ১০১ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—দণ্ডবিধান কারী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পণ্ডিত বেষ্টিত সভামধ্যে লক্ষহিরা ও কালিদাস উভয়ে অবনত মস্তকে বিনীতভাবে বলিতেছেন —হে রাজন! যে অপরাধী হইবে, তাহার-ই পরাশরাদি মুনিগণ দণ্ডবিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন; আপনার নিকটে আমাদের নাভির নিম্নপ্রদেশ (অধোদেশ) অপরাধী

বলিয়া স-প্রমাণ হইতেছে, তবে কেন ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতে মস্তক মুণ্ডনের অনুমতি প্রচাব করিতেছেন? আমাদের অধোদেশ মুণ্ডন পূর্ব্বক দেশত্যাগেব ব্যবস্থা করিলে সদ্‌বিচার হয়—অশাস্ত্রিক দণ্ডবিধান কবিলে ভবিষ্যৎকালে বাজাকে নিরয়-গামী হইতে হইবে; অতএব মহাবাজ! এই সভামধ্যে নব সুন্দব আনাইয়া আমাদের অধঃস্থান মুণ্ডন কবিবার আদেশ-দানে ধর্ম্মবক্ষা করুন, ইহা-ই আমাদেব প্রার্থনা—

এই প্রকাব রসস্য পূর্ণ উচিত উক্তিতে রাজা প্রসন্ন হইয়া উভয়কে মুক্তিদান করিলেন॥ ১০১॥

বহু-তপস্যা ফলেব পবিচয যথা—

ভোজ্যং ভোজন-শক্তিশ্চ, রতিশক্তির্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দান-শক্তিশ্চ, নাল্পস্য তপসঃ ফলং॥ ১০২॥

অস্যান্বয়ো যথা—ভোজ্যং ভোজন-দ্রব্যং, ভোজন-শক্তিশ্চ আহারশক্তিশ্চ ফলতঃ ভোজনদ্রব্যে বিদ্যমানে সতি যদি ভোজনশক্তিঃ স্যাৎ; রতিশক্তী রমণশক্তিঃ, বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রিয়ঃ পত্ন্যঃ; ফলতঃ সুন্দরীষু যুবতি-স্ত্রীষু বিদ্যমানাসু যদি রমণশক্তি র্বিদ্যতে; বিভবঃ সম্পত্তি র্দানশক্তিশ্চ দান-প্রবৃত্তিশ্চ, ফলতঃ সম্পত্তৌ বিদ্যমানায়াং যদি দানশক্তিঃ স্যাৎ, এতানি সর্ব্বাণি অল্পস্য তপসঃ ফলং ন ভবতি অর্থাৎ বহুতপঃ-ফলং জ্ঞাতব্যং॥ ১০২॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ভোজনদ্রব্য বিদ্যমানে যদি ভোজনশক্তি থাকে, রমণ-শক্তি বিদ্যমানে যদি শ্রীমতী যুবতী রমণী বিদ্যমান থাকে, বৈভব বিদ্যমানে যদি দানশক্তি থাকে, তাহা হইলে বহু তপস্যার ফল জানিবেন॥ ১০২॥

আধুনিক গোস্বামি-ব্রাহ্মণ বর্ণনা।

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে,
ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং,
গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং ॥ ১০৩ ॥

ইতি তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ বচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—দ্বিজা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে শাক্তা এব শক্তেরুপাসকা ভবন্তি। ন চ শৈবাঃ শিবভক্তাঃ, ন চ বৈষ্ণবাঃ নৈব বিষ্ণুভক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ পরমাক্ষরীং পরমারাধ্যাং গায়ত্রীং দেবীং উপাসতে উপাসনাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, তস্মাৎ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে শাক্তা ভবন্তি ॥ ১০৩ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ব্রাহ্মণ মাত্র ই শাক্ত অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন; অতএব ইঁহাদের কদাপি বৈষ্ণব বা, শৈব হইবার কোন উপায় নাই। যে হেতু উপনয়নকালে সর্ব্বাগ্রে সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণ মাত্রই শাক্ত অর্থাৎ দেব্যুপাসক, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তিলক সেবা ও ছাবা ধারণে অঙ্গকে সুশোভিত করিয়া চিতে বাগ সাজিয়া হস্তমি-গুলি (সিথা) নাড়া চাঁড়া দিতে দিতে হরিনামের ঝুলি হস্তে ধারণ করিয়া হাড়ি শুড়ি চণ্ডাল ও গণিকা গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া পরম বৈষ্ণবের কৃত্রিম কার্য্য করিয়া আধিপত্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিপুল ধনাগম করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শাক্ত হইয়া কিরূপে পরম বৈষ্ণব হইতে পারেন? ॥ ১০৩ ॥

সময়ভেদে ভোগ্যবস্তুও অভোগ্য ও বিষ-সদৃশ হইয়া থাকে। যথা—

বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য, বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং।
বিষং কু-শিক্ষিতা বিদ্যা, অজীর্ণে ভোজনং বিষং ॥১০৪॥

"ইতি গরুড় পুরাণ ধৃত বচনং"

অস্যান্বয়ো যথা—দরিদ্রস্য নির্ধনস্য গোষ্ঠী বহুপরিবারঃ বিষং বিষ-সদৃশং স্যাৎ, বৃদ্ধস্য অতি-প্রবীণস্য স্থবিরস্য বা, তরুণী যুবতী ভার্য্যা বিষং বিষ-সদৃশী, কু-শিক্ষিতা বিদ্যা কুৎসিত শিক্ষালব্ধ বিদ্যা (তস্কর-বৃত্ত্যাদিঃ) যথাকালে বিষং বিষসদৃশামঙ্গল-দায়কং। অজীর্ণে অজীর্ণা-বস্থায়াং ভোজনং বিষং বিষবৎ প্রাণ-হরং—এতৎ সর্ব্বং অহিতকর মিতি সর্ব্বজন-বিদিতং ॥ ১০৪ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—নির্ধনি ব্যক্তির বহু পরিবার, স্থবির ব্যক্তির যুবতী ভার্য্যা, কুৎসিত-শিক্ষা-লব্ধ বিদ্যা, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন—এই সকল বিষ সদৃশ হইয়া বিপুল অহিতকর হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

কর্ম্মফলং প্রধানং।

কর্ম্মফল প্রধান, তাহার উদাহরণ যথা—

কর্ম্মাণ্যত্র প্রধানানি, সম্যগৃক্ষে শুভগ্রহে।
বশিষ্ঠ-দত্ত-লগ্নেঽপি, জানকী দুঃখভাজনং ॥ ১০৫ ॥

"ইতি গরুড়-পুরাণ-ধৃত-বচনং।"

অস্যান্বয়ো যথা—অত্র জগতি কর্ম্মাণি কার্য্যাণি অর্থাৎ কর্ম্মজন্য ফলানি প্রধানানি শ্রেষ্ঠানি জ্ঞাতব্যানি, যতঃ সম্যক্ ঋক্ষে সকল শুভনক্ষত্রে শুভগ্রহে নব-গ্রহাদি-স্থিতে বশিষ্ঠ-দত্ত-লগ্নেঽপি জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ-বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত লগ্নেঽপি জানক্যাঃ রামস্যচ বিবাহকার্য্যং

ভূতং ; তদনন্তরেঽপি জানকী রামশ্চ দুঃখভাজনং দুঃসহক্লেশ-জনকত্ব পাত্রং কথং স্যাৎ ; অতএব জানকী-রাময়োঃ কর্ম্মফলজন্য দুঃখ-কারণত্বং। এতেন কর্ম্মফলানাং প্রধানত্বং প্রতীয়তে ॥ ১০৫ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা। এই জগৎ সংসারে কর্ম্মফলই প্রধান, জীবমাত্রই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল জন্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু উৎকট দুঃখভোগ সময়ে লোকে কপালে করাঘাত পূর্ব্বক বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে পরম পিতা পরমেশ্বরের উপরি আক্ষেপোক্তি ও অবদান প্রকাশ করেন, কিন্তু জান! তোমাদের সুখ ও দুঃখ দাতা তিনি নহেন, আপন্ আপন্ কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ঘটিয়া থাকে, ইহাই স্থির জানিবেন ॥ ১০৫ ॥

তাহার উদাহরণ এই যে, রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর, জানকী ঈশ্বরী স্বরূপ। লক্ষ্মী হইয়াও পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফল জন্য ভীষণ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

মহারাজ দশরথের কুলাচার্য্য বশিষ্ঠদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশারদ থাকিয়া গ্রহ ও নক্ষত্রগণের শুভস্থানে পূর্ণদৃষ্টি দেখিয়া শুভলগ্ন স্থির করিয়াছিলেন ; সেই শুভলগ্নে রাম ও সীতার বিবাহ স্থির করিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্র সাক্ষাৎকারে পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণ মানবরূপে অবতার হইয়া লক্ষ্মীরূপিণী সীতা দেবীকে, কি প্রণালীতে বিবাহ করেন, সেই বিবাহ কৌতুকাদি দর্শন লালসায় জনকভবনে গ্রহগণ, নক্ষত্রশ্রেণী এবং দেবগণ গমন করিয়া শুভক্ষেত্রে অর্থাৎ জনক প্রদত্ত শুভাসনে এবং শুভস্থানে বাস করিতেছিলেন, সেই রত্নমণ্ডিত অপূর্ব্ব সভা মধ্যে বিবাহার্থী রাম, স্বগণসহ যখন প্রকাশ করেন, সেই সময়ে অপূর্ব্ব রাম রূপ দর্শনার্থে, কেহ বা পূর্ণব্রহ্মের সম্মানার্থে, কেহ বা বর দর্শনার্থে শশব্যস্তে স্বীয় স্বীয় শুভাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্র ও ধাবিত হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ পরেই রাম স্বগণে সভাস্থ হইয়া বরাসনে উপবেশন করিলে, তখন সাধারণ সভাগণ স্থান নষ্ট হইয়া রাম দর্শনের জন্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাম দর্শনান্তে স্বীয় স্বীয় স্থান অনুসন্ধান পূর্ব্বক সত্বর না পাইয়া গ্রহগণাদি বিশৃঙ্খলাবস্থায় (রাহুস্থানে কেতু, কেতু স্থানে শনি, বৃহস্পতি স্থানে শুক্র, শুক্র স্থানে রবি ইত্যাদিরূপে), সকলে উপবেশন করিলেন, তদবস্থায় রাম ও সীতার উদ্বাহ-বন্ধনে রাম ও

সীতা দুঃসহ ক্লেশভাজন হইয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্মীনারায়ণেরও পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্য ফলভোগ জানিবেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের পর হইতেই রাম ও জানকী উভয়কেই বনচারী ও বনচারিণী হইতে হইল। রামচন্দ্র কত কর্ম্মফলের কি মাহাত্ম্য রামায়ণ পাঠে অবগত হইবেন। রামচন্দ্র ভগবান্ পর পূর্ণব্রহ্ম, সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হইয়া কর্ম্মফলে কষ্টভোগ করিয়াছেন, তবে কষ্ট পাইলে আমাদের বিলাপ বৃথা হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

"গর্ব্বং মা কুরু"

গর্ব্ব করিও না, ভবিষ্যৎ পতন আছে।

দুর্গস্ত্রিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো, রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা চ বৃত্তিঃ।
শাস্ত্রঞ্চ নীত্যোশনসঃ সমগ্রং, স রাবণঃ কালবশাদ্ বিনষ্টঃ ॥১০৬॥

"ইতি গরুড়পুরাণ ধৃত বচনং"

অস্যান্বয়ো যথা—যস্য রাবণস্য দুর্গো দুর্গমপর্ব্বতঃ স্থানং ত্রিকূটোহগম্যপর্ব্বতবিশেষঃ (আত্মরক্ষা স্থানং), পরিখা দুর্গবেষ্টনং সমুদ্রঃ অর্থাৎ রাজধানী বেষ্টিত-সমুদ্রঃ (গড় ইতি খ্যাতঃ), রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ সর্ব্বে যোধাঃ যুদ্ধকারিণঃ পরমাবৃত্তিঃ শ্রেষ্ঠা বৃত্তিঃ অর্থাৎ বীরবৃত্ত্যা জীবিকা নির্ব্বাহঃ, উশনসঃ শুক্রাচার্য্যস্য নীত্যা রীত্যানুসারেণ শাস্ত্রং প্রজাশাসন-বিধানঞ্চ, স রাবণঃ রাক্ষসাধিপতিঃ কালবশাৎ বিধে-র্নিয়মাৎ বিনষ্টঃ হত ইত্যর্থঃ; অতএব গর্ব্বং মা কুরু, যতঃ পশ্চাৎ পতনং বিদ্যতে ॥ ১০৬ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মহারাজ লঙ্কাধিপতি রাবণের রাজধানী লঙ্কা দ্বীপের পার্শ্বত্রয়ে দুর্গম ত্রিকূট পর্ব্বত অপর পশ্চিম ধারে লবণ সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে, ফলকথা দুর্গমত্রিকূট পর্ব্বত ও লবণ সমুদ্র পরিবেষ্টিত লঙ্কাপুরী, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এবং নীতিশাস্ত্রজ্ঞ-শুক্রাচার্য্যের রীতি অনুসারে রাবণ প্রজাশাসন করিলেও কালক্রমে সেই রাবণও হত হইয়াছিলেন ॥ ০৬ ॥

অতএব সাবধান। গর্ব্ব করিবেন না ; যে হেতুক—পরিশেষে সকলেরই পতন রহিয়াছে। এই প্রকার গরুড় পুরাণে ব্যবস্থা॥ ১০৬॥

শত্রুর মধ্যে বরং পণ্ডিত শত্রু উত্তম, কিন্তু মূর্খ মৈত্রও কিছু নয়।

প্রথমে গল্পাবস্থ—একটী রাজা বৃহৎ বানর-সহ সখ্যভাব করিয়া শিক্ষা কৌশলে সেই বানরকে তরবারি যুদ্ধে সুশিক্ষিত করেন, পরে রাজা স্বীয় শয়ন মন্দিরে নিশাযোগের প্রহরি কার্য্য ঐ বানর-বীরবরকে নিয়োগ করিয়া প্রতিনিশায় স্ত্রী পুরুষে পরমসুখে ও নির্ভয়ে নিদ্রা যাইয়া থাকেন॥ ১০৭॥

তদ্দেশীয় কোন পণ্ডিত প্রধান মহাপুরুষ অভাবদোষে প্রপীড়িত হইয়া তস্করবৃত্তি দ্বারা শীঘ্র অভাব পূরণ করাই যুক্তিস্থির করিলেন, এবং বিপুল ধন প্রাপ্তি লালসায় বহুকষ্টে ও কৌশলে চৌর্য্যবৃত্তি অভিপ্রায়ে রাজার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে নিভৃত স্থানে দণ্ডায়মান আছেন এবং রাজগৃহ-দীপালোকে সুশোভিত, তদুপরি বানর বীর-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, "কিরূপে ধন হরণ কার্য্য করিব" এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এমত সময়ে রাজা নিদ্রিতাবস্থায় হস্ত চালন দ্বারা মশারি সঞ্চালন করায় উক্ত মশারির রজ্জু আন্দোলিত হইয়া রজ্জুর ছায়া রাজার বক্ষঃস্থলে পতিত হয়। সর্পভ্রমে, তরবারি ধারী বানর বীর রাজার প্রাণ-হন্তা বক্ষঃস্থিত কালভুজঙ্গ ছেদন মানসে শাণিত তরবারি উত্তোলন করে, তন্মুহূর্ত্তেই পণ্ডিত তস্কর পশ্চাৎ হইতে বানর হস্ত ধরিয়া বলপূর্ব্বক তরবারি ধারণ ও গ্রহণ করিয়া বানর-বরের মস্তক ছেদন করিলেন, তৎপরে শোণিত-মসি ও অঙ্গুলি দ্বারা গৃহভিত্তিতে "বরং পণ্ডিতঃ শত্রুণামিতি" শ্লোক লিখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন—

শ্লোকো যথা—

বরং পণ্ডিতঃ শত্রূণাং, মূর্খেণ ন চ মিত্রতা।
বানরেণ হতো রাজা, বিপ্রচৌরেণ রক্ষিতঃ॥ ১০৭॥

অস্যান্বয়ো যথা—জগৎ সংসারে শত্রুশূন্যঃ শ্রেয়স্করঃ, যদ্যপি শত্রুঃ

স্যাৎ, তদা শত্রূণাং মধ্যে পণ্ডিতঃ শত্রু র্বরং শ্রেষ্ঠঃ উত্তমো বা; কিন্তু মূর্খেণ সহ মিত্রতা বন্ধুত্বং নচৈব হিতং॥ ১০৭॥

উদাহরণং যথা—বানরেণ মূঢ়েন কপিনা রাজা হতো বিনাশিতঃ অর্থাৎ হতপ্রায়ঃ; কিন্তু স রাজা বিপ্রঃ চৌরেণ পণ্ডিত-তস্করেণ ব্রাহ্মণেন রক্ষিতো জীবনং প্রাপিতঃ॥ ১০৭॥

অবশিষ্ট গল্প যথা—তৎপরে রাজা নিদ্রাভঙ্গের পর শোকসহ হত বানরদেহ দর্শন করিয়া হতভম্ব হইলেন এবং পণ্ডিত তস্করকে পুরস্কৃত করিবার মানসে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন "যে মহাত্মা বানরবীর হত করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইলে জীবন সহ জ্ঞান দাতা বলিয়া বিশেষ পুরস্কৃত হইবেন।" এই জনশ্রুতি অনুসারে পণ্ডিত তস্কর রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক ঘটনা যথাযথ প্রচার করিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃত ও ধনাঢ্য হইয়াছিলেন॥ ১০৭॥

পাঠকগণ। পণ্ডিত এবং মূর্খ এতদুভয়ের সহিত বন্ধুতা এবং শত্রুতা থাকিলে, তাহার ফলাফল এই শ্লোকোক্ত ঘটনার বিষয় প্রায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তস্কর রূপী পণ্ডিত মহোদয় ধন লালসায় রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহ স্বামী রাজার নিয়োজিত মিত্র মূর্খ বানর কর্ত্তৃক রাজার প্রাণ হনন ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া, ঐ পণ্ডিত শত্রু ধনাদি হরণ কার্য্যে উপেক্ষা পূর্ব্বক মহারাজের জীবন রক্ষা করিবার বানরকে হত করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্ত মত বন্ধু ত্যাগ করিয়া সদ্বংশজাত পণ্ডিত সুহৃৎ অনুসন্ধান করিলে সুখে কালযাপন হইবে।

যাত্রাকালে দ্রষ্টব্য-দ্রব্যাণি যথা-

বিদেশ গমনের যাত্রা সময়ে দর্শনীয় সামগ্রীর সংখ্যা।

ধেনুর্ব্বৎস-প্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নিঃ,
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভ দ্বিজ-নৃপ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।

সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্ল-ধান্যং,
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ ॥১০৮॥

"ইতি জ্যোতিস্তত্ত্বে যাবিধি-গ্রন্থোক্তধৃতবচনং।'

অস্যান্বয়ো যথা—সবৎসা ধেনুঃ (বৎসং দুগ্ধং পায়য়তি গাভী), বৃষ-গজ-তুরগাঃ অনড্বান্ হস্তী অশ্বশ্চ, দক্ষিণাবর্ত্ত বহ্নিঃ প্রদক্ষিণ-ক্রমেণ যস্য বহ্নেঃ শিখা দক্ষিণস্যাং দিশি গচ্ছতি, তং বহ্নিং পশ্যন্ সন্ যাত্রাং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ। দিব্যস্ত্রী শ্রীমতী অঙ্গনা, পূর্ণকুম্ভঃ জলপূর্ণ কলসঃ, দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ, নৃপো রাজা, গণিকা বেশ্যা, পুষ্পমালা, পতাকা বস্ত্রাদিভি র্নির্ম্মিতা ধ্বজাচ, সদ্যোমাংসং, গব্যঘৃতং, দধি, মধু, রজতং, কাঞ্চনং, শুক্লধান্যঞ্চ—এতানি ঊনবিংশতি-দ্রব্যাণি যাত্রাকালে দৃষ্ট্বা কিম্বা স্পৃষ্ট্বা অথবা তেষাং নামানি পঠিত্বা গন্তুকামো মানবঃ যাত্রাভি-লাষী মনুষ্যঃ ইহ জগতি ফলং যাত্রায়াঃ মঙ্গল-ফলং লভতে প্রাপ্নোতি। ফলত এবং যাত্রায়াং কৃতায়াং সত্যাং শুভফলং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—যাত্রাসময়ে সবৎসা গাভী (বৎসকে দুগ্ধপান করাইতেছেন, তদবস্থাপন্না গাভী) ১, বৃষ (ষণ্ড) ২, হস্তী ৩, অশ্ব ৪, যে প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখা দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে, সেই বহ্নি ৫, সুলক্ষণা শ্রীমতী সধবা স্ত্রী ৬, জলপূর্ণ কুম্ভ ৭, ব্রাহ্মণ ৮, রাজা ৯, বেশ্যা ১০, পুষ্পমালা ১১, ধ্বজা ১২, সদ্যোজাতমাংস ১৩, ঘৃত ১৪, দধি ১৫, মধু ১৬, রজত ১৭, স্বর্ণ ১৮, শুক্লধান্য ১৯,— এই ঊনবিংশতি প্রকার দ্রব্য দর্শন পূর্ব্বক কিম্বা ইহাদের নাম শ্রবণ বা নাম পাঠ করিতে করিতে যাত্রা করিলে শুভ যাত্রা হইয়া মনস্কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে, যদি ঐ রূপের যাত্রা কালে কোন অমঙ্গল জনক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর বা কর্ণগোচর বা জ্ঞানগোচর না হয়; তাহা হইলেই শুভযাত্রা হইবে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই ॥ ১০৮ ॥

নিরূপিত সময় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ জীবাত্মা দেহত্যাগ করিবেন।

উদাহরণ যথা—

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ, বৃদ্ধো বর্ষ শতৈরপি।
তৃণাগ্রমপি সংস্পৃষ্টঃ, প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥ ১০৯॥

"ইতি পৌরাণিক শ্লোকঃ।"

অস্যান্বয়ো যথা — বর্ষশতৈরপি শতবর্ষেণ প্রবীণোঽপি অকালে অবিহিত-সময়ে কশ্চিৎ জনো ন ম্রিয়তে মৃত্যুং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ—যদি প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ, তদা ম্রিয়তে; প্রাপ্তঃ কালো যেন স প্রাপ্ত-কালো জনঃ তৃণাগ্রং তৃণাগ্রভাগং অপি নিশ্চিতং সংস্পৃষ্টঃ সন্ ন জীবতি অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ—যথা সূর্য্যবংশীয় অজ-রাজ-পত্নী পুষ্পমাল্য সংস্পর্শমাত্রং দেহত্যাগিনী ভূতা, তথা সর্ব্ব এব স্যাদিতি॥১০৯॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কেহ কাহাকেও মারিতে পারেন না,—শতবর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও মৃত্যু হইবে না, কিন্তু নিরূপিত কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্র স্পর্শ মাত্র জীবন থাকিবে না। ফলকথা যথাকাল সমাগ্য হেতুতেও জীবন যাইবে। উদাহরণ যথা—সূর্য্যবংশীয় রঘুবধূ অজরাজপত্নী পুষ্পাঘাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ফলকথা কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পুষ্পাঘাত কদাপি মূর্চ্ছা বা মহানিদ্রার কারণ হইতে পারে না॥ ১০৯॥

·· ···· ···· ·গণের বিশেষ-লক্ষণ—

প্রবীণ মহাকবিণোক্ত-বচনং যথা—

স্থানে সিংহসমাঃ রণে মৃগসমাঃ দেশান্তরে জম্বুকাঃ,
আহারে বক-কাক-শূকর-সমাঃ ছাগোপমা মৈথুনে।

রূপে ভূতপিশাচ-কীশ-সদৃশাঃ ক্রূরাঃ খলাঃ দুর্ম্মুখা,
·········যদি মানবা হরিহরিঃ প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ ॥১১০॥

অস্যান্বয়ো যথা—·········জনাঃ স্থানে স্বস্থানে জন্মভূমৌ বা, সিংহসমাঃ সিংহ-সদৃশা ভবন্তি ; রণে যুদ্ধে কিন্তু স্বদেশযুদ্ধে মৃগসমা হরিণ-সদৃশ-তৎপরা ভবন্তি, দেশান্তরে স্বদেশ-ভিন্নস্থলে যুদ্ধে জম্বুকাঃ শৃগালাঃ সন্তি ; আহারে ভোজনে বক-কাক-শূকর-সমাঃ স্যুঃ, বকশ্চ কাকশ্চ শূকরশ্চ তে তৈঃ সমা স্তুল্যাঃ সন্তি, মৈথুনে শৃঙ্গার-বিষয়ে ছাগসদৃশা ভবন্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ-জাতিরহিতাঃ সন্তঃ শৃঙ্গারে উন্মাদা ভবন্তীত্যর্থঃ। রূপে দৃশ্যবিষয়ে ভূত-পিশাচ-কাশ-সদৃশা ভূতশ্চ পিশাচশ্চ কাশশ্চ তে তৈঃ সদৃশা স্তুল্যাঃ সন্তি অর্থাৎ প্রেত-বানর সদৃশাঃ সমাঃ। ক্রূরাঃ নৃশংসাঃ, খলাঃ কপটাঃ এবং দুর্ম্মুখাঃ কটুভাষিণঃ সন্তীত্যর্থঃ এবম্ভূতাঃ·········যদি মানবাঃ সন্তি, হরিহরিরিতি হে ভগবন্ ! প্রেতা স্তদাকীদৃশা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

পাঠক ! কোন মহাকবি-বিরচিত এই শ্লোকটী বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় মুদ্রিত হইল। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ডট্ (··· শূন্য) স্থানে যে শব্দ যোজনা করিলে কবির ভাবার্থ প্রকাশ হয়, তাহাই লইয়া যোজনা ও ব্যাখ্যা করিবেন ॥১১০॥

জগতের মধ্যে সারাংশ নির্ণয়।

অসারে খলু সংসারে, সারমেতচ্ চতুষ্টয়ং।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো, গঙ্গাম্ভঃ শম্ভু-সেবনং ॥১১১॥

অস্যান্বয়ো যথা—খলু নিশ্চিতং অসারে পদার্থ বিহীনে সংসারে জগতি সারমেতৎ চতুষ্টয়ং অর্থাৎ কাশ্যাং বাসঃ কাশীধাম-বাসঃ, সতাং সাধূনাং সঙ্গঃ সাধুমিলনং, গঙ্গাম্ভঃ ভাগিরথী জলং, শম্ভু-সেবনং

মহাদেব-পূজনং—এতচ্চতুষ্টয়ং সংসার মধ্যে সারমাত্রং, নান্যৎ। চতুষ্টয়মিতি চতুরবয়বং যস্য ইতি বাক্যে চতুঃশব্দাৎ সংখ্যায়া অবয়বে তয়ট্ ইতিসূত্রেণ—তয়ট্ প্রত্যয়ে কৃতে চতুষ্টয়মিতি পদং সিদ্ধং ॥১১১॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—এই অসার জগৎ সংসার মধ্যে কেবল চারি পদার্থ মাত্র সার জানিবা অন্যান্য সকলকে উপেক্ষার স্থান করিবেন। সেই সার পদার্থ চতুর্বিধ ক্রমে বর্ণিত হইতেছে,—যথা—বারাণসী ধামে বাস ১, সাধু সঙ্গ ২, গঙ্গাজল পান ৩, এবং দেবাদিদেব মহাদেব-পূজন ৪—এই চতুষ্টয়কেই ইহলোকে সার জানিবেন॥ ১১১ ॥

অগ্নি ব্যতিরেকে দেহ দগ্ধীভূত হইবার সামগ্রী যথা—

কু-গ্রাম বাসঃ কুলহীন সেবা, কু-ভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবাচ কন্যা, বিনাগ্নি-দাহেন দহেচ্চগাত্রং ॥১১২॥

অস্যান্বয়ো যথা—কু-গ্রাম-বাসঃ কুৎসিত-গ্রামে বাসঃ, কুলহীন-সেবা কুলেন হীনঃ কুলহীনঃ তস্য সেবা সেবনং, কু-ভোজনং কুৎসিত-দ্রব্য ভোজনং, ভার্য্যা পত্নী ক্রোধমুখী চ সততং পত্নী রুষ্টা, মূর্খশ্চ পুত্রঃ, বিধবাচ কন্যা—এতে ষট্ বহ্নি-সদৃশা ভবন্তীত্যর্থঃ; অতএব এতেষাং মধ্যে একোঽপি যস্য গৃহে বিদ্যতে, তস্য গাত্রং বহ্নিং বিনা দহন ক্রিয়য়া সততং দগ্ধীভূতং স্যাৎ॥ ১১২ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—কুৎসিত পল্লীতে বা কু গ্রামে বাস, মর্য্যাদা বিহীন নীচ-কুলোৎপন্নের উপাসনা, কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ভার্য্যা সতত ক্রোধপূর্ণা থাকা, মূর্খ-পুত্র এবং বিধবা কন্যা-এই ষড়্‌বিধ মধ্যে যদি এক প্রকার ভবনে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী সর্ব্বদাই বহ্নি ব্যতিরেকে দগ্ধ হইতে থাকেন: কিন্তু যদি যাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ষড় বিধই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তিনিতো উন্মাদ প্রায় হইয়া থাকেন। পাঠক! এই কয়েকটী ভীষণ বলিয়া জানিবেন॥ ১১২ ॥

রৌদ্র ও হিমসম্ভোগের কাল এবং তৎসম্বন্ধীয় হিতাহিত বর্ণনা।

শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্লীয়াৎ, ন গৃহ্লীয়াৎ শরদ্ধিমং।
বাতপিত্তবিনাশায়, গৃহ্লীয়াৎ মার্গ-পৌষয়োঃ ॥১১৩॥

অস্যান্বয়ো যথা—শরদ্ রৌদ্রং শরৎকাল সম্বন্ধীয় সূর্য্যকিরণং ন গৃহ্লীয়াৎ ন সেবেত, শরদ্ধিমং শরদ্কালীন-হিমঞ্চ ন গৃহ্লীয়াৎ ন সেবেত; বাতপিত্ত-বিনাশায় বাতশ্চ পিত্তঞ্চ তে বাতপিত্তে তযোর্বিনাশায় মার্গপৌষয়োঃ অগ্রহায়ণস্য পৌষস্য চ হিমং রৌদ্রঞ্চ গৃহ্লীয়াৎ সেবেত ॥১১৩॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—শরৎকালের (ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের) রৌদ্র অতি পীড়ামূলক বলিয়া কেহ সম্ভোগ করিবেন না, এবং শরৎকালের হিমও অতি অহিতকর, সেই জন্য ইহা কেহ সম্ভোগ করেন্ না অর্থাৎ ইহা জ্বরের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে, আর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের রৌদ্র এবং হিম সকলে সম্ভোগ করিতে পারেন, কারণ—ইহা তৎকালে বায়ু ও পিত্ত নাশক হইয়া অতি সুখকর হইয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

ধনের জন্য অতি চেষ্টা করিবেন না। যথা—

বিত্তার্থং নাতিচেষ্টেত, সা হি ধাত্রৈব নির্ম্মিতা।
গর্ব্ভাদুৎপতিতে জন্তৌ, মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ ॥১১৪॥
ইতি হিতোপদেশে ধৃতবচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—হে জীব! বিত্তার্থং ধনার্থং নাতি-চেষ্টেত, চেষ্টেত, কিন্তু ন অতি চেষ্টেত অর্থাৎ অতিযত্নং ন কুর্য্যাৎ, সা ধনচেষ্টা পুরা পূর্ব্বাস্মিন্ কালে হি যস্মাৎ ধাত্রৈব বিধাত্রা বিধিনা বা এব নিশ্চিতং নির্ম্মিতা সৃষ্টা, তস্মাৎ নাতিচেষ্টেত। তস্য উদাহরণং যথা—জন্তৌ জীবে গর্ব্ভাৎ জরায়ু-যন্ত্রাৎ উৎপতিতে উৎপন্নে সতি মাতুঃ

স্তনৌ জনন্যাঃ পযোধরৌ প্রস্রবতঃ স্বয়মেব ক্ষবিতবন্তৌ অর্থাৎ স্তনাভ্যাং ভাবি সন্তানস্য পানার্থং দুগ্ধং নিস্সৃতং ইত্যর্থঃ ॥১১৪॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—হে জীব। ধনের জন্য অতিশয় চেষ্টা করিবেন না; চেষ্টা করিবেন, কিন্তু অতিচেষ্টা করিবেন না; যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তা জীব জন্মিবার পূর্ব্বেই সেই জীবনোপায়ের ধন অর্থাৎ ভাবিজীবের জীবন রক্ষার্থ স্তন্য (পযোধরে দুগ্ধ) সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ যথা—জীব গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ সঞ্চয় হইয়া সেই দুগ্ধ স্বয়ই ক্ষরণ হইতে থাকে, তখন জীবিকা নির্ব্বাহার্থে অতিচেষ্টা অর্থাৎ অকর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে জীবনোপায় করিবার আবশ্যক নাই ॥১১৪॥

অদ্ভুতাখ্যান যথা—

একটী সম্রাট যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া শত্রুকর্ত্তৃক বন্দী হইবার আশঙ্কায় দশমাস গর্ভবতী রাজ্ঞী সহ মহারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পাঁচ ছয় দিন পর্ব্বত, জঙ্গল ও নদ নদী পারাবারে দুঃসহ ক্লেশ দ্বারা রাজ্ঞী প্রসব বেদনায় কাতরা হইয়া বলিলেন, "রাজন! প্রসব বেদনা জন্য গমনে অশক্যা হইয়াছি," তখন রাবরব রাজা কহিলেন "এক্ষণে বনবাসিনীর ন্যায় আপনাকেও সন্তান প্রসব করিতে হইবে," এই বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ তরবারি দ্বারা গাছ পালা ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া পর্ণকুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ক্রমে রাজ্ঞী গর্ভ-বেদনায় অধৈর্য্যা হইয়া উপাধান সদৃশ বৃক্ষস্তম্ভ ধরিয়া প্রসব বেদনা জন্য অসহ্য যাতনা সম্ভোগ করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একটী নবকুমার প্রসব করিলেন, রাজা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক রাজ্ঞী সমীপে বহ্নিস্থাপন করিয়া দিলেন এবং ফল মূল ও মৃগয়া (শিকারাদি) এবং অনুসন্ধান লব্ধ-দ্রব্যাদি দ্বারা উভয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে দ্বাদশাহ অতীতান্তে রাজা কহিলেন —"প্রিয়ে! আর এখানে দীর্ঘকাল বাস করা হইবে না, শত্রুগণ সন্ধান করিতেছে, তাহারা আমাদের সন্ধান পাইলে সস্ত্রীক বন্দী পূর্ব্বক পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া উভয়কে বহু উৎকট যাতনা দিয়া পরিশেষে বিনষ্ট করিবে; অতএব রাজ্ঞি! অধুনা এই পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ থাকা হইবে না, পুত্রমায়া ত্যাগ করুন, করুণাময়

ঈশ্বর ইহার উপায় বিধান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে"—এই বলিয়া কাষ্ঠাদি দ্বারা উড়ুপ (ভেলা) প্রস্তুত পূর্ব্বক তদুপরি পর্ণশয্যা ও আচ্ছাদন ব্যবস্থা করিয়া পুত্রকে পূর্ণভাবে স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) পান করাইয়া সেই উড়ুপের (ভেলার) উপরিস্থ পর্ণ শয্যায় শয়ন করাইয়া শায়িত পুত্রের ললাটে ও বক্ষে নিম্নলিখিত "যেন শুক্লী-কৃতা হংসী, শুকাশ্চ হরিতাঃ কৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন, স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি" —এই শ্লোকটী লিখিয়া তত্রস্থ পার্ব্বতীয় ঝর্ণার উদ্ভব স্রোতস্বতী নদীর জলের স্রোতে পুত্রসহ সেই উড়ুপ (ভেলা) ভাসাইয়া স্ত্রীপুরুষে অশ্রুপতনের সহিত শোক প্রকাশ করিতে করিতে বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে সর্ব্বব্যাপিন্ পরমপিতা পরমেশ! আমাদের এই শিশুকে রক্ষা করিয়া মহিমা প্রকাশ করুন, হে সর্ব্বশক্তিমন্! ঈশ্বর! আপনিই সকলের পরম-পিতা ; অতএব শিশুকে রক্ষা করুন ইত্যাদি" বহু স্তুতি করিতে করিতে পুত্রসহ উড়ুপ (ভেলা) চক্ষুর অগোচর হইলে রাজ্ঞী সহ রাজা প্রস্থান করিলেন ; অনন্তর কিয়দ্দূরে (যোজনান্তে) সেই নদীতে পুত্রকামী অপুত্রক মহাধনাঢ্য সওদাগর স্নান তর্পণাভিপ্রায়ে আসিয়া অবগাহন করিতেছেন, সেই সময়ে শিশু-সহিত উড়ুপ (ভেলা) নদী মধ্যে ভাষিয়া যাইতেছিল, তদ্ দৃষ্টমাত্র সহকারি ভৃত্যগণকে সওদাগর কহিলেন "ইদং কিং !!! ইদং কিং !!!" (এ কি !!! এ কি !!!) বলিতে বলিতে ধারণ ও আনয়নার্থে ভৃত্যগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন, তচ্ছ্রবণে ভৃত্যগণ সত্ত্বর দ্বারা তাহাই করিল, এবং আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক শ্রীমান্ পুত্রদৃষ্ট করিয়া কহিলেন,— "মহারাজ! বোধহয় আপনার এবং রাজ্ঞীর তপোলব্ধ পুত্রধনকে স্বর্গ হইতে ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন" ; এই শ্রবণে কহিলেন,—"রে ভৃত্য! লয়ে এসো, লয়ে এসো, বারম্বার বলায় ভৃত্যগণ লইয়া আসিল, পুত্রদর্শনে স্বর্গীয় পুত্রজ্ঞানে আর্দ্র বসনে ক্রোড়ে লইয়া মধ্যে মধ্যে মুখ-চুম্বন করিতে করিতে নিজ ভবনে গমনান্তে রাজ্ঞীকে (স্ত্রীকে) আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন—"প্রিয়ে! আপনার এবং আমার প্রার্থিত পুত্র স্বর্গ হইতে অদ্য তিনি প্রেরণ করিয়াছেন, ধর ধর, তোমার পুত্র ধর" এমন সময়ে স্ত্রী পুরুষে দেখিলেন পুত্রের ললাটে এবং বক্ষঃস্থলে কোন বৃক্ষের নির্য্যাস দ্বারা লিপি আছে যে—

যেন শুক্লীকৃতা হংসী শুকাশ্চ হরিতাং কৃতাঃ।
ময়ূরা শ্চিত্রিতা যেন, স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥১১৫॥
"ইতি হিতোপদেশে ধৃত বচনং।"

অস্যান্বয়ো যথা—হে পুত্র! [illegible] কঃ? অর্থাৎ কে [illegible]।—যেন মহাত্মনা পরম পুরুষেণ হংসা [illegible] সা শুভ্রবর্ণা [illegible] শুকাশ্চ হরিতাঃ কৃতাশ্চ ভবন্তি, যেন মহাপুরুষেণ ময়ূরাঃ [illegible] সর্ব্ব চিত্রিতা বিবিধবর্ণেন রঞ্জিতা ভবন্তি, স পরম পুরুষঃ তে তব বৃত্তিং জীবনোপায় বিধাস্যতি বিধান [illegible]ত্যর্থঃ ॥১১৫॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা [illegible] পুত্র [illegible], [illegible] আমি কে? অর্থাৎ আমি [illegible] যিনি হংসগণকে শুভ্রবর্ণ করিয়াছেন, যে পরমপুরুষ [illegible] চন্দনা পক্ষিগণকে) হরিত বর্ণ করিয়াছেন, যে পরম পুরুষ [illegible] বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ তোমার ভরণ [illegible] বিধান করিবেন। ॥১১৫॥

নীচবুদ্ধি [illegible] শত্রুদমনোপায়।

যথা—হিতোপদেশে ধৃত বচনং।

ক্ষুদ্রশত্রুর্ভবেদ্ যস্তু, বিক্রমান্নৈব লভ্যতে।
তমাহন্তুং পুরস্কার্য্যঃ, সদৃশস্তস্য সৈনিকঃ ॥১১৬॥

অস্যান্বয়ো যথা—যঃ (স্বামী) ক্ষুদ্রশত্রুং (ক্ষুদ্রং শত্রু যস্য সঃ) ভবেৎ, বিক্রমাৎ পরাক্রমাৎ স শত্রু যদি স্বামিনা নৈব লভ্যতে, অর্থাৎ শাসনার্থে গ্রহীতুং ন শক্যতে তদা তমাহন্তুং হননার্থং তস্য সদৃশঃ(তত্তুল্যঃ) সৈনিকো যোদ্ধা পুরস্কার্য্যঃ (অগ্রে কর্ত্তব্যঃ) প্রেরণীয়ঃ ইতিযাবৎ ॥১১৬॥

অস্য বঙ্গভাষা—মহজ্জনের নীচ কুলোদ্ভব শত্রু উপস্থিত হইলে, তৎ সদৃশ নীচোৎপন্ন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সেই শত্রুদমন কার্য্য সম্পন্ন করা ধীমানের বৈধ। গল্পে উদাহরণ যথা—

পর্ব্বতবাসী একটী মহাসিংহ, আবাসস্থানে আহারান্তে পরম সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন, তত্রস্থ মূষিকগণের পত্নীবর্গ গর্ভবতী হইলে মূষকগণ ভাবি সন্তান-বর্গকে গরমে রাখিবার জন্য যথাতথা পশম চেষ্টা করিয়া দুষ্প্রাপ্য পূর্ব্বোক্ত নিদ্রিত মহাসিংহের কেশর কর্ত্তন করিয়া তৎস্থলীয় গুহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরে সঞ্চয় করিতে করিতে ক্রমে সিংহরাজ কেশর শূন্য হইলেন, তজ্জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া শিকার অনুসন্ধান জন্য বহির্গত হইলে অন্যান্য পশুগণ তাঁহাকে দেখিয়া ঘৃণা বোধ করিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন পশুরাজ হতমানী ও দুখিত হইয়া কি উপায়ে মদীয় বাসস্থান গুহকে নির্মূষক করিয়া পুনর্ব্বার সুকেশরী হইতে পারি, তদ্‌বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্থির হইল যে, কপট নিদ্রায় শয়নে থাকিব, মূষক সমাগত হইয়া কেশর ও রোম কর্ত্তন আরম্ভ করিলেই তাহাদের ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে মারিয়া গুহকে নির্মূষক করিব, এই যুক্তি স্থির করিয়া তদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না; যেহেতু সিংহ থাবা দিয়া মূষক ধরিলেও অঙ্গুলির (নখের) বড় বড় ফাঁকদিয়া বহির্গত হইয়া প্রস্থান করে, শিকার সূত্রে মুখে ধারণ করিলেও মূষকগণ দন্তের ফাঁক দিয়া পলায়ন করে—এই প্রকারে সিংহরাজ বিপন্ন হইয়া স্থির করিলেন যে, ক্ষুদ্র শত্রু জন্মাইলে ক্ষুদ্রজাতি দ্বারা ধ্বংস করাই শ্রেয়স্কর - এই ভাবিয়া পশুরাজ মূষকহন্তা মার্জার অনুসন্ধান করিয়া এক বনবিড়াল-শাবক আনয়ন পূর্ব্বক পোষণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড দ্বারা এবং নিজ ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, পরে সেই বিড়াল শাবক ক্রমে ক্রমে হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বর্দ্ধিত হইয়া মূষক হননে বিশেষ পারদর্শী হইল, ক্রমশঃ নিত্য মূষক হনন দ্বারা সেই গুহাস্থান নির্মূষক করিল, এবং কিছুদিন পরে সেই সিংহ পুনর্ব্বার সুকেশরী ও সুশ্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পোষিত মার্জার জন্য আর মাংসখণ্ড আনিতেন না, আহারের অভাব বশতঃ মার্জার কুমার ক্ষীণতনু ও অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, সেই দুর

বস্থাপন্ন মার্জারকে দেখিয়া অপরাপর পশু ও স্বজাতিগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "হে মার্জার বর! আপনাব এরূপ দুর্গতি কেন?"

তখন তিনি কহিলেন আমাব প্রভু সিংহবাজকে নিমিত্ত শূন্য করাই—এই দুর্গতির কারণ হইয়াছে ॥১১৬॥

মূষক হনন জন্যই আমার প্রভু সিংহরাজ আমাকে সাদরে পোষণ ও প্রতিপালন করিতেন, এক্ষণে তিনি নিমিত্ত শূন্য হইয়াছেন, আমাব আদর ও পোষণ হইবে কেন? অতএব পাঠক! কেহ কখন প্রভুকে নিমিত্ত শূন্য করিও না।

তৎপ্রমাণং যথা—

হিতোপদেশে

নিরপেক্ষো ন কর্ত্তব্যো, ভৃতৈঃ স্বামী কদাচন।
নিরপেক্ষং প্রভুং কৃত্বা, ভৃত্যঃ স্যাৎ দধিকর্ণবৎ ॥১১৭॥

অস্যান্বয়ো যথা—ভৃত্যৈঃ (অনুচরৈঃ) স্বামী (প্রভুঃ) নিরপেক্ষঃ (নিষ্প্রয়োজনঃ) ন কর্ত্তব্যঃ; প্রভুং নিরপেক্ষং (প্রয়োজনশূন্যং) কৃত্বা ভৃত্যঃ (অনুচরঃ) দধিকর্ণবৎ স্যাৎ দধিকর্ণনামা কশ্চিৎ সিংহানুচরো মার্জ্জার-সদৃশো বিতাড়িতো ভবেৎ। তস্মাৎ দধিকর্ণনামকং উদাহরণং প্রদর্শয়েৎ ॥১১৭॥

বঙ্গানুবাদ যথা—ভৃত্য হইয়া কদাপি প্রভুকে প্রয়োজনশূন্য করিবেন না; যেহেতু কোন পর্ব্বতস্থ মূষকগণ সিংহরাজের কেশর কর্ত্তন করিয়া নিষ্কেশরী করায় তিনি মূষক হননার্থ মার্জার শাবক আনিয়া সাদরে পোষণ করিয়া দধিকর্ণ নাম রক্ষা করিয়া ছিলেন। সেই দধিকর্ণ নামা মার্জার নির্মূষক করিলে দধিকর্ণ মার্জারকে সিংহ বিতাড়িত করেন, সিংহসমীপে নিত্য মাংসখণ্ড ভোজন করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু সিংহকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া "নিরপেক্ষো ন কর্ত্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়াছিলেন ॥১১৭॥

মহোপদেশ।

মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীমসেন সহ গদাযুদ্ধে পরাস্ত ও ভগ্নোরু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিপাতিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে করুণাময় ভগবান কৃষ্ণ দর্শন দানে মহারাজ-দুর্য্যোধনকে মুক্তি করণাভিপ্রায়ে দুই চারিজন আত্মীয়গণ সহ যথায় মহারাজ ধরাশায়ী ছিলেন, অনুসন্ধান পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া "মহারাজ। মহারাজ। ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—মহারাজ। আমি আপনার নিকট কুটম্ব বৈবাহিক এবং জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রেরিত মধ্যস্থ হইয়া যখন অনুরোধ পূর্ব্বক কহিলাম যে, "পঞ্চলাতাকে পাচখানি গ্রাম দিয়া প্রীতি-সম্পাদন করুন," সেই কথা শ্রুত হইয়া আপনি বলিলেন—

তদ্ যথা —

সূচাগ্রেণ সুতীক্ষ্নেন, ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি, বিনা যুদ্ধেন কেশব! ॥১১৮॥
ইতি মহাভারতে ধৃতবচনং।

অন্বয়ো যথা—হে কেশব। সুতীক্ষ্নেন অতিসূক্ষ্মেণ সূচাগ্রেণ সূচাগ্রভাগেন যা মেদিনী পৃথ্বী (মৃত্তিকা) ভিদ্যতে ভেদঃ ক্রিয়তে, তদর্দ্ধং তন্মৃত্তিকার্দ্ধং যুদ্ধেন বিনা যুদ্ধব্যতিরেকেণ-এব নিশ্চিতং ন দাস্যামি অর্থাৎ ন দদ্যাৎ ইত্যর্থঃ ॥১১৮॥

হে কেশব। যুদ্ধ ব্যতিরেকে অতিসূক্ষ্ম সূচের অগ্রভাগে যে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্তোলন করা যায়, তাহার অর্দ্ধেক ও দিব না, পঞ্চগ্রাম দেওয়া দূরে থাকুক ইত্যাদি বাক্যের পরিণাম এই দূরবস্থা জ্ঞানবান অর্থাৎ— অদ্য রাজ্যচ্যুত, সিংহাসনভ্রষ্ট ও ভগ্নোরু হইয়া প্রেতভূমিতে পতন, মহারাজ! কেন আমার সৎপরামর্শ শ্রবণ করেন নাই? ॥১১৮॥

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দুর্যোধনোক্তির্যথা—

তদুত্তরে মহারাজ দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—যথা—জানামীতি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ! হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥১২১॥

অস্যান্বয়ো যথা—হে করুণাময়! কৃষ্ণ! জানামি ধর্ম্মং অহং ধর্ম্মং জানে, কিন্তু তস্মিন ধর্ম্মে মে মম ন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। জানাম্যধর্ম্মং—হে দয়াময়! অধর্ম্মমপি জানামি অর্থাৎ অহং পাপজনক-কার্য্যমপি জানে; কিন্তু তস্মিন অধর্ম্মে মে মম নিবৃত্তি র্নাস্তি, হে ভগবন্! হৃষিকেশ! হৃদি হৃদয়ে স্থিতেন ত্বয়া যথা যদ্রূপেণ নিযুক্তঃ প্রযোগকৃতোঽস্মি, তথা করোমি তদ্রূপং কৃতবানস্মীত্যন্বয় শেষঃ। ॥১২১॥

অস্থ বঙ্গভাষা যথা—ভগবান্ বলিতেছেন,—হে হৃষিকেশ! ধর্ম্ম বিষয় আমি অবগত থাকিয়াও তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। হে দেব! অধর্ম্মকে বিশেষরূপে জানিয়াও তাহাতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। হৃদয়স্থ আপনি যখন যে বিষয়ে নিযুক্ত করিতেছেন, তখন সেই বিষয়ই আমি করিতেছি, অর্থাৎ (আপনি যখন যাহা করান, তখন তাহাই করি।) হে দেব! আমার আপনার কিছু মাত্র অধিকার নাই, চরাচর জগৎ সকলই আপনার অধীন, তবে কেন এরূপ প্রশ্ন করিয়া অপ্রতিভ করিতেছেন? ॥১২১॥

তৎপরে ভগবান কৃষ্ণ মহারাজের উত্তরে প্রীত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পাণ্ডবাদি সহ প্রত্যাগত ও পঞ্চ পাণ্ডব লইয়া সেইস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান (গমন) করিলেন অর্থাৎ [illegible] বিষাদ না ঘটাইলে মহারাজের প্রাণত্যাগ হইবে না, এইকারণ তাহার উদযোগে গমন করিলেন॥১২১॥

আর্য্যধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার নিষেধক-দিন নির্ণয় যথা—

প্রতিপৎ পাঠ শীলানাং, বিদ্যেব তনুতাং গতা।
যথাযৌধিষ্ঠিরী সেনা, গাঙ্গেয়-শরতাড়িতা ॥১২২॥

অস্যান্বয়ো যথা—যৌধিষ্ঠিরী যুধিষ্ঠির-সম্বন্ধিনী সেনা সৈন্যং গাঙ্গেয়-শরতাড়িতা গাঙ্গেয়-শরেণ ভীষ্মবাণাঘাতেন তাড়িতা ক্ষীণা যথা ভবতি; তথা তদ্রূপেণ প্রতিপৎপাঠশীলানাং প্রতিপদি তিথৌ ব্যাকরণ-দর্শনাদি-শাস্ত্র-পাঠ-কারিণাং বিদ্যা জ্ঞানং এব নিশ্চিতং তনুতাং হীনতাং গতা প্রাপ্তা ইত্যন্বয়শেষঃ; অতএব পাঠ বিষয়ে প্রতিপৎ তিথিরগ্রাহ্যা ॥১২২॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সকল মহাযোদ্ধা ভীষ্মের বাণাঘাতে যেরূপ প্রপীড়িত হইয়া নিত্যক্ষয় প্রাপ্তি হইয়াছিল। সেই প্রকার প্রতিপৎ-তিথিতে ব্যাকরণ, ন্যায় ও বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠকারিগণের বিদ্যাও সেইরূপ দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধান জানিবেন। এজন্য প্রতিপৎ তিথিতে সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চা নিষেধ। অন্যান্য বচন প্রমাণ জন্য অষ্টমী-তিথি আর চতুর্থী সপ্তমী ও ত্রয়োদশী তিথিবিশিষ্ট রজনীও সংস্কৃত পাঠে অগ্রাহ্য বলিয়া প্রচলিত আছে ॥১২২॥

সুখ, দুঃখ, মান এবং বংশলোপের পূর্ব্বচিহ্ন, যথা—

সুখান্তে দুর্ব্বলা গাভী, দুঃখান্তে পুত্রপণ্ডিতঃ।
মানান্তে মুখরা ভার্য্যা, বংশান্তে ব্রাহ্মণো রিপুঃ ॥১২৩॥
ইতি পুরাণোক্ত শ্লোকঃ।

অস্যান্বয়ো যথা—সুখান্তে সুখাবশানে, দুর্ব্বলা গাভী পূর্ব্বাপর ভবনস্থা পয়স্বিনী গাভী দুর্ভাগ্যবশাৎ রুগ্না বা হীনবলা সতী দুগ্ধ-বিহীনা ভবতি। দুঃখান্তে পুত্রপণ্ডিতঃ ক্লেশাবশানে পুত্রো বিদ্বান্

ভবতি। মানান্তে, গৌরবান্তে ভার্য্যা পত্নী মুখরা প্রবলা ভবতি, বংশান্তে বংশস্য কুলস্য অন্তে শেষাবস্থায়াং ব্রাহ্মণো রিপুঃ শত্রু-র্ভবতি ॥১২৩॥

অস্য বঙ্গভাষা – সুখ সম্ভোগাদির পরিশেষ সময়ে নিজ ভবনস্থ পয়স্বিনী গাভী কপিলা সদৃশী হইলেও দুগ্ধ বিহীনা হইয়া থাকেন, দুঃখের শেষ হইলে পত্র দানী হয়। মর্য্যাদার হ্রাস সময়ে স্ত্রী প্রবলা এবং মুখরা হইয়া নিত্য অমর্য্যাদা প্রদান করেন। বংশলোপের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসহ শত্রুতা উৎপাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া স্বজাতকের পরিশেষে বংশলোপ হইয়া থাকে ॥১২৩॥

শূদ্রান্ন ভোজনে ব্রাহ্মণ দুর্গতি যথা – তৎপ্রমাণং

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন, উদরস্থেন যো মৃতঃ।
স বৈ খরত্ব মুষ্ট্রত্বং, শূদ্রত্বঞ্চাধি-গচ্ছতি ॥১২৪॥
ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে ধৃত-বচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—ভুক্তেন ভক্ষিতেন শূদ্রান্নেন শূদ্রস্বামিকান্নেন উদরস্থেন যো মৃতঃ অর্থাৎ শূদ্রান্নং উদরে কৃত্বা যো মৃতঃ যো ব্রাহ্মণো মরণং প্রাপ্নুয়াৎ, স ব্রাহ্মণো বৈ নিশ্চিতং খরত্বং রাসভত্বং (গর্দ্দভত্বং) উষ্ট্রত্বং নীচ-পশুবিশেষত্বং শূদ্রত্বঞ্চ বা অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ॥১২৪॥

অস্য বঙ্গভাষা –যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন (শূদ্রস্বামিক-ভোজ্যদ্রব্য) উদরে করিয়া মৃত হয়েন, তাঁহাকে গর্দ্দভ কিম্বা উষ্ট্র অথবা শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া গর্দ্দভ উষ্ট্র অথবা শূদ্ররূপে পাপভোগ করিতে হইবে, অতএব ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের ভবনে ফলাহারাদি করিবেন না, যদি অনুরোধে কুত্রাপি কাহাকেও শূদ্রভবনে শূদ্রান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে এই শাস্ত্রোক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে অবশ্য হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না ॥১২৪॥

অন্নাভাবে বিপ্রা বিপদে পতিত হইয়া যদিও শূদ্রভবনে শূদ্রান্ন-ভোজন করেন, তাহা হইলে ছন্দ বন্ধন কার্য্যে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইবার কোন আবশ্যক নাই ॥১২৪॥

শান্তিশতক গ্রন্থকর্ত্তা শিহ্লননামা মহাকবি, শান্তিশতক গ্রন্থ রচনার দুর্গতি নাশার্থ নমস্য দেবাদেবার মধ্যে কে নমস্য বিচারমাণে নির্ণয় পূর্ব্বক প্রণামাদি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন যথা

> নমস্যামো দেবান্ ননু হত বিধেস্তেঽপি বশগা,
> বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
> ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
> নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥১২৫॥

ইতি শান্তিশতকস্য প্রথমঃ শ্লোকঃ।

অস্যান্বয়ো যথা—ননু ভোঃ। দেবান দেববর্গান নমস্যামঃ নমামঃ যতস্তে দেবা অপি নিশ্চিত বিধেবশগা বশবর্ত্তিনো ভবন্তি, এতস্মাৎ উপেক্ষনীয়াঃ, বিধির্বন্দ্যঃ বিধির্ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা বা নমস্যঃ সোঽপি নস্যাৎ যতঃ স সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ, প্রতিনিয়তঞ্চতৎ কর্ম্মচেতি বাক্যে প্রতিনিয়ত-কর্ম্ম নিত্যকৃতকর্ম্ম, তস্যৈক ফলদঃ ফলং দদাতি ইতিবাক্যে কর্ত্তরি ড প্রত্যয়ে ফলদঃ ফলদাতা ভবতি, একশ্চাসৌ ফলদশ্চেতি বাক্যে এক-ফলদঃ প্রধান-ফল-প্রযোজকঃ, তস্মাৎ সোঽপি ন নমস্যঃ। ফলং বন্দ্যং তদপি ন নমস্যং, যতস্তদপি কর্ম্মায়ত্তং কর্ম্মাধীনং, অমরগণৈঃ কিং, বিধিনাপি সৃষ্টিকর্ত্রাঽপি কিং, অমরগণশ্চ ব্রহ্মাচ এতৌ নিন্দনীয়ৌ; তৎ তস্মাৎ কর্ম্মভ্যো নমঃ নমস্যামঃ, যস্মাৎ যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ বিধিরপি ন প্রভবতি ॥১২৫॥

ব্যাকরণং যথা—নমস্যামঃ ইতি নমঃ কুর্ম্ম ইতিবাক্যে নমস্তপো-বরিবঃ কণ্ড্বাদিভ্যঃ ক্যঃ কৃতৌ ইতি সূত্রেণ নমঃ-শব্দাৎ ক্য-প্রত্যয়ে নমস্য-ধাতু র্নিষ্পন্নঃ, তস্মাৎ ক্যা মস-প্রত্যয়ে সতি নমস্যামঃ ইতি ক্রিয়াপদং নিষ্পন্নং, বয়মিতি শেষঃ, অন্যৎ সুগমং ॥১২৫॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—শান্তিশতক গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি শিহ্লন, শান্তিশতক গ্রন্থরচনার প্রথমেই দুরদৃষ্ট নাশার্থ মঙ্গলাচরণ কর্ম্ম কর্ত্তব্য বিধানে প্রথমে দেব-বর্গকে বিঘ্নবিনাশ জন্য নমস্কার করিতে প্রস্তুত হওয়া বিচারমার্গে স্থির হইল যে, তাঁহারা নমস্য হইতে পারেন না, যে হেতুক দেববর্গ বিধির (সৃষ্টিকর্ত্তার) বশবর্ত্তী হইতেছেন, এই জন্য নমস্য কিরূপে হইতে পারেন? (তাঁহারা যখন সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার আদেশানুসারেই কার্য্যকারী হইতেছেন, তখন কিরূপে অভীষ্ট জনক ফলদাতা হইতে পারেন? স্বাধীন না হইলে বাঞ্ছিত ফল দিতে সমর্থ কি? ॥১২৫॥

এইজন্য বিধিকেই (ব্রহ্মাকেই) বিঘ্ননাশ জন্য নমস্কার করি—তাঁহারও নমস্য হইতে পারে না, যেহেতুক তিনিও প্রতিনিয়ত কৃত কর্ম্মজন্য ফলদাতা হইতেছেন, অতএব নমস্য হইতে পারেন না অর্থাৎ জীব যেমন কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্মানুযায়িক ফলদাতা হইতেছেন, নিজের কিছু মাত্র ক্ষমতা না থাকিলে কিরূপে অন্যের বিঘ্ননাশ করিবেন? এই হেতুক ব্রহ্মাও নমস্য হইতে পারেন না ॥১২৫॥

এক্ষণে তবে ফলকেই বিঘ্ননাশ জন্য নমস্কার করি, তাহাও বিজ্ঞসঙ্গত নহে, যে হেতুক “ফলং [illegible]” ফল কর্ম্মের অধীন হইতেছেন, সেই হেতুক ফলও নমস্য হইতে পারেন না ॥১২৫॥

অতএব আমি সেই কর্ম্মকেই ব্রহ্মজ্ঞানে বিঘ্ননাশাভিপ্রায়ে নমস্কার করিতেছি, যে হেতুক যে কর্ম্ম হইতে দেবগণ ও ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কেহই প্রভু হইতে পারিতেছেন না; সেই হেতুক কর্ম্মকেই ব্রহ্মজ্ঞানে নমস্কার করিতেছি ॥১২৫॥

যোনি ঘৃণিত পদার্থ হইয়াও অজ্ঞানচক্ষুর্বিহীন মনুষ্যগণের পক্ষে মুগ্ধকর হইতেছে, তাহার পরিচয় এবং অজ্ঞানীর লক্ষণাদি বর্ণণ। যথা—

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈ-র্ঘনপিশিত-পিণ্ডং স্তনধিয়া,
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চশকং সাসবমিব।
অমেধ্যে ক্লেদাদ্রে র্পথিচ রমতে স্পর্শ-রসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমনীয়ং ন ভবতি ॥১২৬॥
ইতি শান্তিশতক-গ্রন্থোক্ত-শ্লোকঃ।

অস্যান্বয়ো যথা—মহামোহান্ধানাং জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনানাং নরাণাং সম্বন্ধে ইহ জগতি কিমপিবস্তু রমণীয়ং ন ভবতি? অপি তু সর্ব্বমেব রমণীয়ং মনোহরং সম্ভবতি, যতঃ স্পর্শেন রসং প্রেমরসং বেত্তি যঃ, সঃ স্পর্শ-রসিকঃ পুরুষঃ, জ্ঞানচক্ষু র্বিহীন-মানবঃ সন্ উচ্চৈঃ উচ্চতরং ঘনপিশিত-পিণ্ডং কঠিন-মাংসপিণ্ডং স্তনধিয়া স্তনবুদ্ধ্যা অর্থাৎ স্তন-জ্ঞানেন সমাশ্লিষ্যতি আলিঙ্গতে; অতএব তস্য সম্বন্ধে কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি? অপিতু সর্ব্বং কুৎসিতমপি রমণীয়ং ভবতি? পুনঃ সাসবং আসবেন মদ্যেন সহিতং চসকং পানপাত্রং মদ্যপায়ী যথা পিবতি অর্থাৎ সাদরেণ চুম্বতে চুম্বনং করোতি, তদ্বৎ স পুরুষঃ লালাক্লিন্নং লালাদিভিঃ পিণ্ডশ্লেষ্ম-সম্বন্ধীয় দুর্গন্ধাদিভিশ্চ ক্লেদপূর্ণং মুখং বদনস্য লালাদিকং পিবতি অর্থাৎ মুখামৃত জ্ঞানেন মুখস্য ক্লেদ-পূর্ণ-লালাদিতরল-পদার্থ-পানং করোতীত্যর্থঃ। পুনঃ স স্পর্শ-রসিকঃ পুরুষঃ অমেধ্যে অপবিত্রে ক্লেদাদ্রে ক্লেদেন আর্দ্রে দুর্গন্ধময-তরল-পদার্থেন জলবৎ তরলপদার্থ-বিশিষ্টে পথি অধ্বানি যোনৌ বা রমতে রমণং করোতীতি শেষঃ ॥১২৬॥

ব্যাকরণং যথা—সমাশ্লিষ্যতীতি শ্লিষো ৯ শ্ল আলিঙ্গনে ইতি সং পূর্ব্বকাৎ আঙ্পূর্ব্বকাচ্চ তস্মাৎ ক্যাস্তিপ্ প্রত্যয়ে সমাশ্লিষ্যতীতি

পদং সিদ্ধং। ঘনঞ্চ.তৎ পিশিতঞ্চেতি-বাক্যে ঘনপিশিতং তস্য পিণ্ডং, স্তনধিয়া ইতি স্তনয়ো র্ধীঃ স্তনধীঃ তয়া ইতি বাক্যেন, স্তনধিয়া ইতি পদং সিদ্ধং মহামোহান্ধানামিতি মহান্তশ্চ যে, তে মোহান্ধাশ্চেতি বাক্যে মহামোহান্ধাঃ তেষাং মহামোহান্ধানামিতি সিদ্ধং ॥১২৬॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—জ্ঞানচক্ষুবিহীন মনুষ্য সম্বন্ধে সকল বস্তুই রমণীয়; ঘৃণিত ও অতিকুৎসিত হইলেও আনন্দ-দায়ক; যেহেতুক সেই মূঢ়গণ, স্ত্রীবক্ষঃস্থিত কুচ-দ্বয়কে স্তনবুদ্ধিতে মর্দ্দন করিয়া বহুল আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে ঐ কুচদ্বয় পচিয়া কীটোৎপন্ন সহ দুর্গন্ধময় হয়,—এরূপ ঘৃণিত বস্তুও যখন অজ্ঞানীর পক্ষে সুখকর এবং আনন্দ জনক হইতেছে তখন কোন্ বস্তু নির্ব্বোধের পক্ষে সুখকর ও আনন্দকর নয়? সকল বস্তুই তাহাদের পক্ষে আনন্দকর হইতে পারে।

মদ্যপায়িগণ বহুদিবসান্তে আসব সংযুক্ত মদ্যপানপাত্র পাইলে যেমন সুখকর বোধে পান করিয়া থাকেন, সেইরূপ মূঢ় মানবগণ লালাদিপূর্ণ ও পিত্তশ্লেষ্ম সম্বন্ধীয় দুর্গন্ধময় প্রিয়-মুখ চুম্বনে, চোষণে ও মুখামৃত পানে উন্মত্ত থাকিয়া আনন্দানুভব করেন; বিজ্ঞপাঠক! এইস্থানে বিচার করিয়া দেখুন যে, যখন নিজে কাস থু-থু-ও গয়ের নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার মুখ ও জিহ্বা দ্বারা উত্তোলনে সকলেই অসমর্থ হইতেছেন, সেই পর-মুখস্থ কাস থু থু-ও পিত্তশ্লেষ্মার দুর্গন্ধময় মুখ-চোষণে লালাদি ক্লেদকে মুখামৃত জ্ঞান, কথন-পূর্ব্বক পানে ও আস্বাদনে যাঁহারা মুগ্ধ হইয়া আনন্দ বর্দ্ধনে প্রীতিলাভ করিতেছেন; সেই জ্ঞানচক্ষুবিহীন নরের সম্বন্ধে কোন্ ঘৃণিত বস্তু রমণীয় না হইতে পারে? সকল বস্তুই তাঁহাদের রমণীয় নয় কি? সর্ব্বদা অপবিত্র, সতত ক্লেদপূর্ণ অর্থাৎ পূয, শোণিত ও শ্বেতবর্ণ ক্লেদাদি পূর্ণ যোনির দুর্গন্ধে ও দ্রাণে মাতৃ-দুগ্ধ পর্য্যন্তও উদ্গারণ হয়, সেই দুর্গন্ধময় যোনিতে যে মূঢ়গণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রমণে মুগ্ধ থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন্ ঘৃণিত বস্তু মনোহর ও আনন্দ-দায়ক হইবে না? এ বিধায়ে সকল বস্তুই মূঢ়ের পক্ষে হর্ষ ও আনন্দ জনক নয় কি? ॥১২৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অশুচি শূকরের সৌসাদৃশ্য। যথা—

ইন্দ্রস্যাশুচি শূকরস্য চ সুখে দুঃখে-চ নাস্ত্যন্তরং,
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠাচ কাম্যাশনং।
রম্যাচাশুচি-শূকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ,
সংত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্মমতিভি শ্চান্যান্যভাবঃ সমঃ ॥১২৭॥

(ইতি শান্তিশতকস্য শ্লোকঃ।)

অস্যান্বয়ো যথা—ইন্দ্রস্য দেবরাজস্য, অশুচি-শূকরস্য চ সুখে সুখভোগে দুঃখে চ ক্লেশভোগে চ অন্তরং ভেদো নাস্তি, উদাহরণং যথা—স্বেচ্ছা কল্পনয়া উভয়োর্বিচ্ছানুসারেণ তয়োঃ ইন্দ্রাশুচিশূকরয়োঃ খলু নিশ্চিতং যথাস্যাৎ তথা সুধা অমৃতং বিষ্ঠা চ শকৃচ্চ কাম্যাশনং স্বেচ্ছানুসারেণ খাদ্যং ভবতি। তয়োরিন্দ্রাশুচি-শূকরয়োঃ পরম-প্রেমাস্পদং রম্যা শচী শূকরীচ। মৃত্যুতঃ মরণভয়াৎ উভয়োঃ সংত্রাসোঽপি সমঃ তুল্যঃ, অন্যান্যভাবোঽপি সমঃ অপরাপরবিষয়োঽপি স্বকর্ম্ম-মতিভিঃ স্বীয়কর্ম্ম-ফলৈ-র্বুদ্ধিভিশ্চ ফলভোগ-বিষয়ে সদৃশঃ অর্থাৎ শূকরো দেবরাজেন সহ তুল্য ইত্যর্থঃ ॥১২৭॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—দেবরাজ ইন্দ্র ও অশুচি শূকর—এতদুভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে; কোন বিষয়ের প্রভেদ নাই।

উদাহরণ যথা -দেবরাজ ইন্দ্র স্বেচ্ছাধীন অমৃত ভোজনে যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, অশুচি শূকররাজ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিষ্ঠা ভোজনেও তদনুরূপ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, দেবরাজ ইন্দ্রকে ভোজনার্থে বিষ্ঠা আর শূকর-রাজকে ভোজনার্থে অমৃত প্রদত্ত হইলে, উভয়ে পরস্পর কেহই ঘৃণিত বলিয়া ভোজন করেন না, বরং উক্ত খাদ্যদ্বয়কে পরস্পর অখাদ্য বোধ করেন, পরস্পরের নিকট সুখকর ভোজ্য অমৃত ও বিষ্ঠা সপ্রমাণ হইল; অমৃত ও বিষ্ঠা এই উভয় দ্রব্যের তুল্যতা।

রমণ বিষয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রেমাস্পদ রম্যা ইন্দ্রাণী, শূকর-রাজের

শূকরী হইতেছেন, ফলকথা দেবরাজ শচী সম্ভোগে যেরূপ আনন্দলাভ করেন, শূকররাজ শূকরী সম্ভোগেও ঠিক সেইরূপ সুখী হইয়া থাকেন, ইন্দ্রাণী ও শূকরী এতদুভয়ের সম্ভোগে দেবরাজ এবং শূকররাজের পরম [illegible] তুল্যতা। দেব-রাজকে সম্ভোগার্থ শচী [illegible], [illegible] বিলম্বে সম্ভোগ করে [illegible] থাকুক, [illegible] অপরে অলোক মাত্রও [illegible] করিবেন না।

মরণ ভয়ে অর্থাৎ পতনভয়ে এতদুভয়ের তুল্যতা, যেহেতু [illegible] পতন অর্থাৎ পরিবর্ত্তন এবং শূকররাজের দেহপরিবর্ত্তন (মৃত্যু) এইরূপে উভয়ের মৃত্যুরও তুল্যতা ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্র ও শূকররাজ উভয়ের যখন তুল্যতা প্রমাণ হইল, তখন কেহই আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না। ইন্দ্র ও শূকরের সকল বিষয়েই তুল্যতা, সুতরাং এর "অন্যে পরে, কা কথা।" অন্যত্র কোন কথা বা আপত্তি হইতে পারে না।

বিবাহক্ষেত্রে কাহার কি প্রার্থনা তাহা বলা, যথা—

কন্যা বরয়তে রূপং, মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ ॥ ১২৬ ॥

ইতি মহাকাব্য কুমারসম্ভবস্য পঞ্চম সর্গ

মল্লিনাথেন ধৃতং পৌরাণিক-বচনং ॥

অন্বয়ে যথা—কন্যা রূপং বরয়তে, বিবাহস্থলে কন্যা (পাত্রী) ঈশ্বরসমীপে পাত্রস্য রূপং বরয়তে প্রার্থয়তি, মাতা বিত্তং বরয়তে, কন্যায়া মাতা ঈশ্বর-সমীপে পাত্রস্য বিত্তং ধনং (অলঙ্কারাদি ধনং) বরয়তে প্রার্থয়তি, পিতা কন্যায়াঃ পিতা শ্রুতং ঈশ্বরস্য সমীপে পাত্রস্য বেদাধ্যয়ন-জন্য জ্ঞানং বরয়তে প্রার্থয়তি, বান্ধবাঃ কুল-মিচ্ছন্তি কন্যাপক্ষীয় বন্ধুবর্গাঃ পাত্রস্য কুলং ইচ্ছন্তি বাঞ্ছন্তি। ইতরে জনাঃ পূর্ব্বোক্তভিন্না জনাঃ মিষ্টান্নং সুখাদ্য-ভোজনং ইচ্ছন্তীতিশেষঃ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—বিবাহক্ষেত্রে পাত্রী ভগবৎ সমীপে রূপবান্ পাত্র প্রার্থনা করেন, কন্যার মাতা ঈশ্বর সমীপে ধনাঢ্য পাত্র ইচ্ছা করেন, কন্যার পিতা ভগবৎ সমীপে পাত্রের বেদাদি অধ্যয়ন জন্য জ্ঞান থাকা ইচ্ছা করেন; জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুগণ উভয়মধ্যে ফলাহার সহ বিদায় ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহা বিবাহ-সভায় সময় পাইলে বর্ণনার যোগ্য শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত হইল ॥ ১২৬ ॥

জীব-সকলের শীত পরিত্যাগের সময় বর্ণনা যথা—

অশীতা স্তরবো মাঘে, ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে, বৈশাখে নরো বা হনরঃ ॥১২৭॥

অস্যান্বয়ো যথা—মাঘে মাঘে মাসি তরবো বৃক্ষাঃ সর্ব্বে অশীতাঃ শীতবর্জ্জিতাঃ, ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ ফালগুন-মাসি পশুশ্চ পক্ষীচ তৌ পশুপক্ষিণৌ অশীতৌ শীতরহিতৌ, চৈত্রে মধুমাসে সর্ব্বে জলচরা অশীতাঃ শীতরহিতা ভবন্তি; বৈশাখে বৈশাখ-মাসি নরো মনুষ্যঃ অশীতঃ শীত-রহিতঃ, বা এবং অনরো রাক্ষসঃ অশীতশ্চ।

অনর-শব্দো রাক্ষস-বাচকঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—মাঘমাসে তরুসকল শীতরহিত হয়, ফাল্গুন-মাসে পশু ও পক্ষিগণ শীতবর্জ্জিত, চৈত্রে জলচর সকল শীতবিহীন, বৈশাখে মনুষ্যগণ এবং রাক্ষসগণ শীত বিহীন হইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥

মূর্খের প্রতি উপদেশ দানের ফল-বর্ণনা—

হিতোপদেশে ইহার উপন্যাস বর্ণিত আছে, তাহা না জানাইলে পাঠকগণের পাঠে সুখকর হইবে না, এজন্য লিখিতে বাধ্য হইলাম। উপন্যাস যথা—

কোন পর্ব্বতোপরি বহুবিধ পক্ষী ও অসংখ্য বানরগণ পুরুষানুক্রমে বাস করেন, কালক্রমে দুর্দ্দৈব-বশতঃ পাক্ষিকী মহতী বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ঐ পর্ব্বতবাসি জীবগণকে কম্পিতকলেবর করিতে লাগিল; কিন্তু তন্মধ্যে পক্ষিকুল নীড়মধ্যে

পরমসুখে বসবাস করিতে করিতে তত্রস্থ বানরগণকে আ[illegible]সংবৃত কম্পিত-কলেবরে এক বৃক্ষমূল হইতে সুখানুভব জন্য অপর বৃক্ষমূলে কাতরে যাতায়াত করিতেছে—ইত্যাদি—বানর যাতনা দৃষ্টি করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে বলিতেছে—"হে বানরগণ! তোমাদের এই অসহ্য ক্লেশ দেখিয়া দুঃখচিত্তে বলিতেছি যে,—আমাদের পক্ষিকুল হইতে আপনারা মহাবীর এবং সুবৃহৎ হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াছেন, তবে কেন নির্ম্মল আকাশ থাকিলে, এইরূপ দুর্দ্দিন সময়ের জন্য আবাস স্থান (গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ও সুখে বাস করেন না? আপনাদের হইতে আমরা অতিহীন ও দুর্ব্বল; তথাপি নির্ম্মল আকাশ ও পবিত্র সময় পাইলেই চঞ্চুর-দ্বারা তৃণ সঞ্চয় করিয়া নীড় প্রস্তুত করিয়াছি—বলিয়া এই মহাদুর্যোগে নীড় মধ্যে কেমন সুখে বাস করিতেছি দেখুন,—সেইরূপে আপনারাও এই বিপদ কালে সুখে বাস করিতে পারিতেন ইত্যাদি উপদেশ, মূর্খ-বানরগণ গ্রহণ না করিয়া বরং মনে মনে কষ্ট পাইলেন; এবং নির্ম্মল আকাশ ও রৌদ্র সম্ভোগ করিতে পাইলে, ইহার সদ্বিচার পক্ষকে প্রতিফল দিবার ব্যবস্থা হইবে।

পরে নির্ম্মল আকাশ হইলে রৌদ্র সম্ভোগে দেহ উত্তপ্ত হইলে, বানরগণ সমবেত হইয়া যুক্তি করিলেন যে, ক্ষুদ্র-জীব পক্ষিগণ মহতী বৃষ্টি সময়ে নীড়ে সুখে থাকিয়া আমাদের সকলকে বিদ্রূপ করত শাস্ত্র ও পরিহাস করিয়াছে; এই হেতুক তাহাদের এই পর্ব্বত হইতে নির্যাতন করিতে হইবে,—এই যুক্তি সকলে স্থির করিলেন, তৎপরে সেই দিন হইতেই বানর সকল, পক্ষিগণকে সেই পর্ব্বত হইতে নির্য্যাতন অভিপ্রায়ে পক্ষিগণের নীড় অনুসন্ধান করিয়া ভগ্ন, ডিম্ব নষ্ট ও শাবক-গণকে হত্যা করিতে লাগিল, নিত্য বানরগণের নীড়াদিনাশে অত্যাচারে পক্ষিগণ পরস্পরের নীড়স্থান, শাবক ও ডিম্ব ইত্যাদি অনুসন্ধানে অপ্রাপ্তি হওয়ায় পর্ব্বতান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং সেই সময়ে বলিল যে—

বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যো, নাঽবিদ্বাংস্তু কদাচন।
বানরানুপদিশ্যাথ, স্থান-ভ্রষ্টা যযুঃ খগাঃ ॥১২৮॥

ইতি হিতোপদেশে ধৃত-বচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—বিদ্বান পণ্ডিতঃ পুরুষ এব নিশ্চিতং উপদেষ্টব্যঃ উপদেশযোগ্যপাত্রঃ, কিন্তু অবিদ্বান মূর্খজনো কদাচন ন উপদেষ্টব্যঃ ইতি এবম্প্রকারেণৈব বানরান উপদিশ্য উপদেশং দত্ত্বা অথ অনন্তরং খগা তস্য পক্ষিণঃ সর্ব্বে স্থানভ্রষ্টাঃ সন্তঃ যযুঃ পর্ব্বতান্তরে গতবন্তঃ।

বঙ্গানুবাদ যথা—বিদ্বান পুরুষ উপদেশের যোগ্য পাত্র, মূর্খগণ কদাপি উপদেশ যোগ্য পাত্র হইতে পারে না। উদাহরণ যথা—মূঢ় বানরগণের সদুপদেশ দান জন্য আমাদের সকলকে নীড়ের স্থানচ্যুত হইতে হইল, অতএব কেহ মূর্খকে উপদেশ দিয়া বিপদকে আহ্বান করিবেন না, এই বলিয়া পক্ষিগণ পর্ব্বতান্তরে দুঃখিত হৃদয়ে গমন করিল। ১২৮ ॥

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় রাম তর্কবাগীশ, কারক প্রকরণের "ধিক্ সমযা নিকষা হিত' সূত্রের টীকাতে লোকাংক সাবর্ণ্ড-বচন লিখিত উপর্য্যুপরি শব্দের যোগে দ্বিতীয়ার বিষয় উদাহরণ দেখাইয়াছেন তদ্ যথা—

উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং ; চরন্তীশ্বর বুদ্ধয়ঃ ॥ ১২৯ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—উপরিবুদ্ধীনাং শ্রেষ্ঠবুদ্ধীনাং জনানাং বুদ্ধেরুপরি উপরিভাগে ঈশ্বর বুদ্ধয়ঃ পরমেশ্বরস্য বুদ্ধয়ঃ চরন্তীত্যর্থঃ অর্থাৎ গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

অস্য বঙ্গভাষা যথা—এই জগতে ক্ষুদ্রতর মানবগণের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা কিঞ্চিৎ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আত্মাভিমানে (অহঙ্কারে) ধরা ধামকে সরাব জ্ঞানে "অহমেব' বা নান্য' অর্থাৎ আমিই বুদ্ধিমান বলিয়া অহঙ্কার করেন।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে উপায়ে তিনি যতই ধীমান হইবেন, কিন্তু সকলের বুদ্ধির উপর ঈশ্বর বুদ্ধি বিচরণ করিতে থাকে; অতএব সাবধান। "গর্ব্বং মা কুরু" গর্ব্ব করিও না। এই ইহার তাৎপর্য্য।

পরমপিতা পরমেশ্বর সুখ ও দুঃখ দাতা নহেন, স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল জন্য জীব সুখী এবং দুঃখভোগী হইয়া থাকেন; সৎকর্ম্ম জন্য বিপুল সুখ সম্ভোগ করিতেছেন— এমন সময়ে যদি সহসা উৎকট দুষ্কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত সৎক্রিয়া জন্য যে সুখভোগ হইতেছিল, সে সকল সুখ সম্ভোগ বন্ধ হইয়া ক্রিয়ার গুরুতা ও লঘুতা বিচারে নিম্নলিখিত মনুসংহিতার বচনে নিরূপিত সময় মধ্যে বর্ত্তমান জন্মের সেই উৎকট দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ করিতে হইবে, তদাহরণং যথা—

ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ কর্ম্মযোগৈ রিহৈব ফল মশ্নুতে॥ ১৩০॥
ইতি মনুসংহিতায়াং ধৃতবচনং।

অস্যান্বয়ো যথা—অত্যুৎকটৈ রতিবিগর্হিতৈঃ কর্ম্মযোগৈঃ ক্রিয়াযোগৈঃ ফলং ইহৈব, অস্মিন্নেব সময়ে ফলং উপস্থিত-জন্মকৃতাগত দুষ্কর্ম্ম জন্য ভোগ্য-ফলং অশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে, ইহৈব কিং? ত্রিভি র্বর্ষৈঃ বর্ষত্রয়পরিমিত-কালৈঃ, ত্রিভির্মাসৈঃ মাসত্রয়-পরিমিতৈঃ সময়ৈঃ, ত্রিভিঃ পক্ষৈঃ পক্ষত্রয়-সময়ৈঃ (পঞ্চচত্বারিংশৎদিবস-করণকৈঃ) ত্রিভির্দিনৈঃ দিনত্রয়-কাল-করণকৈঃ উৎকট-কর্ম্ম-যোগ-জন্য ফলং অশ্নুতে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—অতিশয় উৎকট দুষ্ক্রিয়া করিলে তিনবর্ষ সময় মধ্যে, তিনমাস সময় মধ্যে, পক্ষত্রয় সময় মধ্যে অথবা দিবসত্রয় সময় মধ্যে ফলভোগ করিতে হইবে।

অতি উৎকট দুষ্কর্ম্ম জন্য ফলভোগ দিবসত্রয় মধ্যেই হইয়া থাকে, তদপেক্ষা ন্যূন দুষ্কর্ম্ম করিলে তিন পক্ষ (৪৫ দিন) সময় মধ্যেই ফলভোগ প্রকাশ হয়। তদপেক্ষা অল্পবিগর্হিত কার্য্য করিলে তাহার ফল মাসত্রয় সময় মধ্যেই ভোগ করিতে হইবে। তদপেক্ষাও লঘু দুষ্কর্ম্ম করিলে তজ্জন্য দুর্গতিরূপ-ফল তিনবর্ষকাল মধ্যে ভোগ হইয়া থাকে।

মনু-সংহিতা এবং উপবি-লিখিত যুক্ত্যনুসাবে সদসৎবিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে চরিতার্থ হইব।

ক্রিয়ায়াঃ প্রাগাড়ম্বরং মা করু।

কোন কার্য্য কবিবাব পূর্ব্বে আড়ম্বব (দর্প) কবিবেন না, তাহা হইলে ছাগবৎ ঘৃণিত হইবেন। তৎপ্রমাণং যথা—

অজা যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব, বহ্বারম্ভে লঘুঃ ক্রিয়া ॥ ১৩১ ॥

অস্যান্বয়ো যথা—অজাশ্ছাগা যুদ্ধে সমরক্ষেত্রে বহ্বারম্ভে বহু যথা স্যাৎ তথা আড়ম্ববং (দর্পং) কৃত্বা সমবস্য যথাকালে লঘু ক্রিয়া অর্থাৎ ছাগগণো যুদ্ধ-সময়ে বিপুলাড়ম্ববং কৃত্বা মস্তক শৃঙ্গাঘাত সময়ে নিঃ-শব্দেন শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্নমাত্রং কুর্য্যাৎ, তথা ঋষিশ্রাদ্ধে তাপসব্রাহ্মণানাং পিতৃশ্রাদ্ধে তিল-কুশপত্র-পুষ্পাদীনাঞ্চ বহুলমাহৃত্য পিণ্ডদানং কেবলং, পুরোহিত ভোজন মাত্রঞ্চ কুর্ব্বতে, অর্থাভাববশাৎ অন্যেষাং ভূরিভোজনাদিকং ন কারয়েৎ ; কিন্তু অপবজাতীনাং সম্বন্ধে ভূবিদান-ভোজনাদের্ব্যবস্থা অগ্রে আগ্রহেণ সহ প্রদেয়া। প্রভাতে ঊষায়াং মেঘাড়ম্ববে মেঘানাং ভূরিগর্জ্জনে লঘুবৃষ্টিঃ পততি, তথা দম্পত্যোঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ কলহোঽপি বিবোধোঽপি দিবাভাগে যথা স্যাৎ তথা ; কিন্তু নিশায়াং স্বামি-শয্যায়াং স কলহো ন নাস্তীতি ভাবঃ। এতেষাং অজর্ষি-মেঘ দম্পতীনাং আড়ম্বর-মাত্রং স্যাৎ, নতু কার্য্যতস্তসিদ্ধং।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—ছাগগণ যুদ্ধেব প্রাবম্ভে মহা-বিক্রম প্রকাশ সহ অগ্রস্থ পদদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ভীষণ শৃঙ্গাঘাতেব আয়োজন কবিয়া অতি লঘু শৃঙ্গাঘাত কবিয়া থাকে। সেইরূপ ঋষিগণ (ব্রাহ্মণগণ) পিতৃশ্রাদ্ধাদিব মহাড়ম্বব দেখাইয়া অতি লঘু ভাবে ব্যয কবিয়া কেবল পিণ্ডদান মাত্র সমাধানন্তব পুবোহিতাদি দুই পাঁচ জনকে ভোজন কবাইয়া থাকেন, ধনাভাব জন্য অতি লঘুক্রিয়া

হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রভাতে মহামেঘগর্জ্জনে অতি সামান্য বৃষ্টি পাতন হয়, দিবাভাগে দম্পতীকলহ (স্ত্রীপুরুষবিরোধ) মহান্ হইলেও অল্পকাল পরেই বা নিশাকালে প্রেমালাপ সময়ে সেই কলহ ভঞ্জন হইয়া য।, সকল বিষয় অতি আড়ম্বর করিয়া পরিশেষে অতি লঘু ক্রিয়াসম্পাদন করিলে ছাগবৎ তুচ্ছ (ঘৃণিত) হইতে হয়, অতএব পাঠক! কোন কার্য্যের প্রারম্ভে অধিক দর্প করিবেন না। এই ইহার তাৎপর্য্য।

কতিপয় কৃতঘ্ন ব্যক্তির পরিচয়।

লব্ধবিদ্যো গুরুং দ্বেষ্টি, লব্ধভার্য্যস্তু মাতরং।
লব্ধ-জারা পতিং দ্বেষ্টি, লব্ধারোগ্যশ্চিকিৎসকং ॥১৩২॥

অস্যান্বয়ো যথা—লব্ধা বিদ্যা যেন, স গুরুং অধ্যাপকং দ্বেষ্টি বিদ্বেষং করোতি, লব্ধা ভার্য্যা যেন, স মাতরং জননীং দ্বেষ্টিগর্ভধারিণী বিদ্বেষী ভবতি, লব্ধো জারো যয়া, সা ব্যভিচারিণী স্ত্রী পতিং স্বামিনং দ্বেষ্টি হতশ্রদ্ধাং করোতি, লব্ধং আরোগ্যং যেন রোগিনা স রোগী চিকিৎসকং দ্বেষ্টি চিকিৎসকস্য বিদায় কালে (পুরস্কার সময়ে) কিঞ্চিৎ গ্লানিনা সহ পুরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

অস্য বঙ্গভাষা—অসদ্ বংশজাত ছাত্র বিদ্বান্ হইয়া অধ্যাপক মহোদয়ের গ্লানি করেন, জারজ (বিজাতক) সন্তান হইলে যুবতী ভার্য্যার বশীভূত হইয়া প্রসূতির (জননীর) গ্লানিকারক হয়েন, অসচ্চরিত্রা স্ত্রী মনের মত প্রাণকান্ত (উপপতি) পাইলে পতির বিদ্বেষিণী হওয়া দূরে থাকুক, পরিশেষে পতিহন্ত্রী পর্য্যন্তও হইয়া থাকেন। আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগী চিকিৎসকের পুরস্কার সময়ে ভূরিগ্লানি পূর্ব্বক বিদায় করিয়া থাকেন॥ ১৩২ ॥

সুধী পাঠক! আপনারা কেহ গুরুদ্বেষী, মাতৃভক্তি-বিহীন ও রোগ হইতে মুক্তিদাতার অমর্য্যাদা করিবেন না, ইহাই ব্যক্তব্য।

বচনান্তরে আছে যে—

আতুরস্য পিতা বৈদ্যো, রোগান্তে বৈদ্যঃ শ্যালকঃ ॥১৩৩॥

অস্যান্বয়ো যথা—আতুরস্য রোগিনঃ পিতা কঃ? বৈদ্য ইতি প্রসিদ্ধঃ, রোগান্তে সুস্থাবস্থায়াং শ্যালকঃ কঃ—বৈদ্য ইতিখ্যাতঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—পীড়িত ব্যক্তির পিতা কে? বৈদ্য-অর্থাৎ সভ্য মনুষ্যগণ চিকিৎসক মহোদয়কে পিতৃবৎ জ্ঞানে মান্য এবং শ্রদ্ধাসহ ভক্তি করিয়া পিতা (বাবা) বলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিই আরোগ্য হইয়া বৈদ্যবিদায় সময়ে পিতৃসদৃশ মান্যবর বৈদ্য-মহোদয়কে শ্যালক ইত্যাদি কটূক্তিপূর্ণ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়া ঘৃণিত হয়েন ॥ ১৩৩ ॥

অতএব পাঠক! বৈদ্যকে (আরোগ্য দাতা চিকিৎসককে) চিরকাল মান্য করিয়া যশঃ ও কীর্ত্তিলাভ করিবেন; ইহাই গ্রন্থকারের বক্তব্য।

কবিতা-কুসুমাঞ্জলি

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

পাঠক মহোদয়গণের এইরূপ গ্রন্থ পাঠের উৎসাহ-জনক-পত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, অপরাপর আবশ্যকীয় শ্লোক সাগর মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

নিবেদক—

১০ নং দেব নারায়ণ দাসের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। | শ্রীদ্বারকা নাথ বিদ্যারত্ন, প্রবীণ চিকিৎসক।